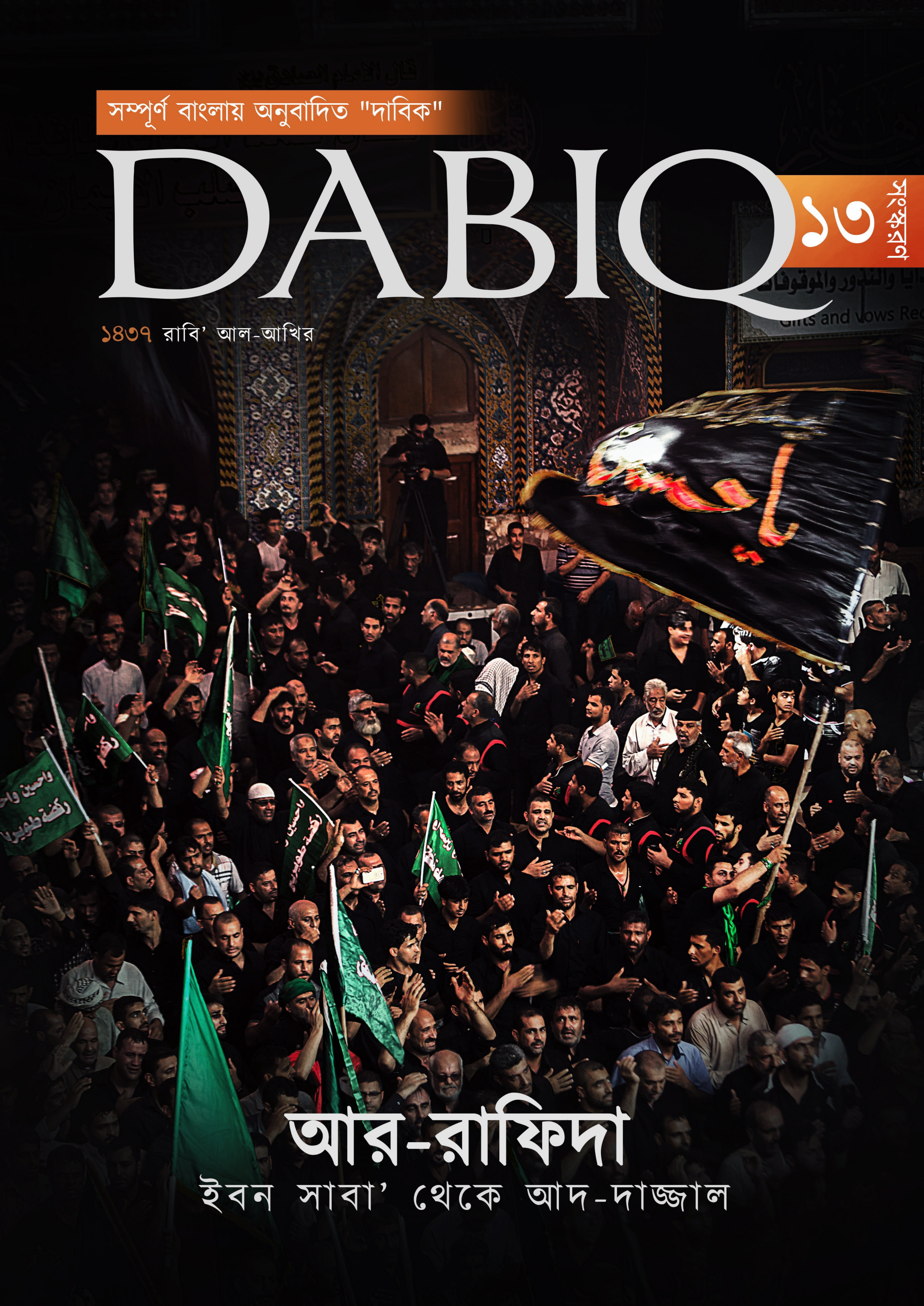
সম্পূর্ণ বাংলায় অনুবাদিত "দাবিক"

DABIQ

১৩ সংস্করণ

১৪৩৭ রাবি' আল-আখির



আর-রাফিদা

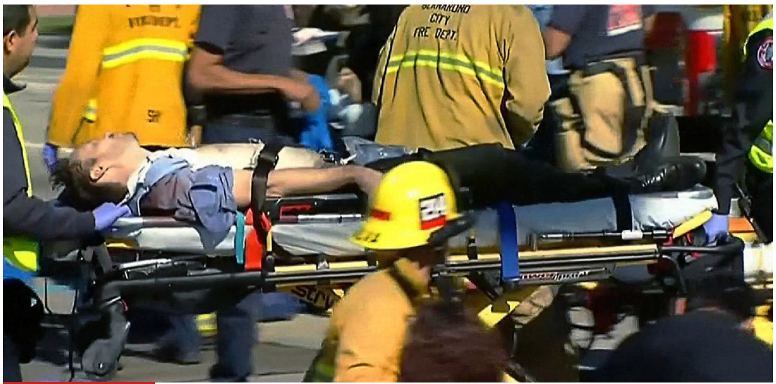
ইবন সাবা' থেকে আদ-দাজ্জাল

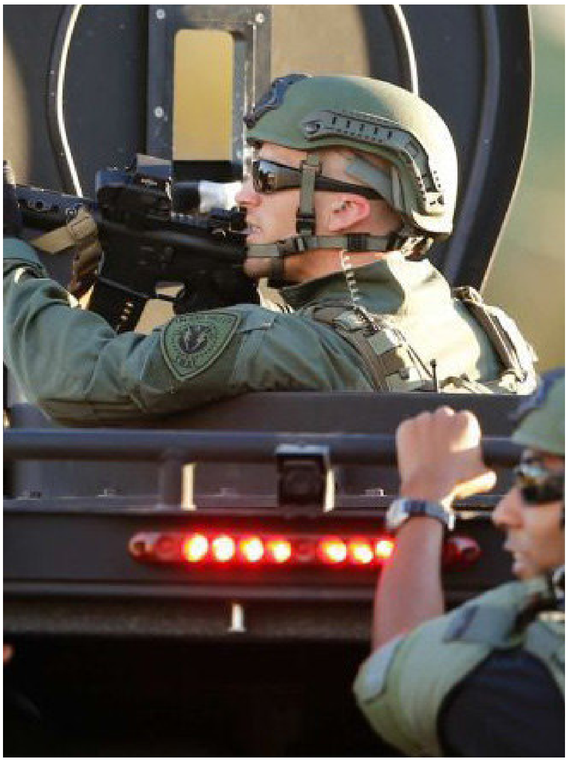
ইরাকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছে মাত্র এবং এর উত্তাপ -আল্লাহর অনুমতিক্রমে- কেবলই তীব্রতর হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা দাবিকে ক্রুসেডার বাহিনীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে।

আবু মুস'আব আয-যারকাওয়ি



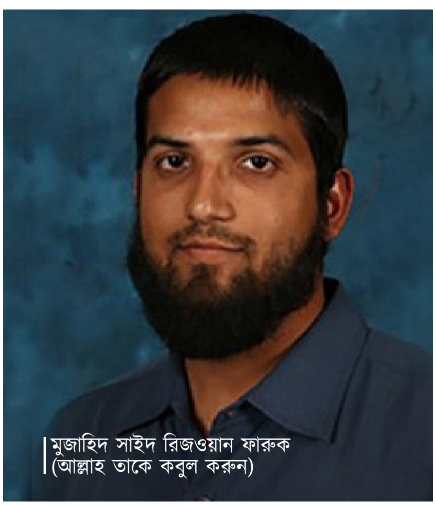
সান বার্নারদিনোতে হামলা আমেরিকাকে অপ্রস্তুত করে তুলে





সম্পাদকীয়

আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার জোট যতই খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, ততই ক্রম-বর্ধমান ভাবে মুসলিমগণও আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তাদের সব কিছু কুরবানি করার সদিচ্ছা প্রদর্শন করছেন। এখন তাদের অনেকেই দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করার মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন আর অন্যরা নির্ভীকতার সাথে ক্রুসেডারদের নিজেদের ভূমিতে ক্রুসেডারদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করছেন। সফর মাসের ২০ তারিখে ঠিক সেটাই হয়েছিল যখন সাইদ রিজওয়ান ফারুক এবং তাঁর স্ত্রী তাশফিন



মুজাহিদ সাইদ রিজওয়ান ফারুক (আল্লাহ তাকে কবুল করুন)

মালিক ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নারদিনোতে একটি হামলা চালান, তাঁদের হামলায় ১৪ জন নিহত হয় এবং আহত হয় ২২ জন। এই হামলা চালানোর সময় তাশফিন মালিক অনলাইনে একটি পোস্ট করেন যেখানে তিনি আমিরুল মু'মিনিন, শায়খ আবু বাকর আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)-র প্রতি তাঁদের বায়াতের পুনঃঘোষণা করেন। এরপর তিনি এবং তাঁর স্বামী নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নিহত হন, এভাবেই তাঁরা আল্লাহর রাহে শাহাদাত লাভ করেন। আমরা তাঁদেরকে তা-ই মনে করি আর আল্লাহই তাঁদের বিচারক। এভাবে আরও একবার ক্রুসেডারদের ভূমিতে ক্রুসেডারদেরকে আঘাত করার ফলে মুসলিমদের প্রতি খিলাফাহ'র যে আহ্বান ছিলো, সে আহ্বানের সাড়া আসলো, কিন্তু এই বিশেষ ঘটনাটাতে হামলাটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই মুজাহিদ নিজে একা জিহাদে অংশগ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন নি; বরং, তিনি এই হামলা চালিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে সাথে নিয়ে, আর এভাবেই তাঁরা একে অপরকে সৎকাজ এবং তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন।

আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ। সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।} [আত-তাওবাহ: ৭১] নবী করিম ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন যে রাতে উঠে এবং সালাত আদায় করে, অতঃপর তাঁর স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও সালাত আদায় করে আর যদি তাঁর স্ত্রী উঠতে অস্বীকার করে, তাহলে সে তাঁর স্ত্রীর মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ সেই মহিলার উপরও রহম করুন যে রাতে উঠে এবং সালাত আদায় করে, অতঃপর তাঁর স্বামীকে জাগায় এবং সেও সালাত আদায় করে আর যদি তাঁর স্বামী উঠতে অস্বীকার করে, তাহলে সে তাঁর স্বামীর মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।" [আবু হুরায়রাহ থেকে আবু দাউদ, আন-নাসাই এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন] যে সকল স্বামী-স্ত্রীগণ ক্বিয়ামুল- লাইলে উঠার জন্য একে অপরকে সহায়তা করে তাঁদের জন্য যদি নবী করিম ﷺ এই (রহমতের) দোয়া করেন, তাহলে সেই স্বামী-স্ত্রীর জন্য কতটুকু আল্লাহর রহমত প্রাপ্য, যারা কিনা খিলাফাহ'র প্রতিরক্ষায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন! আর নিজের উপর যুদ্ধ করা ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও এই ভাইয়ের স্ত্রী তাঁকে যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, কারণ তিনি

সাহায্য করেছেন, কারণ তিনি (তাঁর স্ত্রী) এমন এক সময়ে শাহাদাহ অর্জনের এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান নি, যখন এই উম্মাহ'র পুরুষরা জিহাদের ফরজিয়াত থেকে নিজেদের নিবৃত করে রেখেছে।

এর সাথে আরও যোগ করতে হয়, আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব পূরণের ক্ষেত্রে দুনিয়া তাদের আটকাতে পারেনি এবং তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাহে তাঁরা তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানি করতে প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের আরাম আয়েশের জীবনই ত্যাগ করেন নি, বরং হামলার পূর্বে তাঁরা তাঁদের বাচ্চা মেয়েকে অন্যদের হাতে ছেড়ে এসেছেন এবং তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে, খুব সম্ভবত তাঁরা এই জীবনে আর কখনও তাকে দেখতে পাবেন না। এই অনন্য আত্মত্যাগ সেই সকল অগণিত মুসলিমদের কষ্ট এবং কাঠিন্যতাকে প্রতিফলিত করে যারা জিহাদের ভূমিতে হিজরতের পথে ব্রতী হয়েছেন। তাদের অনেকেই মাত্র দুটি পথের একটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, হয় তাদের আরাম-আয়েশ, পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান এবং সহায়-সম্পত্তিকে ত্যাগ করা এবং জিহাদকে গ্রহণ করা নয়তো আল্লাহর রাহে জিহাদ ত্যাগ করা এবং তাদের আরাম-আয়েশ, পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান এবং সহায়-সম্পত্তিকে গ্রহণ করা। আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {বলো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে যদি তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।} [আত-তাওবাহ: ২৪] তাই, সাইদ রিজওয়ান ফারুক এবং তাঁর স্ত্রী দুনিয়ার উপর আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ এবং আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ঠিক যেমনটা তাঁদের পূর্বে সাহাবারা করেছেন।

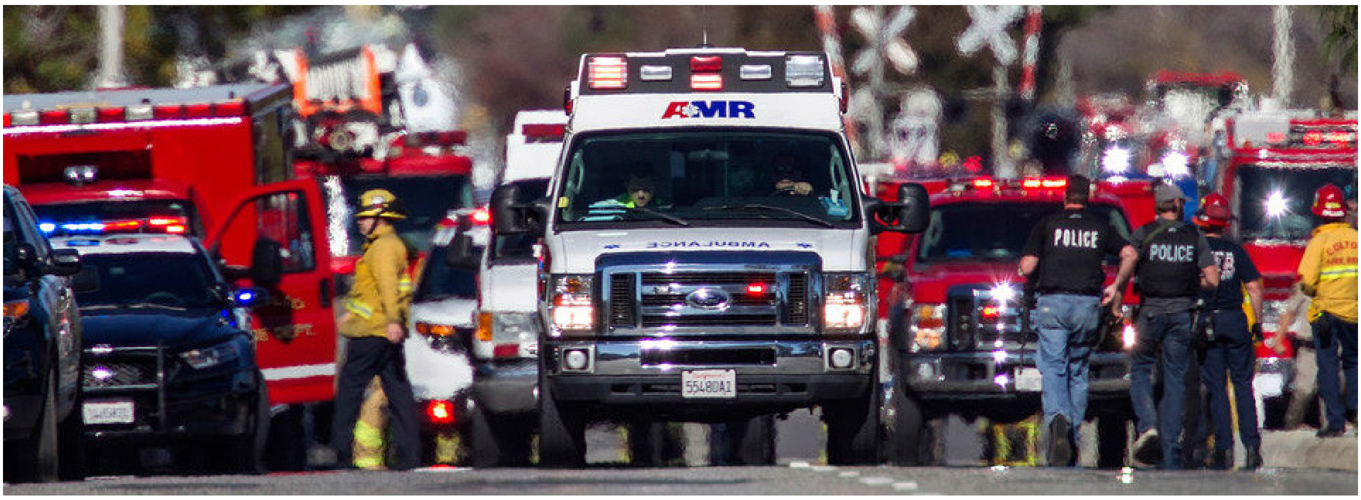
যারা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন, কেমন করে কেউ তাদের বাচ্চা-শিশুকে ত্যাগ করতে পারে আল্লাহর রাহে লড়াই করে নিহত হবার জন্য; আমরা তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি ঈমানদারদের রেখে যাওয়া (সন্তান-সন্ততি)-দেরকে দেখাশুনার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা। আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন এবং আনন্দিত হও। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু।} [ফুসসিলাত: ৩০-৩১]। তাবেইনগণের মধ্য থেকে বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম মুজাহিদ {তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না} -এর তাফসির করতে গিয়ে বলেন, "আখিরাতের বিষয়াদির ব্যাপারে যে দিকে তোমরা এগুচ্ছো সে ব্যাপারে ভয় করো না এবং পরিবার ও সন্তানাদিসহ যে সকল জিনিস তোমরা দুনিয়াতে রেখে যাচ্ছ সে সকল ব্যাপারে চিন্তা করো না, কারণ আমরা (ফেরেস্তাগণ) সেগুলোর দেখাশুনা করবো।" [আত-তাবারি]

এভাবেই, যে মুমিনগণ আল্লাহর সাথে লেনদেন করেন, তাঁরা কখনই ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না, তাঁরা শুধু লাভবানই হবেন। {মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।} [আস-সফ: ১০-১২]

আল্লাহ আমাদের মহান ভাই সাইদ রিজওয়ান ফারুক এবং তাঁর মুবারক সহধর্মিণীর কুরবানীকে কবুল করুন, তাঁদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন এবং তাদের এই আমলকে আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত মুসলিমদের জন্য সচেতনতার মাধ্যম বানিয়ে দিন।


তাদের একটি বাচ্চা মেয়ে থাকা সত্ত্বেও সাইদ এবং তাঁর স্ত্রী তাদের কর্তব্য পালন থেকে পিছপা হন নি


শাহাদাহ লাভের পর সাইদ রিজওয়ান ফারুক



ALHAYAT

নির্বাচিত সেরা ১০

দাওলাতুল ইসলামের উলাইয়াত সমূহ হতে প্রকাশিত সেরা দশ ভিডিও

১ম وليجدوا فيكم غلظة
তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক



উলাইয়াত: সালাহউদ্দিন

২য় صد هجوم للجيش الأفغاني المرتد
মুরতাদ আফগান সেনাবাহিনীর হামলা প্রতিহত করন



উলাইয়াত: খোরাসান

৩য় غزوة أبي زياد الزيدي تقبله الله
আবু জিয়াদ আজ-জায়দীর লড়াই



উলাইয়াত: উত্তর বাগদাদ

4র্থ سير المعارك في جبل مكحول 1
জাবাল মাকহুলে চলমান লড়াই ১



উলাইয়াত: দিজলাহ

৫ম سير المعارك شرقي الرمادي
আর-রামাদী এর পশ্চিমে চলমান লড়াই



উলাইয়াত: আল-আনবার

৬ষ্ঠ غزوة مهين
মাহিন শহর মুক্তির লড়াই



উলাইয়াত: দামেস্ক

৭ম سيُهزم الجمع ويولون الدّبر
তাদের দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে



উলাইয়াত: আল-বারাকাহ

৮ম فشل القصف الفرنسي
ফরাসি বিমান হামলার ব্যর্থতা



উলাইয়াত: আর-রাক্কাহ

৯ম يا قاعدة اليمن إلى أين تذهبون؟
হে ইয়েমেনের আল-কায়দা, তোমরা কোন পথে হাটছো?



উলাইয়াত: আল-খাইর

১০ম إلى جندي القاعدة في اليمن
ইমেয়েমেন আল-কায়দার সৈন্যদের প্রতি



উলাইয়াত: নাইনাওয়া



কুফরের ইমামদের হত্যা করো

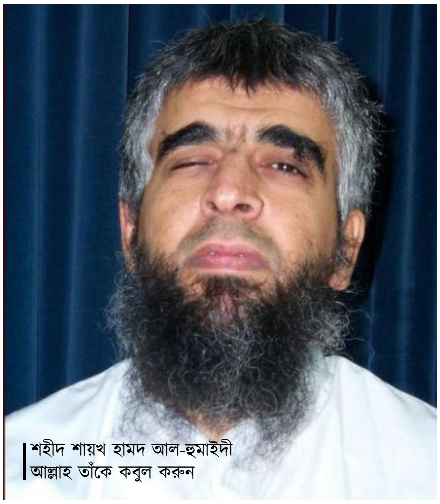
গত ২১ রাবি' আল-আউয়াল, আল-সাউদের তাগুত সরকার, তাদের বিচারক এবং বিদ্বান ভাঁড়দের সমর্থনে বেশ কয়েকজন মহান ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে, যাদের একমাত্র অপরাধ ছিল তাওহীদের প্রচার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ঘোষণা দেওয়া। নিহত (আলেম) -দের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন আবু জানদাল আল-আযদি (ফারিস আল শুয়াইল আয-যাহরানী), হামদ আল-হুমাইদী এবং 'আব্দুল-'আজিজ আত-তুওয়াইলী, আল্লাহ তাঁদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।} [আল-বাক্বারাহ: ১৫৪]

সৌদি সরকার তাদের এই বর্তমান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাধিক নাওয়াক্বিদ আল-ইসলাম (ইসলাম হতে বের করে দেয় এমন বিষয়) সম্পাদন করেছে এবং তা কারও কাছে গোপন নয়। সৌদি "রাজ-পরিবারের" ক্রুসেডার মিত্রদের সাথে নাচা-নাচি, লাফা-লাফি এমনকি তাদের চুমু খাওয়ার ছবি এবং ভিডিও এবং এই "রাজ-পরিবারের" ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের যুদ্ধে তাদের সহায়তা করার বিষয় যথেষ্ট বিখ্যাত যে, কেউই তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অস্বীকার করতে পারবে না এবং আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না।} [আল-মুজাদিলাহ: ২২]


শহীদ শায়খ আবু জানদাল আল-আযদি (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)

কিন্তু যেকোন কারণেই হোক, অনেক জাহেল লোক এই সরকারের দরবারী আলেমদের বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন, আর তা হলো এই দরবারী আলেমরা সন্দেহাতীতভাবে মুরতাদদিন। বরং তাদের রিদ্দাহ (দ্বীনত্যাগ) অন্যান্যদের থেকে মারাত্মক, কারণ পরিষ্কার দলিল অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদের কুফরে পতিত হবার ব্যাপারে তারা অবগত। তারা কপটতার সাথে আয়াত, হাদিস এবং সালাফদের বর্ণনাকে ভুল ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তাদের প্রভুদের রিদ্দাহ'কে ন্যায্যতা প্রদান করার চেষ্টা করে। আরও গুরুতর ব্যাপার হলো যে, তারা তরুণদেরকে জিহাদের সঠিক অর্থকে বর্জন করতে এবং "জাতীয় গৌরব" দ্বারা এর প্রতিস্থাপন করতে উপদেশ দেয়। সৌদি সরকারের মন্ত্রণালয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলোই হলো তাদের জন্য "আল্লাহর হুকুম"। অতঃপর, এটা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, এই আলেমরা শুধু পেছনে




শহীদ শায়খ হামদ আল-হুমাইদী আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন

দাঁড়িয়ে থাকা নীরব দর্শক নয়।

বরং মুসলিমদেরকে জিহাদ এবং শারী'আহ থেকে বিরত রাখার সংগ্রামের অগ্রপ্রান্তে সৌদি সরকারের আলেমরা -তাদের "গ্র্যান্ড মুফতি" 'আব্দুল-'আজিজ আশ-শায়খ থেকে শুরু করে তাদের সর্বনিম্ন গোলাম পর্যন্ত যারা তাদের "রাজ্যের" জন্য কপটতাপূর্ণ তাগুতপন্থী প্রোপাগান্ডাকে প্রচার করে- এবং তারা মুসলিমদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছে। তারা নিজেদের "সুন্নী," "হাম্বলী," "সালাফী," ইত্যাদি বিভিন্ন দাবির পেছনে লুকিয়ে রেখেছে, বিশেষ করে (তারা নিজেদের) মোহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাবের উত্তরাধিকারী এবং (তাঁর) ছাত্র বলে দাবি করে। বস্তুতপক্ষে তারা তাগুতের গোলাম ছাড়া আর কিছুই নয়, তারা মুজাহিদিনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে যাতে তাদের বর্তমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যায়। ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব رَحِمَهُ ٱللَّهُ ইসলাম হতে বের করে দেয় এমন যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, "তার অষ্টমতম হলো: মুশরিকদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমর্থন ও সাহায্য করা। যার দলিল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কালাম {তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।}।" [আর-রাসাইল আশ-শাখসিয়্যাহ]

যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, মোহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাবের কুরআন ভিত্তিক আক্বিদা'র সাথে সৌদি সরকারের মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাথে ক্রমাগত জোটবদ্ধ হওয়ার স্পষ্ট অমিল রয়েছে, তখন দরবারী আলেম হাতিম



মুরতাদ দরবারী মুফতি 'আব্দুল-'আজিজ আশ-শায়খ এবং আল সৌদের নতুন তাগুত

আল-'আউনী শায়খ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাবের সমালোচনা করে এবং নাজদের এই প্রখ্যাত আলেমের লিখিত কিতাব সমূহের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার এটি একটি অন্যতম কারণ বলে দাবি করে।

মুজাহিদিনগণের হত্যাকাণ্ডের "ন্যায্যতা" প্রমাণ করার জন্য সৌদিরা বিবৃতি দেয় যে, এই ভাইদের কয়েকজন "জাতির অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এবং রাজ্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে (এবং) ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও বন্ধু-সুলভ রাষ্ট্র সমূহের সাথে এর সম্পর্ক এবং স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে" পরিকল্পনা করছিলো, বিশেষ করে তারা "জেদ্দায় মার্কিন দূতাবাসে হামলার" কথা উল্লেখ করে। সরকারের কাফির ভাইদের বিরুদ্ধে এরকম হামলাকে সা'দ আশ-শাসরী -যে সৌদি "রাজ" পরিষদের এক উপদেষ্টা- "ভূমিতে ফাসাদ সৃষ্টি করা" বলে অভিহিত করে। অনুরূপভাবে, তার সহকর্মী আব্দুল্লাহ আল-মুতলাক এবং আঈদ আল-ক্বারনী অনুরূপ প্রতারণামূলক কথা বলে এবং সৌদি পোস্টার বালক মোহাম্মাদ আল-আরিফি এরকম বিচারের প্রশংসা করে।

সালমান আল-'আউদাহ এই হত্যাকাণ্ডকে ঐ সকল মুসলিম তরুণদের জন্য সতর্কবার্তা বলে অবিহিত করেছে যারা "চরমপন্থার" (জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ) দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ভাঁড় 'আদিল আল-কালবানী এই হত্যাকাণ্ডে অসন্তুষ্টদের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক থাকতে উপদেশ দেয় এবং বলে যে, এই রকম লোক নিন্দনীয় অপরাধের সহযোগী।

এই অপরাধকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে 'আব্দুল্লাহ আল আশ-শায়খ, সালমান আন-নাশওয়ান, 'আব্দুর-রাহমান আস-সুদাইস, সালিহ আল-মাগ্বামিসি, সুলাইমান আল-মাজিদ, মোহাম্মাদ আস-সা'ইদী, 'ইউয়াদ আল-ক্বারনী, সা'ইদ ইবন মুসফির আল-কাহতানী, ইউসুফ আল-মুহাওয়িস এবং 'আব্দুল-'আজিজ আল-ফাওজান কেউই কম যায় নি।

অতঃপর এই বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে আয-যাওয়াহিরি বেরিয়ে এলো এবং মুরতাদ সৌদি সরকারের সমালোচনা করলো কিন্তু সে এই শয়তান আলেমদের সমর্থনের ব্যাপারে কিছুই বললো না; বরং, সে শুধু আরব উপদ্বীপের "আলেমদের" এই সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার উপদেশ দিয়েই পার পেলো। সে তার ইরজা' নীতি এবং ওয়ালা' ওয়াল বারা' এর মধ্যকার প্রকাশ্য পার্থক্যকে পুনরাবৃত্তি করলো এবং মুসলিমদের সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান করলো না। বরং, যারা এই আলেমগণের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা রাখে তাদেরকে সে আল-সাউদের ইহুদী এবং ক্রুসেডার প্রভুদের উপর হামলা করার পরামর্শ দিলো। তথাকথিত "হাকিমুল উম্মাহ" (উম্মাহ'র জ্ঞানী লোক) এটাকেই সরকারের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম জবাব মনে করলো এবং হঠকারিতার সাথে দাবি করলো যে, তা ক্রুসেডারদের সৌদি রাষ্ট্রকে সমর্থন করা থেকে নিবৃত করবে, যখন সৌদি রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক রাষ্ট্র যে ক্রুসেডারদের সেবায় তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে! সম্ভবত জিহাদের এই ভুয়া দাবিদাররা এটা অনুধাবন করতে পারেনি যে, মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করার একমাত্র প্রতি-উত্তর হলো মুরতাদ হত্যাকারীদের এবং তাদের সাহায্যকারীদের -বিশেষ করে তাদের অনুগত "আলেমদের"- উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো।

কখন আরব উপদ্বীপের মুসলিমরা জেগে উঠবে এবং দরবারী আলেমদের দ্বীনত্যাগের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই, এই "আলেমরা" আল্লাহ এবং মুসলিমদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, জিহাদ ও ধার্মিকতার অনুসারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটানো এবং উস্কানি প্রদানের মাধ্যমে এই দ্বীনকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, "আর যদি তারা প্রতিশ্রুতির পর তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফরের ইমামদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের (সাথে) কোন (নিরাপত্তার) শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।" [আত-তাওবাহ: ১২] সুতরাং, তাদের সাথে কোন চুক্তি বা নিরাপত্তা থাকবে না এবং তাদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। নিশ্চয়, তারাই এ যুগের আবু জাহল ইবন হিশাম, উমাইয়্যাহ ইবন খালাফ এবং 'উতবাহ ইবন রাবি'আহ, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেয়ে "জাতীয় স্বার্থকে" অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

এই মুরতাদ দরবারী আলেমদেরকে নবী ﷺ "জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারী" বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন "তারা হবে আমাদের চামড়ার এবং আমাদের ভাষার"। যখন জিজ্ঞাস করা হলো এ রকম ফাসাদ দেখলে কি করা উচিৎ, তিনি ﷺ আদেশ করেন, "মুসলিমদের জামা'আহ এবং তাদের ইমামের সাথে লেগে থাকো।" [হুদাইফাহ হতে আল-বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন] আল্লাহ'র রাসূল ﷺ আরও বলেন, "যারাই তোমাদের শক্তিকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আসে এবং তোমাদের ঐক্যকে বিভাজিত করতে চায়, যখন তোমাদের বিষয়াদি মাত্র একজন ব্যক্তির অধীনস্থ, তখন তাকে হত্যা করো।" ['আরফাজাহ হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

এই হলো তার শাস্তি যে শুধুমাত্র মুসলিমদের জামা'আহ তথা আল-খিলাফাহকে প্রচারণা বা অস্ত্র দ্বারা বিভক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। তাহলে এই তাগুতের সমর্থক, কুফরের অগ্রদূত, জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের শাস্তি কি হবে, যারা তাদের গোমরাহীপূর্ণ বক্তব্য এবং ফাতওয়া দ্বারা জাহেলদের তাওয়াগ্বিতকে সমর্থন করতে উদ্বুদ্ধ করে?! তারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে শিরকে করেছে, ঠিক যেমন তারা আল্লাহর পাশাপাশি নিজেদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে, জেনে শুনে হারাম জিনিসকে অনুমোদন করেছে এবং শুধু হালাল জিনিসকে নয় বরং ওয়াজিব বিষয়কে নিষিদ্ধ করেছে! সন্দেহাতীত ভাবে তারা মুশরিক, আর আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {তারপর মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো} [আত-তাওবাহ: ৫]

নিশ্চয়ই, এই দরবারী আলেমদের রক্ত প্রবাহিত করা দীর্ঘকাল আগেই ওয়াজিব হয়ে গেছে, কারণ তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাগুতদের সহায়তা করার মাধ্যমে অনেক আগেই দ্বীনত্যাগ করেছে। তদুপরি, তাদের হত্যা করার কারণ এখন আরও বৃহৎ, কারণ আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর।} [আল-বাক্বারাহ: ১৯৪]

আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ আরব উপদ্বীপের "একাকী" সিংহদের অনুগ্রহ করুন এবং তাঁদের আমালিয়াতে (কাজেকর্মে) সফলতা দান করুন এবং তাঁদের হৃদয়ে পরিশুদ্ধতা দান করুন, আমিন।

নির্বাচিত সেরা ১০

দাওলাতুল ইসলামের উলাইয়াত সমূহ হতে প্রকাশিত সেরা দশ ভিডিও

১ রাবি' আল আউয়াল

১ম — والموعد دابق
দাবিকে আমাদের মোকাবেলা হবে



উলাইয়াত: নাইনাওয়া

২য় — إلى أبناء يهود
ইহুদীদের সন্তানদের প্রতি



উলাইয়াত: আল-খাইর

৩য় — ثأر الكماة
নির্ভীকদের প্রতিশোধ



উলাইয়াত: 'আদান আবিয়ান

৪র্থ — ولاءٌ وبراء
ওয়ালা এবং বারা'



উলাইয়াত: আল-আনবার

৫ম — وأعدوا 1
অতঃপর প্রস্তুত হও ১



উলাইয়াত: খোরাসান

৬ষ্ঠ — هذا وعد الله 2
এই হলো আল্লাহর ওয়াদা ২



উলাইয়াত: দিজলাহ

৭ম — حُماة الدين 2
এই দ্বীনের রক্ষক ২



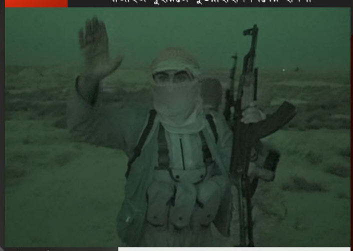
উলাইয়াত: আল-ফুরাত

৮ম — جانب من سير المعارك في ولاية غرب إفريقية
পশ্চিম আফ্রিকায় চলমান লড়াই



উলাইয়াত: পশ্চিম আফ্রিকা

৯ম — صولات الموحدين في برازيز بهرز
বাজাইজ বুহরিজে মুওয়াহহিদিনগণের হামলা



উলাইয়াত: দায়ালা

১০ম — ياقوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد
হে আমার কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর।
আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব।



উলাইয়াত: নাইনাওয়া



আপনার শত্রুকে জানুন:

সাফাভী কারা ছিল?

সংক্ষেপে বলতে গেলে সাফাভী রাষ্ট্র ছিলো মূলত "ইসনা আশারীয়া" (বারো ইমামের অনুসারী) রাফিদাদের রাজনৈতিক ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেটি ৯০৬ হিজরিতে ইসমাইল ইবনে হায়দার প্রতিষ্ঠা করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এর পতন ঘটে ১১৪৮ হিজরিতে। এরা ভয়াবহ রাফ্দ (রাফিদাদের ধর্ম) পুনরুত্থানের পাশাপাশি ফারসি ভাষা ও চর্চার উপর গভীর জোর দিয়েছিল। আজকের রাফিদারাও নিঃসন্দেহে এই ধর্মমতেরই চলমান রূপ কেননা তারা সেই একই রাফ্দ ধর্ম পালন করে, আহলুস সুন্নাহ'র প্রতি সেই আগের নীতি প্রয়োগ করে এবং সেই একই ফারসিবাদ প্রচার করে।

সাফাভী নামকরণ করা হয় ইসহাক আল আরদাবিলির (মৃত্যুঃ ৭৩৫ হিজরি) নামে, যে ছিল তুর্কমান অথবা কুর্দি বংশীয় এবং পরিচিত ছিল "সাইফ আদ-দ্বীন" নামে। মনে করা হয় সাফাভী দলটি শুরু হয় "শাফি'ঈ তরিকাহ" (সূফী প্রথা) হিসেবে এবং রূপান্তরিত হয় একটি সশস্ত্র রাফিদা আন্দোলনে যা পরবর্তীতে এমন এক অত্যাচারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যারা পারস্য দখল করে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন সুন্নাহ ও এর অনুসারীদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করতে পারে।

তাদের প্রথম "শাহ" (ফারসি রাজা) ক্ষমতায় আসে ৯০৬ হিজরিতে। তার নাম ছিল ইসমাইল ইবনে হায়দার, সে সাইফ-আদ-দ্বীন -এর সরাসরি বংশধর ছিল এবং চরম পথভ্রষ্ট ও বর্বর হিসেবে পরিচিত ছিল। আশ-শাওকানি তার ব্যাপারে বলেন, "তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শির্ভান এর সুলতান কে আক্রমণ করে ও পরাজিত করে এবং তাকে তার

বাহিনী দ্বারা আটক করে। তারপর সে তাদেরকে আদেশ করে যে, তাকে যেন বড় পাত্রে রান্না করা হয় এবং তা খেয়ে ফেলা হয়।" [আল-বাদ্‌র আত-তালি]। তারপর এটা শুনে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকে না যে, যখন ইসমাইল মার্ভ এর আমিরকে পরাজিত করেছিল তখন সে তার দেহাংশ ভাগ করে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পারস্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে এবং তার মাথার খুলি স্বর্ণ-রত্ন দিয়ে আবৃত করে পানপাত্র হিসেবে একে সামাজিক বৈঠকে ব্যবহার করে।

ইসমাইলের দাবি ছিল যে, সে প্রতীক্ষিত "মাহদী" -এর পক্ষ থেকে "পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য" আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে যাতে সে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং বারো ইমামদের -যাদেরকে রাফিদারা "নিষ্পাপ" মনে করতো- তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। আর যেহেতু তার নেপথ্যে সুফিবাদ ছিল, সে "গায়েবী ইলহাম" এর দাবি করতো, একরকম "ওহী"-র মতো, ফলে তার অনুসারীগণ তাকে ঐশ্বরিক পদমর্যাদা দান করে, এমনকি তারা তাকে "আল্লাহর রূহ এর শরীরী-রূপ" হিসেবে বিবেচনা করতো। আমরা এমন সুস্পষ্ট কুফর থেকে আল্লাহর নিকটে পানাহ চাই!

কিযিলবাশ[১] রাফিদা সৈন্যদের পূর্ণ সমর্থনে ইসমাইল প্রচুর সংখ্যক মুসলিম হত্যা করেছিল, বিশেষ করে এমন আলেমদেরকে যারা সুন্নাহ'র শিক্ষা দিতেন। সে হাজার হাজার মুসলিম হত্যা করে, পুড়িয়ে ফেলে আহলুস সুন্নাহ'র সকল কিতাব, এমনকি তাদের কাছে যে কুরআন ছিল সেটাকেও বাদ দেয়নি। শুরু থেকেই সুন্নীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় পারস্য, পূর্ব ইরাক ও খোরাসান এক সময় ইলমে ভরপুর ছিল, যা বহন করেছিলেন ভাষাবিদ সিবাওয়ায়েহ ও আল-আযহারি; হাদিস বিশারদ আল বুখারী ও মুসলিম; মুফাসসিরিন আত-তাবারি ও আল বাগহাবি এবং ফুকাহা আল-মারওয়াযি ও ইবনুল মুনদির এর মত ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু সাফাভীদের নিয়ন্ত্রণের ফলে, এ অঞ্চলগুলো সম্পূর্ণরূপে আলেম শূন্য ভূমিতে পরিণত হয়ে যায়।

অন্ধকার যুগ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল পুরো পারস্য জুড়ে, যা এক সময় জ্ঞানের আলোয় আলোকিত ছিল। ইসমাইল এবং তার বংশধরেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীদেরকে জোর করে রাফিদা ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কাজ চালিয়ে যায়। একই রকম ঘটনা ঘটে আজারবাইজান সহ অন্য সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিগুলোতেও। তাদের পথভ্রষ্ট মতবাদ শেখানোর জন্য লেবানন, বাহরাইন ও ইরাক থেকে আরব রাফিদা "আলেমদের" নিয়ে আসা হল। এদের ভিতরে সবচেয়ে প্রখ্যাত ছিল এবং সবার প্রথম দিকে আগমনকারী ছিল আলী ইবনে হুসাইন আল কারাকি (মৃত্যুঃ ৯৪০ হিজরি), যাকে "শাইখুল ইসলাম" হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিলো এবং আহলুস সুন্নাহ'দের ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্থায় তাকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

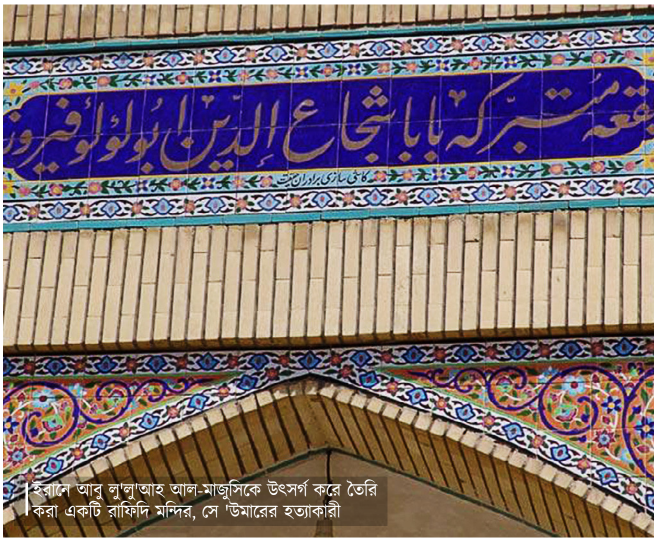
কারাকিই ছিল সেই ব্যক্তি যে "ইসনা আশারিয়াহদের" সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ফাতওয়া দিয়েছিল এবং সে ইসমাইলের দাবিগুলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করতো সেই সাথে তার সমস্ত নির্যাতনের ন্যায্যতা প্রদান করত। বহুসংখ্যক সুন্নী পারস্য ছেড়ে পালিয়ে যান কিন্তু যারা রয়ে যান তাদেরকে চরম নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়, ফলে তাদেরকে হয় দ্বীনত্যাগ করতে হতো নয়ত মৃত্যুদণ্ড মেনে নিতে হতো। আহলুস সুন্নাহ'দের প্রতি এমন নীতি ও নিষ্ঠুর আচরণের প্রসঙ্গে ইসমাইল বলেছে, "এই ব্যাপারে আমি কোন পরোয়া করি না কেননা আল্লাহ ও 'নিষ্পাপ' ইমামগণ আমার সাথে আছে, অতএব আমি কাউকে ভয় পাইনা। যদি আমার অধীনের কোন লোক এতে আপত্তি জানায়, তাহলে আমি আমার তরবারি কোষমুক্ত করবো এবং কাউকেই জীবিত রাখব না।"

"আশহাদু আননা আলীয়ান ওয়ালিউল্লাহ" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী আল্লাহর ওয়ালি) যোগ করে আযান পরিবর্তন করা হয় যাতে রাফিদা "ফিকহ" -এর প্রতিফলন ঘটে। এছাড়া প্রতি খুতবাতে আবু বকর আস-সিদ্দিক, উমার ইবনুল খাত্তাব ও উসমান ইবনে আফফানকে গালমন্দ করার জন্য ইমামদের আদেশ দেওয়া হয়।

সুন্নী কবরস্থানগুলিকে অপবিত্র করা হয় এবং তাদের মসজিদগুলি ভেঙে ফেলা হয়। টম পিরেস নামে একজন ক্রুসেডার এবং চীনদেশে পর্তুগিজ রাষ্ট্রদূত ৯১৬ ও ৯১৭ হিজরির দিকে পারস্য ভ্রমণের সময় এই ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখে এবং বলে, "এই লোক (ইসমাইল) আমাদের গির্জাগুলি পুনঃসংস্কার করে অথচ ঐসকল মুসলিমদের মসজিদগুলো ধ্বংস করে যারা সুন্নাহর অনুসারী।" [সুম্মা ওরিয়েন্টাল]

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর এক রাফিদা নেতা ইবনে বুওয়ায়েহ -এর অনুকরণ করে ইসমাইল প্রকাশ্যে আল হুসাইনের মৃত্যুদিবস পালনের প্রচলন পুনর্জীবিত করে, ইবনে কাসির যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "[ইবনে বুওয়ায়েহ] মার্কেট বন্ধ রাখার জন্য, মহিলাদেরকে চুল দ্বারা বোনা চটের কাপড় পরিধান করার জন্য এবং তাদের চুল ও মুখমণ্ডল অনাবৃত করে বাহিরে বের হওয়ার জন্য আদেশ করতো যাতে তারা তাদের মুখ চাপড়াতে পারে ও আল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিবের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করতে পারে। শিয়াদের বিশাল জনসংখ্যা ও আধিপত্যের কারণে আহলুস সুন্নাহগণ এসবে বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন, কেননা শাসকগোষ্ঠী তাদের সমর্থনে ছিল।" [আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ]

উমার ইবনে আল-খাত্তাবের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উৎসব উৎযাপন এসময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রীতির সমর্থনে ছিল মোহাম্মাদ বাকির আল মাজলিসি (মৃত্যুঃ ১১১১ হিজরিতে), যাকে সাফাভী রাজপ্রাসাদের একজন বড় মাপের "আলেম" হিসেবে গণ্য করা হত এবং 'শাহ' কর্তৃক "শাইখুল ইসলাম" উপাধি দেওয়া হয়েছিল। উমারের মৃত্যুকেন্দ্রিক উৎসবের ব্যাপারে সে বলে, "বর্তমানে বৃহত্তর শহরগুলি ও ভূমিগুলিতে শিয়াদের নিকট এটা জানা যে, এই (উমারের হত্যার) ঘটনা ঘটেছিল ৯ই রাবিউল আওয়াল এবং এটি একটি উৎসবের দিন।" [বিহার-আল-আনওয়ার]। তারপর সে প্রমাণ হিসেবে জাল দলিল পেশ করে বলে যে, "এটি ছিল উমারের মৃত্যু দিবস (প্রকৃতপক্ষে যা ছিল ২৬ যুল হিজ্জাহ) এবং এটি হল আহলুল বাইতের ভক্তদের জন্য সবচেয়ে বড় ঈদ!"



ইরানে আবু লু'লু'আহ আল-মাজুসিকে উৎসর্গ করে তৈরি করা একটি রাফিদি মন্দির, সে 'উমারের হত্যাকারী

১ এরা ছিল তুর্কমেন সৈন্য যাদেরকে ইসমাইলের পিতা সংগঠিত করেছিল এবং তারা কিযিলবাশ (তুর্কী ভাষায় যার অর্থ "লাল মস্তক") হিসেবে পরিচিত ছিল তাদের গাঢ় লাল রঙের মুকুটের জন্য যা ছিল বারোটি জমাটবাধা রক্তের দাগ বিশিষ্ট। আর এটা নির্দেশ করে যে, তারা বারো ইমামের অনুসারীদের প্রতি অনুগত ছিল।

বর্তমানকালের রাফিদাদের মত, সাফাভীরাও ক্রুসেডারদের প্রতি তাদের আনুগত্যের জন্য পরিচিত ছিল। ইসমাইল যখন হরমুজ দখল করেছিল তখন সে পর্তুগিজ ক্রুসেডারদের সাথে ৯২১ থেকে ৯২৭ হিজরির মধ্যে জোট বাধে এবং তাদেরকে পূর্ব আরব উপদ্বীপের আল বাহরাইন ও আল ক্বাতিফ দখল করতে সহযোগিতা করেছিল, যা ছিল নবী ﷺ -এর অন্তিম আদেশগুলোর একটির সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ, কেননা তিনি মুশরিকিনদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পর্তুগিজরা রাফিদাদের বদলে "সুন্নী" দালালদের সমর্থন লাভ করার ফলে, ইসমাইলের প্রপৌত্র (নাতীর ছেলে) আব্বাস এই ক্রুসেডারদের সাথে সাফাভীদের সম্পর্ক ছিন্ন করে। এটা করেছিল কেবলমাত্র ব্রিটিশ ক্রুসেডারদের সাথে আর একটি মিত্র জোটে যোগদান করার জন্য, আর তা সম্ভব হয়েছিল তার পিতামহ তাহমাসফ ইবনে ইসমাইলের সময় হতে ইউরোপিয়ান শাসকদের সাথে ধারাবাহিক চিঠিপত্র আদান-প্রদান করার কারণে।

আব্বাসই ছিল সেই ব্যক্তি যে ক্রুসেডার অ্যান্থনি ও রবার্ট শারলিকে 'আর্ল অভ এসেক্স' -এর নেতৃত্বে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যাতে সাফাভী বাহিনীকে "আধুনিকায়ন" করা যায় এবং তাদের ক্রসের পূজারী মিত্রদের আরও বেশি সাহায্য করতে পারে। এমনকি সাফাভী রাজত্বের শেষের দিকে ১১১৯ হিজরিতে সাফাভী (শাহ) হুসাইন ফরাসি (রাজা) লুইস ১৪ এর থেকে নৌবাহিনী সংক্রান্ত সহযোগিতা নিয়েছিল, যাতে সে আরব উপসাগরের কিছু অংশ দখলে নিতে পারে।

তারা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে এরকম মিত্রতা ও ধূর্ত রাজনীতি করতো যাতে সুন্নীদের ভূমিগুলোতে আরও বেশি অনুপ্রবেশ করতে পারে। ৯৬২ হিজরিতে কবর-পূজারী উসমানীদের সাথে চুক্তি করে রাফিদা সাফাভীরা মক্কায় হাজ্জ করার আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করার



আল সালুলের তাওয়াগ্বিতরা রাফিদাদের মুসলিমদের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান সমূহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে

অনুমতি পায় যেমন করে বর্তমান আল সালুলেরা তাদেরকে অনুমতি দিয়েছে। যদিও আল্লাহ বলেন, "ওহে বিশ্বাসীগণ! মুশরিকরা হল অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটে না আসে।" [আত-তাওবাহঃ ২৮]

যদিও তাদের দখলকৃত ভূমিগুলোতে তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যদিও তাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এখনও অনুভূত হয়, তারপরেও সাফাভী "শাহ"রা লাঞ্ছনার সাথে জীবন কাটিয়েছে ও মৃত্যু বরন করেছে। এক চরম পরাজয়ের পর তার কথিত "ঐশ্বরিক" ভাবমূর্তি নষ্ট হলে, ইসমাইল নিজের প্রাসাদে পালিয়ে আসে, যেখানে সে হতবুদ্ধ মদ্যপ অবস্থায় তার শেষের দিনগুলি কাটিয়েছে এবং মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ৯৩০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে। তাহমাসফ ইবনে ইসমাইল ৯৮৪ হিজরিতে বিষপ্রয়োগে মারা যায়। ইসমাইল ইবনে তাহমাসফ সিংহাসন সুরক্ষিত করার জন্য তার নিজের ভাইদের হত্যা করে ও অন্ধ করে দেয়। কিন্তু মাত্র এক বছর ক্ষমতায় থাকার পরে তাকে পুরোপুরি রাফিদা না হওয়ার অপবাদে বিষপানে হত্যা করা হয় এবং এভাবেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার অন্ধ ভাই মোহাম্মাদ খুদাবান্দাহ। ১০ বছর "শাহ" হিসেবে কাটানোর পর খুদাবান্দাহ'র ক্ষমতার অবসান ঘটে যখন তার নিজের সন্তান আব্বাস তাকে কারারুদ্ধ করে এবং নিজের পিতার পদ



আল সালুলের তাওয়াগ্বিতরা রাফিদাদের আল-হারামাইনের ভূমিতে তাদের শিরকি মিছিল সমূহের অনুমতি প্রদান করে

দখল করেন। সমকামী ও মদ্যপায়ী এই ব্যক্তি তার উত্তরাধিকারী মোহাম্মাদ বাকির কে হত্যা করে, তার অন্য দুই ছেলেকে অন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তীতে ১০৩৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার মদ্যপ, আফিম আসক্ত পৌত্র, বেশ দুর্বল সাম ইবনে মোহাম্মাদ বাকির তার উত্তরাধিকারী হয় এবং ১০৫২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে। তার ছেলে আব্বাস মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১০৭৭ হিজরি অব্দি শাসন করে। সুলাইমান ইবনে আব্বাস ইবনে সাম তারপরে ক্ষমতা গ্রহণ করে ও ১১০৫ হিজরিতে মদ্যপানের কারণে মারা যায়। তারপর আসে হুসাইন যে তার রাজধানীতে আটক হয় এবং পরবর্তীতে কারাগারে উন্মাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তারপর তাহমাসফ ইবনে হুসাইন কিছু সময় শাসন করে যতদিন পর্যন্ত না তার সন্তান আব্বাস তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে, সে তা করেছিল কোন এক সম্পর্কহীন নাদির খানের সহযোগিতায়, পরবর্তীতে যে (নাদির খান) নিজেই ক্ষমতা দখল করে নেয়। এভাবেই সাফাভী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে কিন্তু রাফিদা সাফাভী রাজনৈতিক মতাদর্শ টিকে থাকে এবং পারস্যে আহলে সুন্নাহ'দের প্রতি নির্যাতন অবিরামভাবে চালাতেই থাকে নাদির খানের আশফারিয়াহ, তারপর যানদিয়াহ, তারপর কাজারিয়াহ, তারপর পাহলাভিয়াহ ও বর্তমানে খোমেনী অনুপ্রাণিত ইরানী সরকার, যার পক্ষাবলম্বী "আলেম"রা সাফাভীদের থেকে "পথ-নির্দেশনা" নেয় এবং তাদেরকে "সঠিক শাসন ব্যবস্থার" উদাহরণ হিসবে গ্রহণ করে। ইরানী রাফিদা "আলেম" আব্বাস আল ক্বুমমি (মৃত্যুঃ ১৩৫৯ হিজরি) লিখেছে, "সাফি আদ-দ্বীন আল-আরদাবিলি ছিলেন একজন মহীয়ান সাধু, পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতার প্রতীক... তার বংশ থেকে এসেছেন সাফাভী সুলতানগণ যারা এই ধর্মের নিশান প্রসারিত করেছে এবং আমিরুল মুমিনিন (আলী ইবনে আবু তালিব) 'আলাইহি ওয়াস সালাম' এর সমর্থকদের উন্নীত করেছেন।" [আল কুনা আল আলক্বাব]। বর্তমান রাফিদাদের মতে ইসমাইল আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছিলেন। ইরাকি রাফিদা "আলেম" হাসান আস-সাদর (মৃত্যুঃ ১৩৫৪ হিজরি) বলেছে, "আল্লাহর পথের এক হানাদার ছিলেন, শাহ ইসমাইল আস-সাফাভী।" [তাকমিলাত আমাল আল-আমিল]

যাই হোক, আজকের দিনের রাফিদা বংশধরদের মত, সাফাভীদেরও ইসলামের সাথে কোন সম্পর্কই ছিল না, তাদের কাজ ছিল শুধুমাত্র মানুষকে এর থেকে নিবৃত করা। রাফিদাদের এই রাষ্ট্র রেখে গিয়েছে একটি বিদ্বেষপূর্ণ পচে যাওয়া সংস্কৃতির ছাপ এবং সেই বিদ্বেষের লক্ষ্যবস্তু আহলুস সুন্নাহ ব্যতীত আর অন্য কেউ ছিল না। এই সূত্র স্থাপন করা খুবই জরুরি যে, তাদের এই বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ইহুদি, ক্রুসেডার বা মুরতাদদেরকে নয় বরং আহলে সুন্নাহ'কে মূল প্রতিপক্ষ হিসেবে নেওয়ার ব্যাপারটি আজও ইরানী, ইরাকি, লেবাননী ও অন্য রাফিদাদের ভিতরে দেখা যায়, যাদের ধর্মে মৃতদের পূজা করা ছাড়াও অন্য কুফর ও শিরক রয়েছে।

যেমন করে রোমান সাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণরূপে কখনই ঘটেনি বরং তা নতুন নাম গ্রহণ করছে মাত্র, ঠিক তেমনি সাফাভীরাও ইরানে তাদের রাফিদা লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, আর তাদের লক্ষ্য হলো আহলুস সুন্নাহকে নিশ্চিহ্ন করা ও তাদেরকে মুরতাদ জনগোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।

ALHAYAT

নির্বাচিত সেরা ১০

দাওলাতুল ইসলামের উলাইয়াত সমূহ হতে প্রকাশিত সেরা ১০ ভিডিও

১ম

خراسان مقبرة المرتدين 1

খোরাসান: মুরতাদদের কবরস্থান ১



উলাইয়াত | খোরাসান

২য়

صولة الأبرار على البيشمركة الكفار

পেশমারগা কাফিরদের উপর নেক বান্দাদের হামলা



উলাইয়াত | নাইনাওয়া

৩য়

البذرة الخبيثة في بلاد الحرمين الأسيرة

বন্দী আল-হারামাইনের ভূমিতে দুষিত বীজ



উলাইয়াত | আল-খাইর

৪র্থ

سير المعارك مع الجيش النصيري

নুসাইরী বাহিনীর সাথে চলমান লড়াই



উলাইয়াত | হালাব

৫ম

قل إني على بينة من ربي

বলুন, "আমি আমার রবের পরিষ্কার দলিল অনুসরণ করি"



উলাইয়াত | সালাহউদ্দিন

৬ষ্ঠ

هم العدو فاحذرهم

ওরা দুশমন, ওদের ব্যাপারে সতর্ক হোন



উলাইয়াত | আল-ফুরাত

৭ম

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করো



উলাইয়াত | আল-আনবার

৮ম

فارتقبوا إنا معكم مرتقبون

অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ



উলাইয়াত | হিমস

৯ম

قنص الموحدين للرافضة الصفويين 2

সাফাভী রাফিদাদের উপর মুয়াহহিদদের স্নাইপার হামলা ২



উলাইয়াত | উত্তর বাগদাদ

১০ম

يا بلاد الوحي صبرا

হে ওহীর ভূমি, সবর করো



উলাইয়াত | আল-ফাল্লুজাহ

দাওলাতুল ইসলামের দ্বারা সংগঠিত সামরিক অভিযানগুলোর মধ্যে বাছাইকৃত অভিযান সমূহ

খিলাফাহ'র সৈনিকগণের কুফরের বাহিনীদের সাথে যুদ্ধ জারি রাখার সাথে, আমরা দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনগণ কর্তৃক সংঘটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের উপর চোখ বুলাবো, যার মাধ্যমে তারা খিলাফাহ'র নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন অথবা আল্লাহর দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত, অপমাণিত এবং হত্যা করেছেন। এই অভিযান সমূহ বিগত দুই মাসে দাওলাতুল ইসলাম কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন ফ্রন্ট এবং এলাকায় অসংখ্য অভিযান সমূহের মধ্য থেকে বাছাইকৃত কিছু অভিযান মাত্র।

দাওলাতুল ইসলাম শামে বা অন্যত্র ফ্রন্টে বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্রোহ মোকাবিলা করেছে এবং এমনকি বিভিন্ন দলগুলোর পূর্ণ সামরিক অভিযান প্রতিহত করেছে যারা নিজেদের আহলুস সুন্নাহ হিসেবে দাবি করে, যাদের কতক এমনকি 'ইসলামী' ব্যানারও উত্তোলন করেছে । যারা দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে ছাড় দেয় এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুরতাদদের ও তাদের ক্রুসেডার প্রভুদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার পক্ষে অনর্থক যুক্তিতর্কের অবতারণা করে, তাদের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য সম্প্রতি দাওলাতুল ইসলাম এসব দলগুলোর ব্যাপারে এর অবস্থান পরিষ্কার করেছে যারা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এটা বলে যেঃ

সাম্প্রতিক কালে, আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন এসে পৌঁছেছে যে, হালাবের উত্তরাঞ্চলের পল্লী-এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধরত দলসমূহের ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল অবস্থান কি? বিশেষ করে ঐ সকল দল সমূহ যারা ইসলামি 'ব্যানার ও স্লোগান' ব্যবহার করে এবং নিজেরা জিহাদ করছে বলে দাবি করে।

আমরা সবাইকে পরিষ্কার করছি যে, এই সকল দলসমূহের ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের অবস্থান পরিষ্কার এবং তা হলো এই দলসমূহ আল্লাহ'র দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক ইসলাম বাতিলকারী কাজ করেছে। সেই কাজগুলোর (নাওয়াক্বিদুল ইসলাম) একটি হচ্ছে, তারা এমন এক রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করছে যারা আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে, অপরদিকে তারা এমন সব দলের সাথে একই খন্দকে এবং একই জোটে অবস্থান করছে, যারা শারী'আহ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে এবং ঘোষণা করে যে, তাদের সংগ্রাম হচ্ছে একটি 'গণতান্ত্রিক, সিভিল (বেসামরিক সুশীল সমাজ), বহুত্ববাদী (যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, মতের মানুষেরা শান্তিপূর্ণ ভাবে একত্রে থাকতে পারে) রাষ্ট্রের জন্য, যা দাওলাতুল ইসলামের ভূমিসমূহ হতে আল্লাহ'র বিধানকে অপসারণ করবে এবং জাহেলী বিধান দ্বারা তা প্রতিস্থাপিত করবে। তাদের এই সকল কর্মকাণ্ড আমেরিকান নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার জোটের সমর্থন এবং সরাসরি বিমান হামলার দ্বারা সহায়তার মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে, যখন এই জোটের একমাত্র প্রচেষ্টা হলো খিলাফাহ'র অভিযাত্রাকে (বা মিশনকে) ধ্বংস করা।

{আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ জাহান্নামের মাঝে মুনাফিক ও কাফিরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।} [আন-নিসা: ১৪০]

এই হলো তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান যারা কুফফারদের সাথে বসে এবং নিজেদেরকে তাদের থেকে পৃথক করে না বা তাদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে না, যখন তারা কুফরি করে এবং আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করে। তাহলে তাদের অবস্থা কেমন হবে যারা তাদের সাথে এক সারিতে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর ভূমিতে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা শাসনকারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা করে! তা হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট বিধান, যার ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর ভিত্তি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার বাস্তবতার উপর, বিকৃত ব্যাখ্যা বা বাস্তবতা বিরোধী দাবিসমূহ এই বিধানকে প্রভাবিত করে না।

"আমরা দোয়া করছি আল্লাহ যেন কুফফারদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করেন, তাদের ঐক্যকে ভেঙ্গে দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে দাওলাতুল ইসলামকে সাহায্য করেন।"



মুরতাদ সিরিয়ান বিদ্রোহী দল সমূহ রিয়াদে সম্মিলিত হয় নুসাইরী তাগুত বাশারের সাথে সমঝোতা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে

বিভিন্ন ধরণের মুরতাদ দলগুলোর বিরুদ্ধে খিলাফাহ'র দ্বারা সংগঠিত অভিযানগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি, উপরোক্ত বিবৃতিটি এটা স্পষ্ট করেছে যে, দাওলাতুল ইসলাম ঐসকল মুরতাদদিনদের মধ্যে পার্থক্য করে না, যারা তাদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকাশ্য অবস্থানের জন্য নির্লজ্জভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং ঐসকল মুরতাদদিনদের মধ্যে যারা কিছু মিথ্যা অজুহাত-ওজর পেশ করে এবং মরিয়া হয়ে নিরর্থক চেষ্টা করে তাদের একটি ইসলামী ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তুলতে। আল্লাহ যেনো তাঁর শত্রুদের প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন করে দেন এবং তাদেরকে দাওলাতুল ইসলামের হাতে পরাজিত করেন।

বাংলা– ৭ই সফরে, দাওলাতুল ইসলামের এক গোপন ইউনিট দিনাজপুর অঞ্চলে ইতালিয়ান ক্রুসেডার পিয়েরো পারোলারির উপর হামলা চালান, সে ঐ এলাকায় একজন মিশনারি হিসেবে কাজ করতো, তাঁরা সাইলেন্সার পিস্তল দিয়ে বেশ কয়েকবার গুলি করেন, এতে সে গুরুতরভাবে আহত হয়। এই হামলার দুই সপ্তাহ আগে ২৫ মুহাররম রুহুল আমিন নামে পরিচিত ঢাকার কাফির বাহাই সম্প্রদায়ের এক অন্যতম প্রধান সংগঠককে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়, সে রংপুর অঞ্চলের বাহাই সেন্টারের পরিচালক ছিল। সাইলেন্সার পিস্তল দিয়ে তাকে গুলি করা হয় এবং সে গুরুতরভাবে আহত হয়। এছাড়াও ২৭ই মুহাররম রংপুরের কুনিয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃস্থানীয় একজন সদস্য মুরতাদ রহমত আলীকে বাসায় যাওয়ার সময় আটক করা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিকে আক্রমণ করার পাশাপাশি বাংলার খিলাফাহ'র সৈনিকগণ মুরতাদদিনদের শিরকী উপাসনালয়েও হামলা চালান। ১৪ই সফরে, তাঁরা ইরানীয় দূতাবাসের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি এবং তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা একটি রাফিদি উপাসনালয়ে হামলা চালান। বগুড়া জেলায় এই হামলা চালানো হয় এবং এর ফলে কিছু সংখ্যক মুশরিকিন হতাহত হয়, এই হামলায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এক মাস পর, আমাদের ইসতিশহাদী ভাই আবুল-ফিদা আল-বাঙ্গালী রাজশাহী জেলার বাগমারা এলাকায় কাদিয়ানী মুরতাদদিনদের উপাসনালয়ে একটি বিস্ফোরক বেল্ট নিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি উপাসনালয়ের ভেতরে তাঁর বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান, এতে তাদের মধ্যে প্রায় ৩০ জন আহত হয়। আল্লাহ আমাদের ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। দুই সপ্তাহ পর, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ ঝিনাইদাহ জেলায় সামির উদ্দিন নামে পরিচিত এক মুরতাদকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেন, সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো এবং একজন খ্রিষ্টান মিশনারি হিসেবে কাজ করতো।


বাংলার মুজাহিদিনগণ কাদিয়ানীদের একটি মন্দিরে হামলা চালান

উলাইয়াত হাদরামাউত– ৮ই সফরে, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ হাদরামাউতের পূর্বে ইয়েমেনী ব্যারাকসমূহে বড়ধরণের একটি অতর্কিত হামলা চালান। সাইয়ুন এবং আল-কুতুন অঞ্চলের মধ্যবর্তী সড়কে অবস্থিত শুবাম, সির্ এবং আল-ক্বাররাহ ব্যারাকসমূহে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর মাধ্যমে অভিযান শুরু হয়, এর আগে তাদের সরবরাহ রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। মুজাহিদিনগণ ব্যারাকসমূহ দখল করেন এবং তাদের সহযোগী ডিভিশনগুলোতে বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে হামলা চালান। সেই সাথে তাঁরা চারটি যুদ্ধযান ধ্বংস করেন এবং এতে ভেতরের সবাই নিহত হয়। তারপর ইয়েমেনী সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য আরও বাহিনী পাঠায়। তখন আমাদের ভাই বাত্তার আল-আদানি সেই নতুন সৈন্যবাহিনীর উপর একটি ইসতিশহাদী হামলা চালান। তিনি তাদের মধ্যে তাঁর বিস্ফোরকভর্তি গাড়ির বিস্ফোরণ ঘটান, এতে তাদের বহুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। এদিকে, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ ভারী মেশিনগান দিয়ে একটি হেলিকপ্টার ভূ-পাতিত করতে সফল হন। এই বিশাল হামলাগুলোর ফলে কমপক্ষে ৫০ জন মুরতাদদিন নিহত হয়।



প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডদের বহনকারী বাসের ধ্বংসাবশেষ

তিউনিসিয়া– ১২ই সফরে, আমাদের ইসতিশহাদী ভাই আবু আব্দুল্লাহ আল-তিউনিসি তিউনিসিয়ার রাজধানীর কেন্দ্রে মোহাম্মাদ আল-খামিস রোডে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডদের বহনকারী একটি বাসে হামলা চালান। যখন তিনি বাসের কাছে পৌঁছান তখন তিনি তাঁর বিস্ফোরক বেল্ট বিস্ফোরিত করেন, এতে ২০ জন মুরতাদদিন নিহত হয় এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।


'আবু 'আব্দুল্লাহ আত-তুনসী (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) এর হামলায় নিহত মুরতাদরা

উলাইয়াত পশ্চিম আফ্রিকা– ১৫ই সফরে ইসতিশহাদী আবু সুলাইমান আল–আনসারী নাইজেরিয়ার উত্তরে ক্যানো শহরে রাফিদি মুশরিকিনদের একটি সমাবেশ স্থলে তাঁর বিস্ফোরক বেল্ট দিয়ে হামলা চালান। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর তিনি তাদের মধ্যে তাঁর বিস্ফোরক বেল্ট বিস্ফোরিত করেন, এতে প্রায় ৩০ জন রাফিদা নিহত হয় এবং ১০০ জনের উপরে আহত হয়। আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন।

মিশর– ১৬ই সফরে, দাওলাতুল ইসলামের গোপন ইউনিট গিজার আল–মানওয়াত এলাকায় সচিবালয়ের ভেতরে মুরতাদ মিশরীয় অফিসারদের একটি অবস্থানে হামলা চালায়, এতে কমপক্ষে ৫ জন অফিসার নিহত হয় এবং কিছুসংখ্যক অফিসার আহত হয়। একমাস পর, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আবারও হামলা করেন এবং কায়রোর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের নিকটে অটোস্ট্রেডে মুরতাদ মিশরীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসারকে তার গাড়িচালকসহ হত্যা করতে সক্ষম হন, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ এই হামলায় হালকা অস্ত্র ব্যবহার করেন। একদিন পরই, তাঁরা গিজার আল–মুনিব অঞ্চলে মুরতাদ মিশরীয় পুলিশের একটি চেকপয়েন্টে গোপনে প্রবেশ করেন। তাঁরা একটি বড় ধরনের বিস্ফোরক ডিভাইস পুঁতে রাখেন এবং সেটা বিস্ফোরিত করেন, ফলে চেকপয়েন্টের সকল মুরতাদদিনরা হতাহত হয়। এক সপ্তাহ পর, মুজাহিদিনগণ আমিরুল মু'মিনিনের সকল জায়গার ইহুদীদের উপর আক্রমণের নির্দেশ পালন করতে একটি হামলা পরিচালনা করেন। তাঁরা গিজার আল–হারাম রোডে ইহুদী পর্যটকদের ভ্রমণকারী একটি বাসে হালকা অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান এবং সফলভাবে কিছুসংখ্যক ইহুদী ও হোটেল নিরাপত্তা কর্মী হতাহত করতে সক্ষম হন, আর মুজাহিদিনগণ নিরাপদের তাঁদের অবস্থানে ফিরে আসেন। মাত্র দু'দিন পর তাঁরা মুরতাদ কর্নেল আলী আহমাদ ফাহমির তিনটি গাড়ি নিয়ে গঠিত একটি ব্যক্তিগত গাড়িবহরকে অনুসরণ করেন। তাঁরা গিজার আলবুন–নুমরাস অঞ্চলে হালকা অস্ত্র দিয়ে সেই গাড়িবহরের উপর হামলা চালান, এতে কর্নেলসহ গাড়িবহরের সবাই নিহত হয়। তারপর আমাদের ভাইগণ নিরাপদে তাঁদের অবস্থানে ফিরে আসেন।

উলাইয়াত 'আদান আবিয়ান– ২৪ই সফরে, আল্লাহর অনুগ্রহে নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি হামলা করা হয়, এই হামলায় 'আদানের গভর্নর মুরতাদ জাফর মোহাম্মাদ সা'দ তার ১০ জন সহযোগীসহ নিহত হয়। 'আদান শহরে আত–তাওয়াহির পার্শ্ববর্তী জুদমুর এলাকায় পার্কের পাশ দিয়ে তার মটরগাড়ির শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় সেখানে গাড়ি বোমা হামলা করার পর এই ঘটনা ঘটে।

উলাইয়াত দামেস্ক – ২৮ই সফরে, মাহিন শহরের দুটি পর্বত এবং অস্ত্র গুদাম দখল করার পর খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আল–ক্বারিয়াতাইনের পশ্চিম দিক থেকে মাহিনের পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁরা শহরের পশ্চিম ও উত্তর–পশ্চিম পার্শ্বের নুসাইরী সেনাবাহিনীর নতুন কিছু অবস্থান দখলে নিতে সক্ষম হন, এতে তারা একটি অ্যান্টি ট্যাংক ফায়ারিং লঞ্চার, ৯টি রকেট, ২টি ভারী মেশিনগান এবং কিছুসংখ্যক অস্ত্র–শস্ত্র ও গোলাবারুদ গণিমত হিসেবে লাভ করেন। মাহিন শহরে যুদ্ধ শেষ করার পর খিলাফাহ'র সৈনিকগণ শহরের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হন, তারা এটি সহ পার্শ্ববর্তী হাওয়ারিন গ্রাম এবং আক্বাবাহ পর্বত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেন। এটা হয় নুসাইরী সেনাবাহিনী ও নুসাইরী মিলিশিয়া যোদ্ধাদের সাথে কয়েকঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর, ফলে তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিহত হয় এবং বাকি বেশির ভাগই পালিয়ে যায়। মুজাহিদিনগণ একটি ট্যাংক, ভারী অস্ত্র সজ্জিত একটি যুদ্ধযান, একটি জিল মিলিটারি যুদ্ধযান, একটি অস্ত্র গুদাম এবং কিছু সংখ্যক হালকা অস্ত্র–শস্ত্র গণিমত হিসেবে লাভ করেন। নুসাইরী সেনাবাহিনী ও নুসাইরী মিলিশিয়ারা মাহিনের পূর্বে আল–ক্বারিয়াতাইন শহরে বহুসংখ্যক ট্যাংক, সাঁজোয়া যান এবং রাশিয়ান যুদ্ধবিমানের সহায়তায় শত শত সৈন্য নিয়ে কয়েকবার আক্রমণ করার প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা বিফলে যায় কারণ তারা কিছুই অর্জন করতে পারে নি। তাদের প্রতিহত করতে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ পাল্টা আক্রমণ করেন, এর ফলে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ পুরো মাহিন শহর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে নেন।

উলাইয়াত আল–খাইর– আল্লাহর অনুগ্রহে ১১ই রাবি' আল–আউয়ালে, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আল–খাইর শহরের আস–সিনা'আহর পার্শ্ববর্তী এলাকা



'আদানের তাগুত গভর্নর, জাফর মোহাম্মাদ সা'দ



খিলাফাহ'র সৈনিকগণ মাহিনে বিপুল পরিমাণ গণিমত আটক করেন

পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হন, এর আগে যুদ্ধ শুরু করবার পূর্বে পর পর ৩টি ইসতিশহাদী হামলায় সেই পার্শ্ববর্তী এলাকায় নুসাইরী সেনাবাহিনীর মূল কেন্দ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রথম ইসতিশহাদী হামলাটি করেন আমাদের ভাই আবু উবাদাহ আশ-শামি, তিনি ৪ টন বিস্ফোরক ভর্তি একটি বুলডোজার নিয়ে আকিদ চেকপয়েন্টে বিস্ফোরণ ঘটান। এরপর দ্বিতীয় হামলাটি করেন আমাদের ইসতিশহাদী ভাই আবু জিহাদ আদ-দার'আউই, তিনি ৩ টন বিস্ফোরক ভর্তি একটি বুলডোজার দিয়ে তা মাসলাখ চেকপয়েন্টে বিস্ফোরণ ঘটান। তৃতীয় হামলাটি করেন আমাদের ইসতিশহাদী ভাই আবু সাইয়াফ আল-বানিয়াসি, তিনি ৬ টন বিস্ফোরক ভর্তি একটি ট্রাক নিয়ে তা নুসাইরী সৈন্যদের সমাবেশে বিস্ফোরণ ঘটান। এরপরে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ পার্শ্ববর্তী এলাকায় নুসাইরী মুরতাদদের উপর হামলা করেন, বেশ কিছু সময় ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে, তারপর খিলাফাহ'র সৈনিকগণ সেই এলাকা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিতে সফল হন। এই যুদ্ধে ৩৮ জনেরও বেশি নুসাইরী সৈন্য নিহত হয় এবং তাদের একটি টি-৭২ ট্যাংক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; আর মুজাহিদিনগণ একটি বিএমপি, ভারী মেশিনগান এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ গণিমত হিসেবে লাভ করেন। সেই সাথে দাওলাতুল ইসলাম আস-সিনা'আহ'র পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করেন, এতে করে নুসাইরী সৈন্য বাহিনী সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে দেইর আয-যর সামরিক বিমান ঘাঁটি ও শহরের কয়েকটি পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। আল্লাহ আমাদের ইসতিশহাদী ভাইগণকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত হালাব- ১৬ই রাবি' আল-আউয়াল খিলাফাহ'র সৈনিকগণ দুদিয়ান গ্রামের কিছু অংশে অগ্রসর হবার পর সেখানে সাহওয়াত মুরতাদরা আক্রমণের চেষ্টা করলে তাঁরাও একটি পাল্টা আক্রমণ করেন, এরপর তাঁরা উত্তরদিকের গাযাল এবং ক্বুররাহ কাওবারি পল্লী অঞ্চলের গ্রামসমূহ দখলে নিতে সক্ষম হন। যুদ্ধ শুরুর পরে তাঁরা নিজেরাই একটি হামলা চালান এবং তাঁরা সফলভাবে দুদিয়ানের অবস্থানগুলো পুনর্দখল করতে সক্ষম হন।

তারপর তাঁরা আরো অগ্রসর হন এবং গাযাল ও ক্বুররাহ কাওবারির গ্রামসমূহ দখল করেন, সেগুলো প্রত্যেকটিই তুরস্কের নিকটে অবস্থিত। পরের দিন, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ সফলভাবে ক্বুররাহ মাযরা'আহ এবং আল-খুরবাহ গ্রাম পুনরায় দখল করেন, যেগুলো উত্তর দিকের পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। এই ঘটনার পর সাহওয়াত মুরতাদদিনদের সাথে যুদ্ধ হয়, সেখানে তাদের কিছুসংখ্যক যোদ্ধা হতাহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদিনগণ কিছু যুদ্ধযান, অস্ত্র-শস্ত্র এবং গোলাবারুদ গণিমত হিসেবে লাভ করেন।

উলাইয়াত হিমস- ১৭ই রাবি' আল-আউয়াল হিমস শহরের আয-যাহরা'র পার্শ্ববর্তী নুসাইরী অবস্থানের মধ্যখানে একদল নুসাইরিয়্যাহ'র উপর একটি বিস্ফোরকভর্তি গাড়ি দিয়ে একটি ইসতিশহাদী হামলা চালানো হয়। এতে ৩০ জনেরও বেশি মুরতাদদিন নিহত হয় এবং আহত হয় অন্তত ১০০ জন। আল্লাহ আমাদের ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত আল-ক্বাওকাজঃ ১৮ই রাবি' আল-আউয়াল খিলাফাহ'র সৈনিকগণ উত্তরের দাগেস্তান অঞ্চলের দারবেনত শহরে অবস্থিত কিছুসংখ্যক রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার অফিসারকে লক্ষ্য করে একটি অতর্কিত হামলা চালান। একজন রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার অফিসার নিহত হয় এবং কিছুসংখ্যক আহত হয়, আর মুজাহিদিনগণ তাঁদের



মুজাহিদিনগণ নুসাইরী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের পর আস-সিনা'আহ এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন

ঘাঁটিতে নিরাপদে ফিরে আসেন।

উলাইয়াত আর-রাক্কাহঃ ১৮ই রাবি' আল-আউয়াল "তাদের বাহিনী পরাজিত হবে এবং তারা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে" নামক চলমান যুদ্ধের একটি অংশে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ উলাইয়াতের উত্তর দিকে পল্লী অঞ্চলে একটি বরকতময় চোরাগোপ্তা হামলা চালান। এই হামলা শুরু হয় দক্ষিণ-পূর্বাংশের 'আইন 'ঈসা অঞ্চলে পি.কে.কে মুরতাদদিনদের উপর একটি ইসতিশহাদী হামলা করার মাধ্যমে। একে অনুসরণ করে কিছু সংখ্যক ইনগ্মিমাসি মুজাহিদ একই এলাকায় ৯৩ আর্মড ব্রিগেড ঘাঁটি সংলগ্ন স্থানে বিভিন্ন দিক থেকে হামলা চালান। আরেকটি ইনগ্মিমাসি দল তেল আবিয়াদে আসায়িশ নেতাদের সদর দপ্তরে একটি হামলা চালান। প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে কিছুসংখ্যক ইনগ্মিমাসি পি.কে.কে যোদ্ধাদের মধ্যে তাঁদের বিস্ফোরক বেল্ট বিস্ফোরিত করেন। পরবর্তী রিপোর্ট অনুযায়ী এই বরকতময় হামলায় বহুসংখ্যক পি.কে.কে এবং এফ.এস.এ মুরতাদদিন নিহত হয়, যাদের সংখ্যা প্রায় ২০০ জনের কাছাকাছি।

উলাইয়াত আল-বারাকাহঃ ১৯ রাবি' আল-আউয়াল খিলাফাহ'র সৈনিকগণ একটি হামলার মাধ্যমে প্রায় ৩০ খ্রিষ্টান শত্রুদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং এসময় আহত হয় ১০০ জনেরও বেশি, তারা বেশ কিছু সংখ্যক বিস্ফোরক বেল্ট দ্বারা এই হামলা চালান। আল-কামিশলি শহরের বিভিন্ন স্থানে তাদের উপর এই হামলা করা হয়।



আয-যাহরা এলাকায় ইসতিশহাদী হামলার পরবর্তী চিত্র

উলাইয়াত আল-আনবারঃ ২০ই রাবি' আল-আউয়াল আর-রামাদী শহরের প্রধান এলাকাগুলোতে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ সাফাভী সেনাবাহিনী ও রাফিদি মিলিশিয়া বাহিনীর উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালান, এতে তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। আর-রামাদীর উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত আল-বু রিশাহ ব্রিগেড এলাকায় ব্যাপক যুদ্ধের পর খিলাফাহ'র সৈনিকগণ সেই এলাকা মুক্ত করতে সফল হন, আর যুদ্ধের সময়ে একটি গাইডেড মিসাইল দিয়ে ব্রিজের উপরে অবস্থিত মুরতাদদিনদের আব্রামস ট্যাংক ধ্বংস করা হয়।

এদিকে, আর-রামাদীর উত্তর-পূর্বাংশে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ মুরতাদদিনদের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের উপর ২টি ইসতিশহাদী হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁরা ব্যাটালিয়ন ঘাঁটির ভেতরে থাকা পাঁচটি ১৫৫ মিমি আর্টিলারি কামান ধ্বংস করেন। ক্যাম্পের দখল করবার পর তাঁরা তাঁদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং সাফাভী সেনাবাহিনী ও রাফিদি মিলিশিয়া বাহিনীর ১০টিরও বেশি ব্যারাক দখল করেন এবং তাঁরা রামাদীর উত্তর দিকে আল -বু 'ঈসাহ হতে তাদের (সাফাভী মুরতাদদের) সরবরাহ রুট বিচ্ছিন্ন করে দিতে সফল হন। মুজাহিদিনগণ আর-রামাদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত আল-মুদিক এলাকায় সাফাভী সেনাবাহিনীর ব্যারাকের সবাইকে হত্যা করার পর সাফাভী বাহিনীর ব্যারাক দখল করতে সক্ষম হন এবং নানা ধরনের অস্ত্র গণিমত হিসেবে লাভ করেন। মুজাহিদিনগণ একটি গোপন হামলার মাধ্যমে সাফাভী সেনাবাহিনীর একটি গাড়িবহর পুরোটাই ধ্বংস করতে সক্ষম হন, ফলে বহুসংখ্যক সাফাভী অফিসার এবং সেনাসদস্য নিহত হয়, এই হামলায় মাঝারী ও ভারী অস্ত্র-সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। এই হামলা করা হয়েছিল আর-রামাদীর দক্ষিণাঞ্চলে আল-হুমাইরাহ এলাকার নিকটে। এছাড়াও যুদ্ধের সময় একই এলাকায় হামলা করে মুজাহিদিনগণ একটি আব্রামস ট্যাংক ও তিনটি হ্যামার গাড়ি ধ্বংস করেন। এদিকে মুজাহিদিনগণ আর-রামাদীর দক্ষিণ পাশে, আল-বু 'আবদির-রাজ্জাক টানেলের নিকটে সাফাভী সেনাবাহিনী ও রাফিদা মিলিশিয়া বাহিনীর ৬টি ব্যারাকে হামলা করেন। ব্যারাকের ভেতরের কিছুসংখ্যক মুরতাদদিন নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। একইভাবে মুজাহিদিনগণ আর-রামাদীর উত্তর দিকে আল-বু তাররাহ অঞ্চলে সাফাভী সেনাবাহিনীর উপর একটি বরকতময় হামলা চালান, হামলায় সাফাভী সেনাবাহিনীর ১১টি ব্যারাক দখল মুক্ত করা হয় এবং ব্যারাকের ভেতরের সবাইকে হত্যা করা হয়। আরেকটি ঘাঁটিতে এরকম আরেকটি হামলা করা হয়, সেই হামলায় আর্মড যুদ্ধযান, হ্যামার, ট্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১০০টি যুদ্ধযান পুড়িয়ে দেয়া হয়।

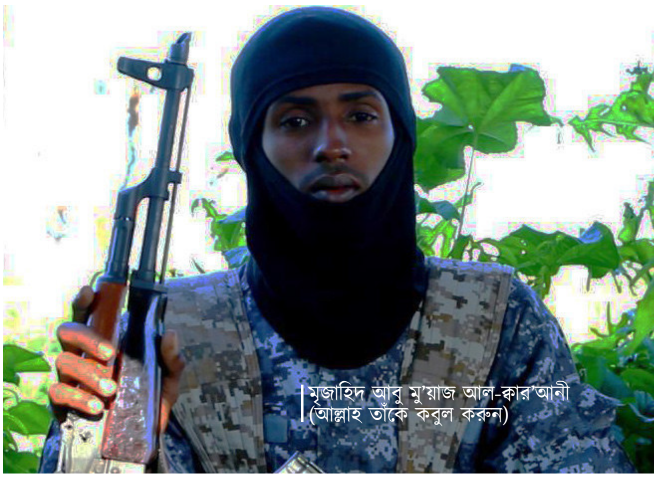

খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আস-সিদরাহ এলাকায় অবস্থিত তেল মজুতকরণ ট্যাংক সমূহের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন


আর-রামাদীর উত্তরে আল-বু তুররাহ এলাকায় অভিযান শুরুর আগে উদ্দীপ্ত মুজাহিদিনগণ

উলাইয়াত উত্তর বাগদাদঃ ২১ই রাবি' আল-আউয়াল "আবু আব্দুল্লাহ সা'দ আল-আনসারীর লড়াই (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)" নামক যুদ্ধে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ সাফাভী সেনাবাহিনী ও রাফিদা মোবিলাইজেশন বাহিনীর সাথে যুদ্ধের পর সামাররা বাঁধের বিশাল একটি এলাকা দখল করেন। সেই এলাকায় রয়েছে সাইতাক সেন্টার, আল-আলজিকু কমপ্লেক্স, জ্বালানী স্টেশন, কন্ট্রোল ১৩, সেই সাথে বাঁধের উত্তরের দিকে রয়েছে বহুসংখ্যক ব্যারাক।

উলাইয়াত বারক্কাহঃ ২৩ই রাবি' আল-আউয়াল আল্লাহর অনুগ্রহে "আবুল মুগিরাহ আল-ক্বাহতানীর লড়াই (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)" নামক যুদ্ধে লিবিয়ার খিলাফাহ'র সৈনিকগণ সিরতে শহরের পূর্বে অবস্থিত বিন জাওয়াদের উপকূলীয় শহর সফলভাবে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন। শহর দখল মুক্ত করবার পর, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আস-সিদরাহ অঞ্চলে এবং সমুদ্র বন্দরে বড় ধরণের হামলা চালান, সেই মুহূর্তে আমাদের ভাই আবু মু'য়াজ আল-ক্বার'আনী একটি বিস্ফোরকভর্তি গাড়ি নিয়ে একটি ইসতিশহাদী হামলা করেন, ফলে বহুসংখ্যক মুরতাদদিন হতাহত হয়।

উলাইয়াত আল-ফুরাতঃ ২৪ই রাবি' আল-আউয়াল "শায়খ মোহাম্মাদ সালিহ আল-'উনযিরের লড়াই رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ নামক যুদ্ধে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ হাদিসাহ ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাফাভী সেনাবাহিনী ও সাহওয়াত মুরতাদদের দুর্গের উপর একটি বড় ধরণের হামলা চালান। তাঁরা তিনটি পয়েন্ট থেকে হাদিসাহ'র উত্তরে আস-সাকরান অঞ্চলে একটি আক্রমণ করেন,


মুজাহিদ আবু মু'য়াজ আল-ক্বার'আনী (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)



হাদিসাহ'র পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহের রাফিদাদের উপর বোমা বর্ষণ

আক্রমণের সময়ে সেই অঞ্চল পরিবেষ্টিত সাফাভী ব্যারাকসমূহ লক্ষ্য করে দুটি ইসতিশহাদী হামলা করা হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে দু'জন ইসতিশহাদী ভাই সাফাভী সেনাবাহিনীর ব্যারাকে পৌঁছে সেখানে তাঁদের গাড়ি সমূহ বিস্ফোরিত করেন, ফলে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যারাক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যারাকের ভেতরের বহুসংখ্যক মুরতাদদিন নিহত হয়। এরপর খিলাফাহ'র সৈনিকগণ অগ্রসর হয়ে সেই অঞ্চলে আক্রমণ করেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সফল ভাবে তাঁরা সেটি পূর্ণভাবে দখল মুক্ত করেন।

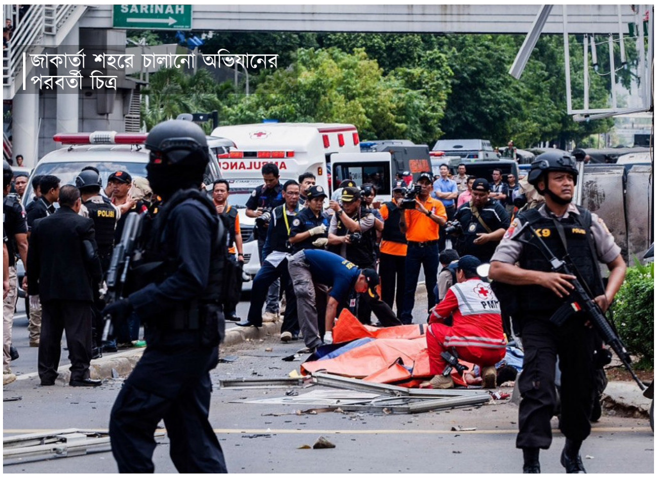
উলাইয়াত হালাবঃ ২৫ই রাবি' আল-আউয়াল আল্লাহর অনুগ্রহে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ ফারুক্ক বাঁধের চারি পাশে অবস্থিত গ্রাম সমূহে পি.কে.কে মুরতাদদের অবস্থানে একটি অতর্কিত হামলা চালান। এরপরে পরবর্তী হামলার পথ তৈরি করবার জন্য মুরতাদদিনদের অবস্থানে ভারী কামান দিয়ে বোমা বর্ষণ করা হয়, মর্টার রাউন্ড নিক্ষেপ করা হয় এবং ভারী মেশিনগান দিয়ে গুলি করা হয় । এই আক্রমণের ফলে ১০ জনেরও অধিক মুরতাদদিন নিহত হয় এবং প্রায় ৩০ জন আহত হয়, আর মুজাহিদিনগণ নিরাপদে তাঁদের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

উলাইয়াত তারাবুলুসঃ ২৬ই রাবি' আল-আউয়াল তারাবুলুসের পূর্বে জিতান শহরে মুরতাদ লিবিয়ান সৈন্যবাহিনীর একটি ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের ভাই আব্দুল্লাহ আল-মুহাজির একটি বিস্ফোরকভর্তি ট্রাক নিয়ে একটি ইসতিশহাদী হামলা চালান, তিনি ট্রেনিং ক্যাম্পের ভেতরে ট্রাকটি বিস্ফোরিত করেন। ফলে অন্তত ৮০ জন মুরতাদদিন নিহত হয় এবং আহত হয় ১৫০ জন। এটি ছিল "আবুল মুগিরাহ আল-ক্বাহতানীর লড়াই (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)" নামক চলমান অভিযানের একটি অংশ। আল্লাহ আমাদের ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত 'আদান আবিয়ানঃ ২৯ই রাবি' আল-আউয়াল আল্লাহর অনুগ্রহে খিলাফাহ'র একজন সৈনিক মুরতাদ ইয়েমেনী গোয়েন্দা সংস্থার একজন উচ্চপদস্থ কর্নেল আলী সালিহ আল-ইয়াফিলকে হত্যা করতে সক্ষম হন, খাওর মাসকার -এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুসলিমদের বাড়ি-ঘরে কৃত অভিযানে তার অনেক ভূমিকা রয়েছে। আদান অঞ্চলের আল-মানসুরাহ'র পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাকে হত্যা করা হয়।

ইন্দোনেশিয়াঃ ৩রা রাবি' আল-আখির ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা শহরে দাওলাতুল ইসলামের গোপন ইউনিট একদল কুফফারদের উপর হামলা চালান, সেই কুফফাররা ছিল দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্রুসেডার জোটে অংশগ্রহণকারী দেশের নাগরিক। তারা বেশ কিছু সংখ্যক টাইম বোমা স্থাপন করে হামলা চালন, এবং এই বিস্ফোরণ সমূহকে অনুসরণ করে চারজন খিলাফাহ'র সৈনিক (আল্লাহ তাঁদেরকে কবুল করুন) হালকা অস্ত্র ও বিস্ফোরক বেল্টসহ কুফফারদের উপর হামলা করেন। ফলে ক্রুসেডার ও তাদের মুরতাদ গার্ডদের মধ্য থেকে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়, সেই সাথে আর বেশ কিছু সংখ্যক কুফফার আহত হয়।

উলাইয়াত খোরাসানঃ ২রা রাবি' আল-আখির খিলাফাহ'র তিনজন ইনগ্বিমাসি সৈনিক জালালাবাদ শহরে পাকিস্তানী কনস্যুলেটে হামলা করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ভাই (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) কনস্যুলেট গার্ডের সামনে তাঁর বিস্ফোরক বেল্ট বিস্ফোরিত করেন, ফলে তাদের একটি গাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং নিরাপত্তা ভবনের সকল গার্ড নিহত হয়। এর ফলে বাকি দুইজন ইনগ্বিমাসি সৈনিক কনস্যুলেট ভবনের ভেতরে প্রবেশ করেন, সেখানে তাঁদের একজন তাঁর বিস্ফোরক বেল্ট বিস্ফোরিত করেন আর অন্যজন নিরাপদে মুজাহিদিনগণের অবস্থানে ফিরে আসেন। এই যুদ্ধ ৪ ঘণ্টাব্যাপী সংঘটিত হয়, এসময় ইনগ্বিমাসি ভাইগণ কনস্যুলেট ভবন ধ্বংস করেন এবং কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার অফিসারসহ বহুসংখ্যক সদস্য নিহত হয়, ওয়াল হামদুলিল্লাহ।



জাকার্তা শহরে চালানো অভিযানের পরবর্তী চিত্র

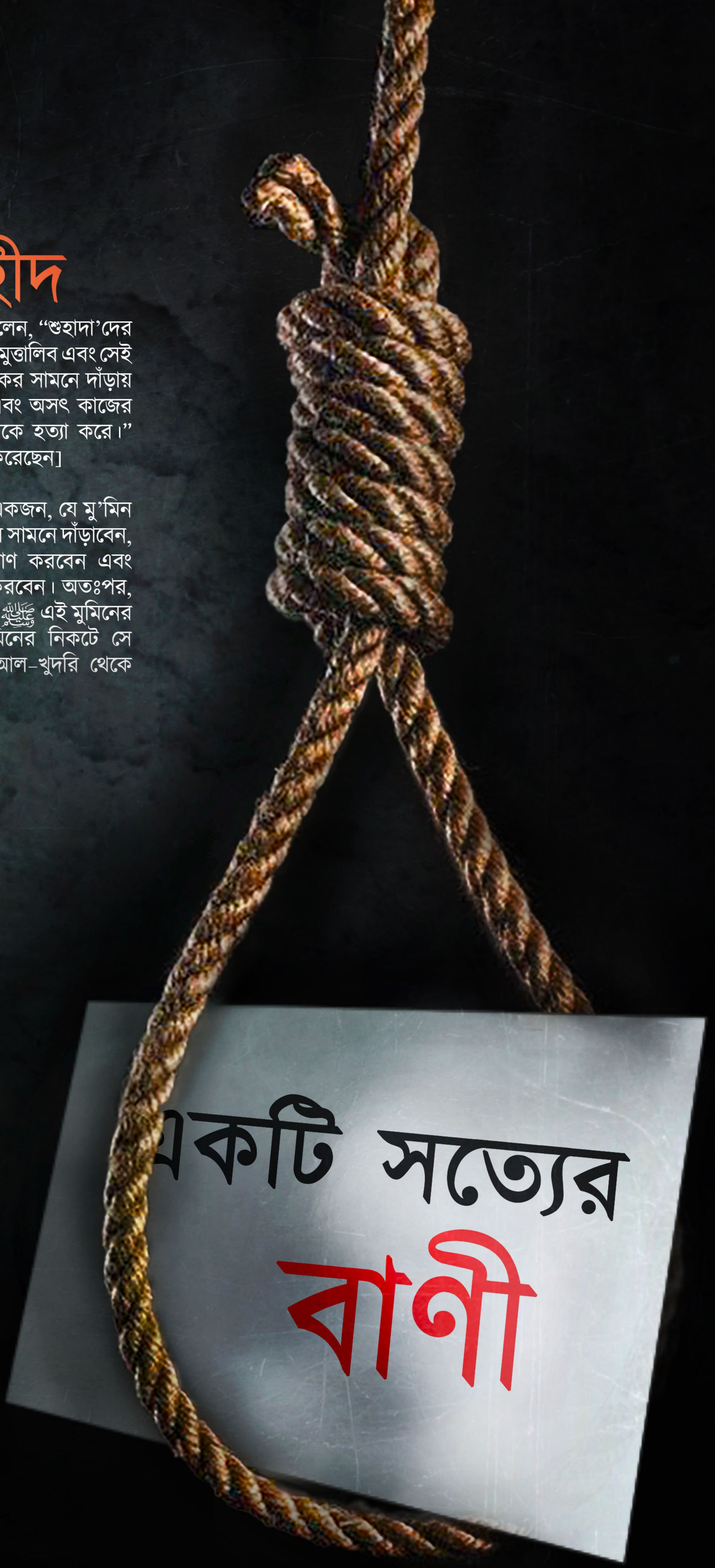


জালালাবাদে পাকিস্তানি কনস্যুলেটের উপর চালানো হামলার পরবর্তী চিত্র

শ্রেষ্ঠ শহীদ

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “শুহাদা’দের নেতা হচ্ছেন হামযা ইবনে ‘আব্দিল মুত্তালিব এবং সেই লোক যে একজন অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়ায় এবং সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে, অতঃপর শাসক তাকে হত্যা করে।” [জাবির থেকে আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন]

সর্বোত্তম শুহাদা’দের মধ্যে তিনি একজন, যে মু’মিন দাজ্জালের সম্মুখীন হবেন এবং তার সামনে দাঁড়াবেন, তার মিথ্যা দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণ করবেন এবং অন্যদেরকে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করবেন। অতঃপর, দাজ্জাল তাকে হত্যা করবে। রাসূল ﷺ এই মুমিনের ব্যাপারে বলেন, “রাব্বুল আলামিনের নিকটে সে সর্বোত্তম শহীদ।” [আবু সাইদ আল-খুদরি থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]





শ্রেষ্ঠ শহীদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠ শহীদ হচ্ছে তারাই যারা প্রথম সারিতে লড়াই করে। তারা পেছন দিকে তাদের মুখমণ্ডল ঘুরায় না, যতক্ষণ না তারা নিহত হয়। তারা জান্নাতের উঁচু স্থানে বিচরণ করবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে হাসবেন। আর যদি তোমাদের রব তাঁর বান্দার কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে হাসেন, তখন তার আর কোন হিসাব-নিকাশ নেই।" [নুয়াইম ইবনে হাম্মার হতে ইমাম আহমাদ এবং আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন।]

আরও বর্ণিত আছে যে, আবু যার ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করেন, "কোন শাহাদাত শ্রেষ্ঠ?" তিনি ﷺ উত্তরে বলেন, "সে, যার রক্ত ঝরেছে এবং তাঁর ঘোড়া নিহত হয়েছে।" [আবু উমামাহ হতে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন]

এই শ্রেষ্ঠ শহীদদের মাঝে রয়েছেন সেই বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ যারা দাজ্জালের আগমনের পূর্বে দাবিকের মহাযুদ্ধে নিহত হবেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁদের ব্যাপারে বলেন, "তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ শহীদ।" [আবু হুরায়রা হতে মুসলিমে বর্ণনা করেছেন]



মুমিনদের মধ্য হতে কতক পুরুষঃ

আবু মুহারিব আল মুহাজির

আবু মুহারিব আল মুহাজির ছিলেন সেই মুজাহিদ যিনি পুরো পৃথিবীব্যাপী "জিহাদি জন" নামে সংবাদপত্র সমূহের শিরোনামে পরিণত হন। মূলত তিঁনি এসেছেন আরব উপদ্বীপের উত্তরপূর্ব দিক থেকে এবং তাঁর মায়ের জন্মস্থান ইয়েমেনে। খুব অল্প বয়সেই এই সম্মানিত ভাই তাঁর পরিবারের সাথে লন্ডনে চলে যান। অচিরেই সেই জায়গা এবং এর কাফির জনগণ তাঁর ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়, তিনি যে প্রশংসনীয় মূল্যবোধের সাথে অভ্যস্ত ছিলেন, তার সাথে লন্ডনের রীতিনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। আল্লাহর করুণা ও বরকতে আবু মুহারিব অর্জন করেন বিশুদ্ধ আক্বিদা ও সহীহ মানহায, যদিও তিনি অবস্থান করছিলেন কুফরের একদম প্রাণকেন্দ্রে এবং যদিও সেখানে ছিল ঐসকল ক্রমবর্ধমান পথভ্রষ্টরা যারা জাহান্নামের দরজার দিকে ডাকছিল।

২০০৫ সালে যখন বরকতময় কিছু অভিযান লন্ডন ও এর পরিবহন ব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, যখন ইরাকের জিহাদ সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছিল এবং পরবর্তী বছরে যখন ইরাকে দাওলাতুল ইসলাম সৃষ্টির ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তখন থেকেই আবু মুহারিব নিজেকে হিজরত ও জিহাদের পথে নিয়োজিত করেন। তিনি তাঁর আক্বিদার ভাইদের সাথে জিহাদ সংক্রান্ত কাজে তাঁর দিনগুলো ব্যস্ত রাখতেন। দ্বীনি ভাইদের মধ্যে ছিলেন বিলাল আল বারজাভি ও মোহাম্মাদ শাকর (আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন), যাদের উভয়ই পরবর্তীতে ১৪৩৩ হিজরি সনে সোমালিয়ায় পৃথক পৃথক ড্রোন হামলায় নিহত হন।[১] এ সবকিছুই এমআই৫ (ব্রিটিশ গোয়েন্দা) এর নজরদারিতে ছিল এবং তারা প্রবলভাবে আবু মুহারিব ও তাঁর সাথীদের লক্ষ্যবস্তু বানানো শুরু করে। এভাবেই শুরু হয় ফোনে আড়িপাতা, নিয়মিত নজরদারি, বাড়িতে অভিযান, গ্রেফতার এবং নো ফ্লাই লিস্ট, এছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা।

এমআই৫ গোয়েন্দা সংস্থার শত প্রচেষ্টার সত্ত্বেও, আবু মুহারিব কখনোই আল্লাহর রাহে হিজরত করা থেকে পিছপা হননি। তাঁর জন্মভূমি কুয়েতের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য ত্যাগের শেষ প্রচেষ্টা কালে, আবু মুহারিবকে বিমানবন্দরে থামানো হয় এবং এমআই৫ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে আটকিয়ে রাখে, ফলাফল হিসেবে তাঁর ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আবু মুহারিব নিজেকে উপস্থাপন করতেন বোকা হিসেবে, এটাই ছিল গোয়েন্দা সংস্থার সাথে তাঁর আচরণ ভঙ্গি। নবী ﷺ বলেন, "যুদ্ধ মানে হচ্ছে ধোঁকা।" [বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত]।

এক গোয়েন্দা তাকে বলেছিল, "তুমি কোথাও যেতে পারবে না। আমরা

---

১ সম্পাদকের টিকা: তা হয়েছিল আল-শাবাব মুরতাদ পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের চর কুখ্যাত আখতার মানসুরের নেতৃত্বে খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে।

তোমার সাথে ছায়ার মত লেগে থাকব।" এই ঠাট্টা অবশেষে তার উপরেই পতিত হয়, কারণ কিছুদিন পরই আল্লাহ আবু মুহারিবের জন্য শামে হিজরতের সুযোগ করে দেন। অতিরঞ্জিত সুনাম বিশিষ্ট ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই৫-এর নাকের ডগা দিয়ে, আবু মুহারিব তাঁর হিজরতের সাথীকে নিয়ে খুব সাবধানে এবং গোপনে তাদের কাছে সহজলভ্য যা কিছু ছিল সবকিছু কাজে লাগিয়ে যাত্রা শুরু করেন, সাফল্যের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে আবু মুহারিব তাঁর সাথীকে সাথে নিয়ে প্রায় দুই মাস দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য এক ভ্রমণে বের হন এবং ইউরোপের পাহাড় অঞ্চল ও জলাবদ্ধ কৃষিজমি পাড়ি দিয়ে গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে এগুতে থাকেন এরপর অন্তত দুইবার বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা আটক হন। এই ভ্রমণের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পরিমাণ ধৈর্যের এবং চরম নিরাপত্তা সতর্কতার, যে দুটি জিনিসের জন্য আবু মুহারিব সুপরিচিত ছিলেন।[২]

তাদের জিদ ও উদ্যমতার জন্যে ২০১২-র শেষের দিকে আল্লাহ তাঁদেরকে নিরাপদে শামে পৌঁছিয়ে দেন। পৌঁছাবার পর, আবু মুহারিব কোন সময় নষ্ট করেন নি, বরং তিনি তৎক্ষণাৎ দাওলাতুল ইসলামে যোগদান করার জন্য জামা'য়াতের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দেন। তখন এটি পরিচালিত হচ্ছিল "জাবহাত আন নুসরা" নামে, আল-জাওলানির বিশ্বাসঘাতকতার পূর্বে। তিনি শতাধিক দল দেখে বা অসংখ্য মুনাফিকি লোগো ও নামের পতাকার উপস্থিতি দেখে প্রতারিত হন নি। তাঁর দূরদর্শিতার মাধ্যমেই আল্লাহ আবু মুহারিবকে বিভিন্ন পরীক্ষার সময় অবিচল রাখেন, দাওলাতুল ইসলাম যে পরীক্ষাগুলোর সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো আল-জাওলানির প্রতারণা ও আমিরুল মু'মিনিন আবু বাকর আল বাগদাদী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)-র থেকে বাইয়াত তুলে নেওয়ার বিষয়টি। আবু মুহারিব আল-জাওলানিকে অস্বীকারকারীদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন এবং তার সম্পর্কে বলেন, "সে আরেক শায়খ শরিফই হতে যাচ্ছে" এই কথার মাধ্যমে মূলত তিনি সোমালিয়ার 'ইসলামিক কোর্টস ইউনিয়নে'র সাবেক প্রধান -শরিফ শায়খ আহমেদ-কে নির্দেশ করেন, যে কিনা পরবর্তীতে শিরকের পার্লামেন্টে যোগদান করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার ক্রুসেডার দেশগুলোকে সহযোগিতা করে স্পষ্ট মুরতাদে পরিণত হয়।

আবু মুহারিবের কাজের প্রতি আন্তরিকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করার মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিত্বশালী হয়ে উঠেন, কেননা তিনি বেড়ে উঠেছিলেন সবার কাছে ভালবাসা ও সম্মান পাওয়ার জন্য। তিনি ইদলিবের নিকটে তাফতানাজ বিমানঘাঁটি এবং আর-রাক্কাহ'র নিকটস্থ ১৭তম ডিভিশন ঘাঁটি দখলে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ইদলিবের নিকটবর্তী সালকিনের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন -যেখানে আবু মুয়াবিয়া আল-মিসরী[৩] শাহাদাত বরণ করেন- এবং অংশগ্রহণ করেন আরও অনেক লড়াইয়ে। তিনি আরও যোগদান করেন শামের সাহাওয়াতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং সাহাওয়াত শুরু হওয়ার প্রথম সপ্তাহে আহত হন, হুরায়তান পুনরুদ্ধারের সময় তিনি পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

কুফফারদের প্রতি তাঁর কঠোরতা প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁর ঐসব কর্মের দ্বারা যেগুলো সকল জাতি, ধর্ম ও কুফর এর দলকে রাগান্বিত করেছে, পুরো পৃথিবী এর সাক্ষী। {এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় -তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।} [আত-তাওবাহঃ ১২০]

আবু মুহারিবের আরেকটি দিক তাঁর পরিচিত ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ জানতো না, আর তা ছিল মু'মিনগণের প্রতি তাঁর দয়াশীলতা, উদারতা ও মহত্ত্ব, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাঁর প্রতিরক্ষামূলক স্পর্শকাতরতা এবং ইয়াতিমদের প্রতি তাঁর মমতা। যে কর্মগুলো তাঁর উদারতা ও মহত্ত্বকে প্রত্যয়ন করে সেগুলোর মধ্যে একটি হল, তিনি যখন উপহারস্বরূপ এক সাবাইয়া (দাসী) পেয়েছিলেন, তখন তিনি এক অবিবাহিত আহত ভাইকে তা উপহার স্বরূপ দিয়ে দেন। এবং যে ঘটনাগুলো ইসলাম ও ইসলামের লোকেদের প্রতি তাঁর প্রতিরক্ষামূলক স্পর্শকাতরতার প্রত্যয়ন করে তার মধ্যে একটি হল, দারুল কুফরে থাকাকালীন একটি মসজিদে এক মাদখালির (সৌদি পন্থী ভুয়া সালাফী) সাথে তর্কের পর, ফিলিস্তিনি বোনদের প্রতি ইহুদীদের বিদ্বেষপূর্ণ অবমাননার ব্যাপারে মাদখালিটি মন্তব্য করে যে, "তা তাদের প্রাপ্য"। তখন আবু মুহারিবকে মসজিদের অন্যান্য মুসল্লিরা এই মাদখালিকে আঘাত করা থেকে বিরত রাখেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন ভাই বলেন, "আবু মুহারিব জোরে কান্না করতে শুরু করলেন। আমি দেখেছি সালাতে সিজদায় গিয়ে তিনি কাঁদছেন, বিষয়টা এমন যেন তিনি তাঁর খুব কাছের কাউকে হারিয়েছেন"।

এবং ইয়াতিমদের প্রতি তার মমতার প্রত্যয়ন করে এমন কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো, আবু বিলাল আল বারজাভি এর শাহাদতের পর; আবু মুহারিব প্রায়ই তাঁর ইয়াতিম ছেলের সাথে দেখা করতেন, তাকে মসজিদে নিয়ে যেতেন ও পার্ক ও চিড়িয়াখানা ভ্রমণে নিয়ে তাকে বিনোদন দিতেন। এছাড়াও অন্যান্য শহীদগণের ছেলেদেরকে তিনি কুরআন শিক্ষা দিতেন। {মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।} [আল-ফাতহঃ ২৯]

অবশেষে ১৪৩৭ হিজরির ২৯ মুহাররাম বৃহস্পতিবারে আবু মুহারিব অনেক প্রতীক্ষিত শাহাদাহ ফি-সাবিলিল্লাহ অর্জন করেন। আর-রাক্কায় তাঁর গাড়িকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা করা হয়, ফলে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনি সাথে সাথে নিহত হন। আল্লাহ আমাদের ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন, তাঁকে তাঁর جَلَّ جَلَالُهُ রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত করুন এবং আল-ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দিন।

---

২ সম্পাদকের নোটঃ সম্ভবত আমরা তাঁর লম্বা কাহিনী সামনের সংখ্যায় প্রচার করবো।

৩ আবু মুওয়াবিয়াহ আল-মিসরি এবং তাঁর সবচেয়ে ভাল বন্ধু আবু কুদামাহ আল-মিসরি (আল্লাহ তাঁদের উভয়কে কবুল করুন) এর সম্পর্কে জানতে দাবিক ৭ এর "মুমিনদের মধ্য হতে কতক পুরুষ" ৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা দেখুন।



ইহদাদ এর ব্যাপারে উপদেশ

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ'র নামে শুরু করছি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মোহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং তাঁর অনুসারীদের উপর। অতঃপর, খিলাফাহ'র শাসনাধীন ভূমিতে সম্মানিত শুহাদাগণের সম্মানিত স্ত্রীগণ যারা ইহদাদে (স্বামীর জন্য শোক পালন) আছেন, তাদের জন্য ইদ্দত এ করনীয় সম্পর্কে কিছু উপদেশ এখানে সংকলিত হয়েছে। পাশাপাশি ইদ্দতকালীন সময়ে সচরাচর যে ভুলগুলো হয়ে থাকে তাও সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীল বোনদেরকে তাঁদের শোকপালনের মাধ্যমে রহম করুন। এবং সমস্ত সফলতাই শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে।

শারী'আহ অনুযায়ী ইহদাদ হচ্ছে বিধবা বোনদের জন্য সকল প্রকার সৌন্দর্য বর্ধক সামগ্রী ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখা যেমন অলঙ্কার, সুগন্ধি, রঙিন পোশাক ইত্যাদি। ইদ্দতকালীন অবস্থায় এটা সকল বিধবা বোনদের জন্য অবশ্য করনীয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "একজন নারী কারো জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করবে না শুধুমাত্র তার স্বামী ব্যতীত যার জন্য তার শোক পালনকাল হচ্ছে চার মাস দশ দিন। এ সময়ে তার জন্য রঙিন পোশাক পরিধান করা ঠিক না শুধুমাত্র সেটা ছাড়া যেটা তার মাসিককালীন রক্ত বন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়। তার জন্য সুর্মা বা যে কোন ধরনের সুগন্ধি লাগানো উচিত নয় শুধুমাত্র সেটা ছাড়া যেটা সে তার মাসিককাল শেষে গোসলের পর ব্যবহার করে, সামান্য পরিমাণে কাস্ট অথবা আয'ফার এর সাথে।" [উম্ম 'আতিয়্যাহ থেকে বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

ইবন হাযার মন্তব্য করেন, "ইমাম নববী 'কাস্ট অথবা আয'ফার' এর বর্ণনাতে বলেন, এই দুই ধরনের সুগন্ধিকে সেই সমস্ত জায়গায় ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে যেখানে রক্ত ছিল, যেন তা দুর্গন্ধ দূর করে দেয়, নিজেকে সুগন্ধ দ্বারা সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে নয়।" [ফাত্হ আল-বারি]

জয়নব বিনতে আবি সালামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী উম্ম হাবিবাহ رضي الله عنها এর পিতা আবু সুফিয়ান رضي الله عنه এর মৃত্যুর পর তাঁর সাক্ষাতে যান। তিনি কিছু হলুদ বর্ণের সুগন্ধি – খালুক (জাফরানের সংমিশ্রণ) অথবা অন্যকিছু- চাইলেন এবং এক বালিকাকে এটি দিয়ে সজ্জিত করলেন। অতঃপর তিনি তার গালের এক পার্শ্বে এটি দিয়ে স্পর্শ করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর শপথ আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন নারী যে আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের অধিক কারো মৃত্যুতে শোক পালন করবে, শুধুমাত্র তার স্বামী ব্যতীত যার শোকপালন কাল হচ্ছে চার মাস দশ দিন।" [বুখারী এবং মুসলিম এ বর্ণিত]

গর্ভবতী মহিলা যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তার ইদ্দতকাল হচ্ছে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত। যদিও সে বাচ্চা জন্ম দেয় জীবিত অথবা মৃত, প্রসবকাল পূর্ণ করে অথবা অপূর্ণ রেখে, প্রসূত বাচ্চা হোক সম্পূর্ণ অথবা ত্রুটিপূর্ণ। আল্লাহ جل جلاله বলেন, {গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত} [আত-তালাকঃ ৪]। ইবন আব্বাস এই আয়াত, {আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা} [আল-বাকারাহঃ ২৩৪] এর উপর মন্তব্য করে বলেন, "এই ইদ্দত হচ্ছে সেই সকল নারীদের জন্য যাদের স্বামী মারা গেছে শুধুমাত্র গর্ভবতী নারী ব্যতীত। সেক্ষেত্রে তার ইদ্দতকাল হচ্ছে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত।" [তাফসির ইবন আবি হাতিম]। এ ব্যাপারে কোন (খিলাফ) দ্বিমত নেই যেমন ইবনুল-কাইউম رحمه الله বলেন, "গর্ভবতী মহিলাদের ব্যাপারে আলেমগণের ঐক্যমত রয়েছে যে, তাদের বাচ্চা প্রসবের সাথে সাথে তাদের উপর ইহদাদকালীন বাধ্যবাধকতাও শেষ হয়ে যায় এবং তিনি বিয়ে করতে পারবেন, তার স্বামীর জন্যে নিজেকে সজ্জিত করতে পারবেন সুগন্ধি এবং সজ্জার মাধ্যমে, যেভাবে ইচ্ছা।" [যা'দ আল মা'আদ]।

ইদ্দতকালীন বোনদের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা অন্য কোন ধরনের অলংকার ব্যবহার করা যেমন হারাম ঠিক তেমনিভাবে হারাম হল

সুর্মা অথবা রং ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে নারীর স্বামী মারা গেল, সে জাফরান রঙে রঞ্জিত কাপড় বা লালমাটি দ্বারা রঞ্জিত কাপড় বা অলঙ্কার পরিধান করতে পারবে না; বা সে তার চুল রাঙাতে অথবা সুর্মা ব্যবহার করতে পারবে না।" [উম্ম সালামাহ থেকে আবু দাউদ ও আন-নাসা'ঈ বর্ণনা করেছেন]

একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন যে, "হে রাসূলুল্লাহ, আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে এবং সে তার চোখে ব্যথা হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে। আমি কি তার চোখে সুর্মা লাগাবো?" রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই থেকে তিন বার বললেন, "না" ।[উম্ম সালামাহ থেকে বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন]
ইবন আব্বাস رضي الله عنه বলেন, "যার স্বামী মারা গেছেন তাকে তিনি ﷺ সুগন্ধি এবং সজ্জা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বলতেন।" [মুসন্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ]

কাপড় রাঙ্গানোর ব্যাপারে, "যে সকল রং সজ্জার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না যেমন, কালো অথবা যে রং পোশাকের আবেদন কমানোর জন্যে ব্যবহার করা হয় অথবা বাহ্যিক আবয়াব ঢাকার উদ্দেশ্যে যেটা ব্যবহার করা হয়-সেটা নিষিদ্ধ নয়"।[যা'দ আল মা'আদ – ইবনুল কাইয়ুম]। ইবনুল মুনযির (رحمه الله মৃত্যুঃ ৩১৯ হিজরি) বলেন যে, ইমাম মালিক এবং আশ-শাফি'ই উভয়েই ইহদাদকালীন নারীদের জন্য কালো রং পরিধান করা গ্রহণযোগ্য মনে করতেন "কারণ এটি সজ্জার জন্যে নয় বরং শোক প্রকাশে পরিধান করা হয়ে থাকে।" [নায়লুল- আওতার – আশ-শাওকানি]। এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

শোকপালনকারী বিধবাগণ তাদের ইদ্দতকাল সে বাড়িতে সম্পন্ন করবেন যে বাড়িতে তিনি অবস্থান করছিলেন যখন তার স্বামী মারা যান, যদিও সেটা তার নিজ অথবা ভাড়া করা বাড়ি হয়। আবু সা'দ আল-খুদরি رضي الله عنه এর বোন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বনি খুদ-রাহ থেকে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে যেয়ে বলেন যে, তার স্বামী পলাতক কিছু দাসদের সন্ধানে বের হলে যখন তিনি তাদের সন্ধান পান, তখন তারা তাকে হত্যা করে । তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আমার নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাই কারণ আমার স্বামী আমার জন্যে কোন বাড়ি অথবা ব্যয় করার জন্য কোন অর্থ রেখে যাননি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দেন কিন্তু যখন তিনি স্থান ত্যাগ করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, "তুমি কি জিজ্ঞাসা করেছিলে?" সে পুনরায় তার স্বামীর ঘটনা বললে তিনি বলেন, "যেই গৃহে তুমি তোমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পাও সেই গৃহে অবস্থান কর যতক্ষণ না নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়।" তিনি বললেন, "সুতরাং আমি সেই গৃহে আমার ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করি ।" তার বর্ণনাতে আরও আসে, "পরবর্তীতে যখন 'উসমান رضي الله عنه এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন [তাঁর খিলাফত কালীন সময়], আমি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করি; তখন তিনি এর উপর অটল থাকেন এবং এ বিধান অনুসারে ফায়সালা দিতেন।" [চার সুনানে বর্ণিত এবং আত-তিরমিযি, ইবনে হিব্বান এবং আল হাকিম একে সহীহ বলে ঘোষণা করেন]

আত-তিরমিযি বলেন, এটি হাসান সহীহ এবং সাহাবাগণের মধ্যে অধিকাংশ উলামা এবং অন্যান্যরা এ অনুযায়ী চলেছেন। তারা ইদ্দতকালীন বিধবাগণকে তাদের স্বামীর বাড়ি ইদ্দত শেষ হাওয়ার পূর্বে ত্যাগ করার অনুমতি দিতেন না। এটি ছিল সুফিয়ান আস-সাওরি, আস-শাফি'ই, আহমেদ এবং ইসহাক এর মতামত।

সুতরাং এই হাদিস প্রমাণ করে যে, শোকপালনকারী বিধবাগণ অবশ্যই সেই বাড়িতে অবস্থান করবেন যেই বাড়ীতে তিনি তার স্বামীর সাথে থাকতেন। এটিই অধিকাংশ আলেমগণের মতামত। উসমান-ইবন-আফফান -হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফা- এভাবেই তার শাসনামলে মুহাজির এবং আনসারগণের উপস্থিতিতে শাসন করেছেন। এছাড়াও এটিই ছিল দ্বিতীয় হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফা 'উমর এবং তাঁর ছেলের মতামত, একই সাথে ইবন মাস'উদ এবং অন্যান্য সাহাবাগনেরও মতামত এটিই ছিল। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হউন।

তথাপি কোন বিধবা মহিলা যিনি শোক পালন করছেন, তার জন্যে নিজ গৃহ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া হারাম শুধুমাত্র যৌক্তিক কারণ ব্যতীত যেমনটি ইবন কুদামাহর বর্ণনায় এসেছে, যিনি বলেন, "যদি তিনি ঘর ভেঙে যাওয়ার অথবা ঘরে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা করেন, শত্রু অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বাড়ীর মালিক তাকে অন্যত্র অপসারণ করতে চায় যেমন, তাকে বাড়ী ভাড়া দিয়ে পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, অথবা বাড়ীর লিজ শেষ হয়ে যায় অথবা বাড়িওয়ালা অন্যায়ভাবে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে চায় অথবা নতুন করে আর লিজ দিতে চায় না, অথবা চলতি ভাড়া থেকে বাড়তি ভাড়া দাবি করে অথবা তিনি নিজ সম্পত্তি থেকে ব্যয় করা ব্যতীত বাড়ী ভাড়া বহন করতে অসমর্থ হন তাহলে তিনি বাড়ী ছাড়তে পারবেন যেহেতু এ সমস্ত পরিস্থিতি যৌক্তিক এবং তার (নিজ সম্পত্তি থেকে) বাড়ী ভাড়া প্রদানেরও প্রয়োজন নেই, যেহেতু তার উপর বাধ্যবাধকতা হচ্ছে শুধু ওই গৃহে অবস্থান করা, এর দখল নেয়া নয়। যদি তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করতে অসমর্থ হন (উপরে বর্ণিত কারণে) তবে তার উপর এ বাধ্যবাধকতা থাকে না।" [আল-মুগনি]

এবং শোকপালনকারী বিধবা নারী যখন তার ইদ্দতকাল তার স্বামীর গৃহে অতিবাহিত করেন, তার কোন বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন থাকলে তিনি তা দিনের বেলায় সম্পন্ন করতে পারেন কেননা রাত হচ্ছে সেই সময় যা সন্দেহকে বৃদ্ধি করে। কিন্তু যদি তিনি এমন কাউকে পান যিনি তার উপার্জন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দিতে পারেন, তাহলে তার জন্যে উত্তম স্থান হচ্ছে তার নিজ গৃহ । তিনি যখন কোন প্রয়োজনে বাইরে যাবেন তার অবশ্যই সন্ধ্যার (মাগরিব) আগে বাড়ীতে ফিরতে হবে এবং অবশ্যই নিজ বাসা ছাড়া অন্য কোথাও ঘুমাবেন না।

ইবন উমর رضي الله عنه বলেন, "কোন ইদ্দত কালীন নারীর জন্য – হোক সেটা মৃত্যু অথবা তালাক জনিত কারণে -এক রাতও তার নিজ গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করা ঠিক নয়।" [মুসান্নাফ আব্দির রাজ্জাক]।

এবং যখন ইবনে উমরের رضي الله عنه মেয়ে তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার কারণে ইদ্দতকালীন অবস্থায় ছিল, তিনি দিনের বেলা তাঁর পরিবারে বেড়াতে যেতেন এবং কথা বলতেন, কিন্তু রাত হলে তিনি তাকে বাসায় চলে যেতে বলতেন।" [মুসান্নাফ আব্দির-রাজ্জাক]

অনুরূপভাবে, হামদান এর কিছু সংখ্যক নারী যাদেরকে তাদের স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছিল, তারা ইবন মাস'উদ رضي الله عنه কে বলেন, "আমরা খুবই একাকীত্ব অনুভব করছি।" তাই তিনি তাদেরকে বলেন, "দিনের বেলায় তোমরা একত্রিত হও এবং রাতের পূর্বে অবশ্যই প্রত্যেকে নিজ গৃহে ফিরে যাবে।" [মুসান্নাফ আব্দির-রাজ্জাক]। অবশ্যই এধরনের মিলিত হওয়াকে সাধারণ নিয়মের পর্যায়ে নেয়া যাবে না যাতে এই আয়াতের অনুসরণ করা যায়, {তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে} [আল আহযাবঃ ৩৩]। এ ধরনের মিলিত হওয়া অবশ্যই সকল প্রকার গল্পগুজব, পরনিন্দা এবং অন্যান্য পাপাচার থেকে মুক্ত হতে হবে। এবং শোকপালনকারী বিধবাগণ অবশ্যই তার ইহদাদকালীন করনীয় সেখানেও অনুসরণ

করবেন। এধরনের সাময়িক মিলিত হওয়া কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে হওয়া উচিৎ যেমন ইবাদত, দ্বীন শিক্ষা অথবা পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে।

শোকপালনকারী বিধবাগণের মনে রাখা উচিৎ হবে যে, মুসলিমাহগণ -হোক বিধবা অথবা সধবা- মাঝে মধ্যে এবং ভালো কারণ ছাড়া ঘর ছেড়ে বাইরে যান না। আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ সমস্ত মুসলিমাহদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, {তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।} [আল আহযাবঃ ৩৩]। ইবন কাসির বলেন, "তাঁর বানী, {তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে} এর অর্থ হচ্ছে, গৃহে অবস্থান করা এবং কোন কারণ ব্যতীত বাইরে না যাওয়া"। এই আয়াত সাধারণভাবে সকল মুসলিমাহদের প্রতি। তাহলে শোকপালনকারী বিধবাগণের জন্য এটা কতটা অনুকরণীয়?

বিভিন্ন মাজহাবের অনেক আলেমগণও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ইবনে আব্দিল-বার আল-মালিকি বলেন, "এটা ইদ্দতকালীন নারীর -হোক সেটা তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য অথবা তালাক এর জন্য- জন্য বাধ্যতামূলক যে তিনি তার নিজ গৃহে শয়ন করবেন। ...তার উপার্জনের প্রয়োজনে তিনি দিনের বেলায় বাইরে যেতে পারেন তবে সূর্যাস্তের পূর্বে তার ঘরে ফেরার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্যে নিজ ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও শয়ন করার কোন অনুমতি নেই। যদি তিনি ইদ্দতকালীন অবস্থায় কোন রাত বাইরে অতিবাহিত করেন তবে তিনি তার কৃতকর্মের জন্যে গুনাহগার হবেন।" [আল-কাফি]

আন-নববী আশ-শাফি'ই বলেন, "শোকপালনকারী বিধবাগণ উপার্জনের প্রয়োজনে দিনের বেলায় বাইরে যেতে পারবেন...কিন্তু তার অবশ্যই ঘরে ফিরতে হবে এবং সেখানে শয়ন করতে হবে।" [রাওদাত আত-তালিবিন]

ইবনে কুদামাহ আল-হাম্বলীও এ প্রসঙ্গে বলেন যে, শোকপালনকারী বিধবাগণ "দিনের বেলায় উপার্জনের প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারেন" কিন্তু "তিনি তার বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও ঘুমাতে পারবেন না। তিনি অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতীত রাতে বাইরে বের হতে পারবেন না কারণ রাত হচ্ছে সেই সময় যা ফিতনার সন্দেহকে বৃদ্ধি করে যা দিনের বেলায় করে না। দিন হল উপার্জন করার, বাজারে যাওয়ার এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করার সময়। [আল- মুগনি] অপর একটি বিষয় যেটা অনেক বোনরাই মুখোমুখি হন, তা হলো তাদের স্বামী অতিক্রান্ত হলে ইদ্দতকালীন অবস্থায় "বিয়ের প্রস্তাব" পান। কোন প্রকার প্রশ্ন ব্যতিরেকেই, কোন পুরুষের জন্য এটা হারাম যে তিনি কোন মহিলাকে তার ইদ্দতকালে সরাসরি প্রস্তাব করবেন, যেহেতু আল্লাহ বলেন, {আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা করো না। আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।} [আল-বাকারাহঃ ২৩৫]।

নিষিদ্ধ সরাসরি প্রস্তাব -যেভাবে সালাফদের আথার থেকে বর্ণিত হয়েছে- হচ্ছে, ইদ্দতকালীন কোন বিধবাকে কোন পুরুষ বলল যে "চল বিয়ে করি"। গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবনার উদাহরণ এরকম হতে পারে যে, তিনি তার ইচ্ছার কথা অন্য কোন বোনের মাধ্যমে ইদ্দতপালনকারী বোনের সামনে আলোচনার আকারে এভাবে উপস্থাপন করতে পারেন যে, "উমুক ভাই বিয়ের জন্যে তোমার মত একজন ভাল বোনের সন্ধান করছেন। আল্লাহ তাকে একজন ভাল স্ত্রী দান করুন।"

এখানে বোনরা ইদ্দতকালীন অবস্থায় সচরাচর যে সকল ভুলত্রুটি করে থাকেন তার কিছু উল্লেখ করা হল। প্রথম এবং সবচেয়ে ভুল হলো, তারা রাতের বেলা ঘর ছেড়ে বাইরে যান, এমনকি কোন প্রয়োজন ছাড়াই, যার ব্যাপারে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও তিনি তার গর্ভধারণের প্রথম মাসে ইদ্দত শুরু করেন, তার উচিত হবে ইদ্দতকালীন সময় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নির্দেশের উপর অনড় থাকা, তা যতই দীর্ঘ সময় হোক না কেন। আল্লাহর নির্ধারিত পরীক্ষা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করার চেষ্টা তাকে করতে হবে এবং জেনে রাখা উচিত যে, পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বেশি।

দ্বিতীয় যে ভুল তারা করেন তা হল, বিয়েতে বা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করা। কিছু শোকপালনকারী বোন বলে থাকেন, "আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে কোন ধরনের সাজসজ্জা ছাড়াই যোগ দিই।" সমস্যা হল যে, শুধুমাত্র ইদ্দতকালীন অবস্থায় কোন বিধবা বোনকে বাড়িতে থাকার মূলনীতি অনুসরণ করা ছাড়াও, তাকে স্বামী বিয়োগের শোককে প্রতিফলিত করা উচিত। একারণেই কেমন করে একজন শোকপালনকারী বিধবা বোন বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন যেখানে আনন্দ ফুর্তি করাই হচ্ছে এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য যদিও তিনি নিজে সাজসজ্জা থেকে বিরত থাকেন?!

তৃতীয় যে ভুল সচরাচর শোকপালনকারী বিধবাগণ করে থাকেন, তা হল কোন পুরুষের সাথে বিয়ের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া, যখন সে তার ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পর তাকে বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করে থাকে। এটা ভুল যা পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে প্রতীয়মান [বাকারাহঃ২৩৫]।

চতুর্থ হচ্ছে যে, কিছু মহিলারা তাদের ইহদাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন, বাকী জীবন পুরোটাই শোক পালন করে কাটান! একজন নিজেকে এটা দিয়ে স্মরণ করাতে পারেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ﷺ ও মৃত্যু বরন করেছেন এবং উম্মুল মুমিনিনগণ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ এ ধরনের শোকাবৃত জীবন যাপন করেননি। অনুরূপভাবে, সাহাবীগণও মারা গেছেন কিন্তু তাদের কোন স্ত্রী এ ধরনের অতিরিক্ত শোকযাপন করেছেন বলে কোন সনদ পাওয়া যায় না, যেমনটি আজকের দিনে কিছু মহিলারা করে থাকেন, ঘরে আবদ্ধ হয়ে সকল ধরনের সাজসজ্জা অথবা সুগন্ধি ব্যবহার ত্যাগ করে দেন! এটা জাহিলিয়াতের মহিলাদেরকেও ছাড়িয়ে যায় কারণ তারা শুধুমাত্র এক বছরের জন্যে সাজসজ্জা পরিত্যাগ করতো।

এবং সর্বশেষ বিষয়টি হচ্ছে শোকপালনকারী বিধবাগণের মুসলিম ভাইদের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, {মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু} [আল-হুজুরাতঃ ১২]। সুতরাং কোন শোকপালনকারী বোনকে দিনের বেলায় বাড়ীর বাইরে দেখে অযথা খারাপ ধারণা করা কোন ভাইয়ের উচিত হবেনা, অন্যের কাছে তার ব্যাপারে নিন্দা করা অথবা অন্য মহিলাদেরকে তার ব্যাপারে সমালোচনা করতে দেয়া ঠিক হবে না। বরং উচিত হবে তার ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করা এবং তাকে সন্দেহের পরিবর্তে তার উপকার করা। এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল্লাহ সমস্ত শোকপালনকারী বোনদেরকে ঈমান এবং পূর্ণ আনুগত্যে ইদ্দত পালন করার শক্তি দান করুণ। এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মোহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল সাহাবীগণ এর উপর।

ALHAYAT

নির্বাচিত সেরা ১০

৩০ রাবি' আল-আউয়াল

দাওলাতুল ইসলামের উলাইয়াত সমূহ হতে প্রকাশিত সেরা ১০ ভিডিও

১ম

عزم الكماة 2

দুঃসাহসিকদের প্রত্যয়: ২



উলাইয়াত আল-আনবার

২য়

ترهبون به عدو الله وعدوكم

অতঃপর আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনদের সন্ত্রস্ত করো



উলাইয়াত হিমস

৩য়

بل أحياء عند ربهم

বরং, তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট রিজিকপ্রাপ্ত



উলাইয়াত আর-রাক্কাহ

৪র্থ

ناسفو العروش 2

সিংহাসনের বিস্ফোরণ ২



উলাইয়াত আল-আনবার

৫ম

ديوان الدعوة والمساجد

মসজিদ এবং দাওয়াহ বিষয়ক দিওয়ান



উলাইয়াত নাইনাওয়া

৬ষ্ঠ

ثباتٌ لا تراجع 3

দৃঢ়তা, পৃষ্ঠ প্রদর্শন নয়

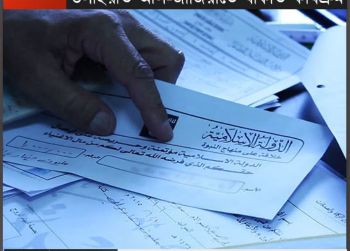


উলাইয়াত সালাহউদ্দিন

৭ম

الزكاة في ولاية الجزيرة

উলাইয়াত আল-জাজিরাতে যাকাত কার্যক্রম



উলাইয়াত আল-জাজিরাহ

৮ম

إن القوة الرمي

নিক্ষেপেই শক্তি



উলাইয়াত দক্ষিণ বাগদাদ

৯ম

وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار

আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে



উলাইয়াত দামেস্ক

১০ম

هم العدو فاحذرهم 3

তারা শত্রু, তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন



উলাইয়াত আর-রাক্কাহ

তবুও কি তারা কোরআন অনুধাবন করবে না



{আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে [যুদ্ধ করতে] উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।} [আন নিসা: ৮৪]

আল কুরতুবি এই আয়াতের ব্যাপারে তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেন, "আয-যাজ্জাল বলেন, 'আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ – কে জিহাদের আদেশ করেছেন যদিও তাঁকে একাই লড়াই করতে হয়, কারণ আল্লাহ তাঁকে সাহায্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।' ইবনে আসিয়্যাহ বলেন, 'এটা এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ, কেননা এরকম কিছুই বলা হয়নি যে, কোন সময়ে তাঁর একার উপর যুদ্ধ আবশ্যিক হয়েছে অথচ তা গোঁটা উম্মাহর উপর আবশ্যিক হয় নি। তাই এর অর্থ হলো -এবং আল্লাহই ভালো জানেন- তাঁকে উদ্দেশ্য করে যা বলা হয়েছে তা মূলত প্রত্যেকের জন্যই শিক্ষাস্বরূপ, আর তা হলো; "এই বিবৃতি তোমার প্রতি, হে মোহাম্মাদ! আর তোমার উম্মতের প্রত্যেকের প্রতি, {আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন!} এবং এ কারণেই

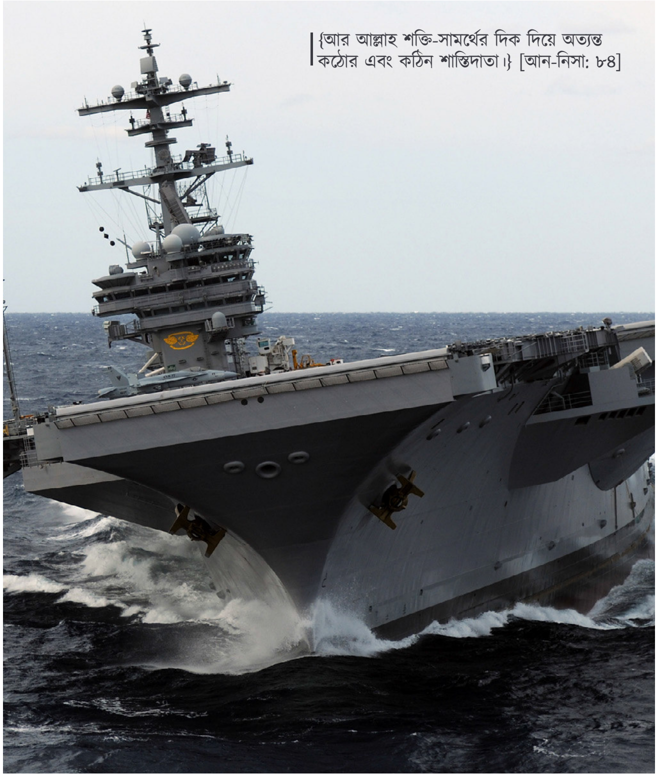
প্রত্যেক মু'মিনগণের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অবশ্যপালনীয়, যদি তাকে তা একাই করতে হয় তবুও। এ বিষয়ে নবী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যদি আমি একাও হয়ে থাকি।' [আল মিশওয়ার এবং মারওয়ান হতে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন]। এ ছাড়াও যখন প্রচুর পরিমাণে রিদ্দাহ সংগঠিত হয়েছিল, তখন আবু বকর বলেছিলেন, 'এবং যদি আমার ডান হাত আমার বিরোধিতা করে তবে আমি আমার বাম হাতের দ্বারা এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করব।'

আল ক্বুরতুবি এবং তাঁর সাথে অন্যান্য মুফাসসিরিনদের বিবৃতি হতে এটাই পাওয়া যায় যে, মু'মিনদের উপর যে দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে তা কতো গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর কালিমা -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই পথে সংগ্রাম করার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কারো একাই বেরিয়ে পড়া এবং নিজে যুদ্ধ করে তা অর্জন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাও থাকে, তবুও তাকে এটাই করতে হবে। এভাবে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ -কে এবং মু'মিনগণের প্রত্যেককেই এটা স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রত্যেকেই তাঁর নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাই তাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এবং অন্যান্য লোকেরা কি করছে তার উপর নির্ভর করে সে "আল্লাহর রাস্তায় হিজরত এবং জিহাদ করবে কি না" এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ নয়। অথবা আল্লাহর শত্রুদের উপর আঘাত হানার ব্যাপারে তার দ্বিধা করা উচিৎ নয় যখন এটা তার সাধ্যের মধ্যে হয়ে থাকে, এমনকি যদি সে সম্পূর্ণ একাও হয়ে থাকে।

আল্লাহর এই বিবৃতি {আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন} -এর ব্যাপারে ইবনে কাসির, ইবন আবি হাতিমের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন, যেখানে আল বারা ইবনে আযিব কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যদি একজন মানুষ একশত শত্রুর মুখোমুখি হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে কি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, {তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না?} [সুরা বাকারাহহ: ১৯৫]। তখন তিনি উত্তর দেন, আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -কে বলেন, {আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন!}।"

তাই মু'মিনগণের উচিৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা যদি সে একাও হয়ে থাকে এবং অন্যদের জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য উদ্দীপ্ত করা। তার উচিৎ নয় লোকস্বল্পতার দরুন মনোবল হারিয়ে ফেলা এবং এটা বুঝা উচিৎ যে, ভালো কাজের পুরষ্কার অনেক গুণে বাড়ে যখন সেই কাজ করতে হয় বড় বাধাকে অতিক্রম করে; ব্যাপারটি ঠিক এরকম যে, যখন কোন একজন ব্যক্তি কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর পাশে কাউকে না পাওয়ার পরেও বীরত্বের সাথে সামনে অগ্রসর হয় এবং আল্লাহর শত্রুদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত আয়াতের তাফসিরে আল ক্বুরতুবি আল্লাহর বিবৃতি {শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন।} সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, "আল্লাহ বাদর আস-সুগরাতে (ছোট বদর) মুশরিকদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছিলেন যার দরুন তারা



যুদ্ধ না করেই ফিরে যায় যদিও তারা আল্লাহর নবী ﷺ -এর সাথে পূর্বে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে তারা যুদ্ধ করবে[১]"... এছাড়াও আল্লাহ মু'মিন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছিলেন যেদিন মুশরিকরা প্রতারণা করতঃ সুযোগ নিতে চেয়েছিল। ফলে মু'মিনগণ তাদের কূটচাল বুঝতে পারেন এবং অভিযান চালিয়ে তাদের বন্দি করেন এবং এ ঘটনা ঘটে মূলত তাদের মধ্যে কূটনীতিকভাবে একটি মধ্যস্থতায়[২] আসার সময়। আল্লাহর এই বিবৃতিতে এটাই বুঝানো হয়েছে {এবং তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবারিত করেছেন} [আল ফাতহঃ ২৪] এবং আল্লাহ তাদের দলগুলোর অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিলেন (খন্দকের যুদ্ধে) এবং তারা কোন হত্যা বা যুদ্ধ ছাড়াই প্রস্থান করেছিল। যেমন তিনি جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {এবং আল্লাহ মু'মিনগণকে যুদ্ধ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন}। একইভাবে ইহুদীরাও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই তাদের বাসস্থান এবং সম্পদ (আল মাদিনার নিকট) রেখে চলে যায়। এভাবে আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ মু'মিনগণের থেকে সমস্ত রকম শক্তিকে নিবারিত করেছিলেন, এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছিল এবং অপমান ও আত্মসমর্পণের সাথে জিযিয়া চুক্তিতে রাজী হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ মু'মিনগণের থেকে তাদের শক্তিকে নিবারিত করেছিলেন।"

১ ছোট বদর বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরাইশদের মধ্যে চুক্তিকৃত এক যুদ্ধের বিষয়ে বলা হচ্ছে যা ভয়াবহ বদর যুদ্ধের দুই বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবীগণ বদরে তাঁবু গেড়েছিলেন এবং শত্রুপক্ষের অপেক্ষায় ৮ দিন অপেক্ষা করেছিলেন। মুশরিকরা বদর অভিমুখে 'মার আয-যাহরান' নামক ভূমিতে পৌঁছালে সেখানে থেমে যায় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যাবে। আর তা হয়েছিল ভয়ের কারণে।

২ এটি একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করছে যা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য মক্কার বাইরে অবস্থান করছিলেন। কুরাইশদের অতি-উৎসাহী যুবকেরা বুঝতে পারলো যে, তাদের নেতারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে চুক্তি করতে যাচ্ছে। তখন তারা এই সন্ধি বানচাল করার চক্রান্ত করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল রাতের আঁধারে মুসলিমদের শিবিরে গোপনে প্রবেশ করবে ফলে মুসলিমগণ তার ব্যবস্থা নেবে এবং যুদ্ধ লেগে যাবে। তাদের মধ্য হতে প্রায় সত্তর কিংবা আশি জন আত-তামিম পাহাড় থেকে মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার লক্ষ্যে এগুতে থাকলো। কিন্তু তারা মুসলমানদের পাহারায় নিয়োজিত সেনাপতি মোহাম্মাদ ইবন মাসলামার হাতে ধরা পড়ে যায়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মুক্ত করে দেন যাতে সফলভাবে সন্ধি সম্পন্ন হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, {তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর।} [সুরা ফাতহ: ২৪]

ই কথাগুলো মু'মিনগণের জন্য চিরস্মরণীয় শিক্ষাস্বরূপ, তা হলোঃ কাফেররা যতই শক্তিশালী হোক না কেন সেটি কোন বিষয় নয়, আল্লাহ তাদের শক্তিকে দমিয়ে রাখতে এবং মু'মিনগণের ক্ষতি করা থেকে নিবারিত রাখতে সক্ষম। এবং তিনি এটি নানাভাবে করতে পারেন, যেমন তাদের ভিতরে অনৈক্যের বীজ বপনের দরুন অথবা তাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হবে যাতে তাদের পক্ষে মু'মিনদের উপর সর্বাত্মক যুদ্ধ[৩] শুরু করা অসম্ভব হয়ে যাবে। অথবা যখন তারা তাদের সমস্ত শক্তি দ্বারা আক্রমণ করবে তখন তিনি جَلَّ جَلَالُهُ তাদের মাঝে অন্তরায় হয়ে যাবেন এবং তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করবেন, যা কখনো চিন্তাও করা যায় না। {আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না} [সুরা মুদাসসির:৩১]

অনুরূপভাবে, উম্মাহ কতটা দুর্বল অবস্থায় রয়েছে সেটিও কোন বিষয় নয়, কেননা আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের বিজয় দান করতে সক্ষম, যেহেতু তাঁর সকল বিষয়ের উপরই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

শত্রুপক্ষের তুলনায় মুসলিম বাহিনীর দুর্বলতা কখনই জিহাদ না করা কোন অজুহাতই হতে পারে না, কারণ {আল্লাহ তার কার্যের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান} [ইউসুফঃ ২১]। আর এভাবেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাহায্য করবেন এবং তাদের এমন দলের উপর বিজয় দান করবেন যারা বাহ্যত তাঁদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই পার্থক্যের উপর মূলত কিছুই নির্ভর করে না যেহেতু {বস্তুতই শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল} [আন-নিসাঃ ৭৬] এবং { আল্লাহর হুকুমে, কত সামান্য দল বড় দলের বিপক্ষে জয়ী হয়েছে} [আল-বাক্বারাহ: ২৪৯] তাই এটা বুঝতে মু'মিনগণের আর কত নিশ্চয়তা প্রয়োজন যে, বিজয় তাদের জন্যই নির্ধারিত এবং তাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে; শুধু সামনে অগ্রসর হওয়া এবং তা (বিজয়) তালাশ করা! এটি এমন একটি শিক্ষা ছিল যা বনী ইসরাইল উপলব্ধি করতে পারেনি যখন মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ তাদেরকে আদেশ করেছিলেন সামনে অগ্রসর হতে এবং ঐ ভূমির অধিকার নিতে যা আল্লাহ তাদের নির্ধারিত করেছিলেন, তারা শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড শক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদ না করার অজুহাত হিসেবে পেশ করেছিল। {হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনো সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব} [সুরা মায়েদাহ: ২১-২২]। আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর জন্য জিহাদে অংশ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় তা তাদেরকে শাস্তির দিকে পরিচালিত করল। যার দরুন তাদের জন্য পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ৪০ বছর পর্যন্ত তারা যাযাবর হয়ে উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরে বেড়িয়েছিল। {আল্লাহ বললেনঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।} [আল মায়েদাহ : ২৬]

সুতরাং মুসলিমদের অবশ্যই আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বরং আরও বেশি সতর্ক হতে হবে পরাজিত মনোভাবসম্পন্ন "আলেমদের" যুক্তিহীন অজুহাতকে গ্রহণ করার ব্যাপারে, যাদের দাবি হলো উম্মাহ এতই দুর্বল যে জিহাদ করতে পারবে না। আর এই যুক্তি দাওলাতুল ইসলামের মাধ্যমে দিন দিন শুধু মিথ্যাই প্রমাণিত হয়ে চলেছে।

আল্লাহ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনুন এবং তাদেরকে জিহাদের পথে পরিচালিত করুন।

৩ বর্তমান সময়ের একটি উদাহরণ হলো, খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ক্রুসেডারদের ময়দানে আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। এভাবে আল্লাহ ক্রুসেডারদের ক্ষমতাকে নিবারিত করেছেন এবং দাওলাতুল ইসলামকে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যখন ক্রুসেডাররা মুরতাদদেরকে চিকিৎসা, ঘুষ ও প্রশিক্ষণ দিতে ব্যস্ত যাতে মুরতাদরা ক্রুসেডারদের হয়ে যুদ্ধ করে। আর তাদের প্রচেষ্টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল প্রমাণিত হচ্ছে।


{শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন।}[আন-নিসা: ৮৪]



অব্যাহতি
নিষ্প্রয়োজন
WAR AGAINST ISLAM
ALHAYAT
বাংলা
পাওয়া যাচ্ছে
FRANÇAIS
ENGLISH
TÜRKÇE
العربية

আর-রাফিদা
ইবন সাবা’ থেকে আদ-দাজ্জাল







তাবেঈ আশ-শাবি رَحِمَهُ ٱللَّهُ (মৃত্যু ১০৪ হিজরি) বলেন, "আমি তোমা -দের পথভ্রষ্ট প্রবৃত্তির অনুসারীদের থেকে সতর্ক করছি, যার মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে রাফিদারা, তারা হল এই উম্মতের ইহুদীদের ন্যায়। যার মধ্যে কিছু ইহুদী হলো তারা, যারা প্রতারণা করে ইসলাম গ্রহণ করে তাদের পথভ্রষ্টতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, যেমন ইহুদী পল তার পথভ্রষ্টতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য খ্রিষ্টান হওয়ার ভান করেছিল, এই উদ্দেশ্যে যে ইহুদীরা বিজয়ী হবে। রাফিদারা ইসলামকে ঘৃণা করে যেমন ইহুদীরা ঘৃণা করে খ্রিষ্ট ধর্মকে। তারা আল্লাহকে পাবার আশায় অথবা তাঁর ভয়ে ইসলামে প্রবেশ করেনি, বরং ইসলামের অনুসারীদের সাথে বিদ্বেষের কারণে এবং তাদের অনিষ্ঠ করার জন্য ইসলামে প্রবেশ করেছিল। তাদের প্রার্থনা তাদের কান অতিক্রম করে না। প্রকৃত পক্ষে আলী তাদেরকে জীবিত পুড়িয়ে ছিলেন এবং তাদেরকে ভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তাদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা' ছিল একজন ইহুদী (সানা'র ইহুদী) এবং তাকে সাবাত এ বিতাড়িত করা হয়েছিল।"

তিনি আরও বলেন, "প্রকৃতপক্ষে রাফিদাদের উপসর্গ ইহুদীদের উপসর্গের মতই। ইহুদীরা বলে যে, রাজপদ পাওয়ার যোগ্য একমাত্র সেই ব্যক্তি যে দাউদের বংশধর। রাফিদারা বলে রাজপদ পাওয়ার যোগ্য একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আলীর বংশধর। ইহুদীরা বলে মসীহ'র ডাক আসার আগে এবং আসমান থেকে একটি তলোয়ার নেমে আসার পূর্বে কোন জিহাদ নেই। রাফিদারা বলে যে, ততদিন পর্যন্ত কোন জিহাদ নেই যতদিন না মাহদীর ডাক আসবে এবং আসমান থেকে ঘোষণা আসবে যে "তাকে অনুসরণ কর"। ইহুদীরা তাওরাতকে বিকৃত করেছিল। রাফিদারাও একই কাজ করেছে, কোরআনকে বিকৃত করে। ইহুদীরা সত্যনিষ্ঠ নয় যখন তারা ঈমানদারদের সালাম বলে, বরং তারা বলে, "তোমাদের উপর সাম বর্ষিত হোক" আর সাম মানে হচ্ছে মৃত্যু। রাফিদারাও একই রকম। ইহুদীরা অন্য সকলের সম্পদকে হালাল মনে করে, যা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বর্ণনা করেন, {অশিক্ষিতদের (আরবদের) ব্যাপারে আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই} [আলে ইমরান: ৭৫]। রাফিদারাও একইভাবে মুসলিমদের সম্পদকে হালাল মনে করে। ইহুদীরা মুসলিমদের রক্ত হালাল বলে বিবেচনা করে। রাফিদারাও একইভাবে তা হালাল মনে করে। ইহুদীরা মানুষের সাথে প্রতারণাকে হালাল বলে বিবেচনা করে, একইভাবে রাফিদারাও। ইহুদীরা জিবরাঈলকে ঘৃণা করে এবং বলে সে হচ্ছে ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের শত্রু। রাফিদারাও একই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই অপবাদ দেয় যে, জিবরাঈল ভুলক্রমে আলী رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ কে পরিত্যাগ করে মোহাম্মাদ ﷺ এর উপর ওহী নাযিল করেছে।" [১]

এটা হচ্ছে সেই বাস্তবতা যার উপর কোনও সন্দেহ নেই। ইহুদী এবং রাফিদারা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। রাফ্দ (শিয়া মতবাদ) ধর্ম একজন ইহুদীর -ইবনে সাবা'- চক্রান্ত ব্যতীত কিছুই না, যে ছিল তার পূর্বপুরুষ পলের অনুসারী, যে (পল) দুষিত ও বিকৃত করেছিল মসীহ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ এর পবিত্র ধর্ম, যা খ্রিষ্টানদেরকে পলের গোমরাহী, ক্রুশ, আদি পাপ, অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, প্রভুত্ব, ঈশ্বরের পুত্র এবং মসীহা عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ এর দেবত্ব এবং এন্টিনমিয়ান মতবাদ (মুসা عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ এর উপর নাযিল হওয়া বিধান পরিত্যাগ করা)।

১ আশ-শাবির বিভিন্ন বিবৃতি আল-খাল্লাল এর "আস-সুন্নাহ" আল-লালিকাই এর "শারিহ উসুল আল-ইতিকাদ" এ, ইবনে তাইমিয়্যাহ এর "মিনহাজ আস সুন্নাহ" এবং অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে সাবা সেই ইহুদী পল এর ন্যায় ইসলামকে ঘৃণা করত এবং দেবপূজা, লর্ডশিপ এবং আলী ইবনে আবু তলিব رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ এর দ্বিতীয় আগমনের মত নতুন ধ্যান ধারণা দ্বারা মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করার এবং দ্বীনকে দুষিত করার আকাঙ্ক্ষা করল। একই সময়ে চেষ্টা চালায় মুসলিমদের সারির মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার, ন্যায়পরায়ণ খালিফাহ উসমান رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ এর বিরুদ্ধে উস্কানি চালু রাখে যতদিন না উসমানকে হত্যা করা হয়। উসমানের হত্যা আরও অনেক মুসলমানদের হত্যার দিকে পরিচালিত করে এবং পরবর্তীতে উত্থান হয় খাওারিজদের, যারা হত্যা করে আলীকে رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ যাকে ইবনে সাবা একবার আল্লাহ বলে দাবি করেছিল।

তার সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, "রাফ্দ ধর্ম প্রথম আবিষ্কার করে জিন্দিক মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। পল -সেই খ্রিষ্টানদের বিকৃত কিতাবের লেখক- যেভাবে ধর্মের বাইরের প্রথা ঢুকিয়ে খ্রিস্টান ধর্মকে বিকৃত করেছিল, সেও (ইবনে সাবা') চেয়েছিল ইসলামকে বিকৃত করতে। পল ছিল একজন ইহুদী যে ভণ্ডামি করে খ্রিষ্টান সেজেছিল যাতে ধর্মকে বিকৃত করা যায়। ইবনে সাবাও একজন ইহুদী ছিল এবং তারও উদ্দেশ্য ছিল একই। সে কঠোর চেষ্টা চালিয়েছিল মিথ্যা প্রচার করে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিকৃত করতে। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছিল। যদিও কিছু বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সংগঠিত হয়েছিলো মুসলমানদের মাঝে, যে দ্বন্দ্বে উসমান رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ কে হত্যা করা হয়। তারপরেই এই ফিতনার প্রকাশ পায়।"

আত-তাবারি رَحِمَهُ ٱللَّهُ তাঁর তারিখ কিতাবে বলেন, "ইবনে সাবা উস -মানের খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারপর সে মুসলিম ভূমি সমূহে ভ্রমণ করতো, মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাতো। সে শুরু করে আল-হিজাজ থেকে, তারপর আল-বাসারাহ, তারপর আল-কুফা, অতঃপর আশ-শাম। সে তার চক্রান্ত শামের মানুষের মাঝে চালু করতে সক্ষম হয় নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে। তারপর সে মিশরে চলে যায় এবং এর (মিশর) লোকদের আহবান করে। সে যেসব কথা বলেছিল তার মধ্যে এটা একটি যে, 'কি আজব সেই ব্যক্তিরা যারা দাবি করে যে ঈসা عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ পুনরায় আসবে কিন্তু মোহাম্মাদ ﷺ পুনরায় আসবে এটা অস্বীকার করে, যেখানে আল্লাহ্‌ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন, {যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।} [আল-কাসাসঃ ৭৫]।[২]

২ মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াত ছিল রাসূলকে ﷺ করা আল্লাহ্‌র ওয়াদা যে, তিনি তাঁকে ﷺ পুনরায় মক্কায় পৌঁছে দিবেন যেখান হতে উনাকে পূর্বে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়।



ইরানের রাফিদারা এক ইরানী ইহুদীর জন্য একটি স্মৃতিসৌধ উৎসর্গ করে



রাফিদা আলেমরা এক ইরানী ইহুদীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে

তাই 'ঈসার তুলনায় মোহাম্মাদের ﷺ পুনরায় আগমন বেশি উপযুক্ত। কিছু মানুষ তার ডাকে সাড়া দেয়, যার ফলে সে রাসূলের পুনরায় আগমনের এই নতুন ধারণা সৃষ্টি করলো। তারা এই ব্যাপারে কথা বলা শুরু করলো। তারপর সে তাদের বলল, 'পূর্বে আরও হাজার হাজার নবী এসেছেন এবং সকলেরই একজন উত্তরাধিকারী ছিল। আর আলী হচ্ছেন মোহাম্মাদের উত্তরাধিকারী।' তারপর সে বলা শুরু করলো, 'মোহাম্মাদ হচ্ছেন সর্বশেষ নবী এবং আলী হচ্ছেন সর্বশেষ উত্তরাধিকারী।' তারপর সে বলা শুরু করল, 'ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেনা, অতঃপর ছো' মেরেছে রাসূলের উত্তরাধিকারীর উপর এবং ছিনিয়ে নিয়েছে উম্মতের শাসনভার!' তারপর সে বলল, 'উসমান বিষয়টির উপর অনধিকার চর্চা করেছে, আলী হচ্ছেন রাসূল ﷺ এর উত্তরাধিকারী। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে জাগ্রত হও এবং (মানুষকে) প্ররোচিত কর। শুরু কর তোমাদের নেতাদের অবমাননার দ্বারা। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে নিজেকে প্রকাশ করো। যাতে করে তোমরা সকলের উপর বিজয় লাভ করতে পার, তারপর তাদেরকে এই ব্যাপারে আহবান করো।' তারপর সে তার আহ্বায়কদের বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয় এবং তাদের সাথেও যোগাযোগ করে যারা জমিনে ফাসাদগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল এবং যারা তাকে পূর্বেই লিখে পাঠিয়েছিল। তারা গোপনে তাদের এ বিশ্বাস প্রচার করতো। সৎ কাজের আদেশ দাতা এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী হিসেবে তারা নিজের প্রদর্শন করলো, বিভিন্ন অঞ্চলে চিঠি পাঠালো, যেসব পত্রের মুল বিষয় ছিল নেতাদের বদনাম করা।'

রাফ্দ ধর্মের বীজ এবং ফিতনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার পর ৪০ হিজরিতে ইবনে সাবা' মারা যায়। ইবনে সাবা'ই ছিল রাফ্দ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং খাওয়ারিজদের প্ররোচক। একারণে আলেমগণ যখন বিভিন্ন পথভ্রষ্ট দলগুলোর ব্যাপারে লিখতেন, তখন তাঁরা রাফিদাদের আলোচনায় ছাড়াও খাওয়ারিজদের আলোচনায় ইবনে সাবার কথা উল্লেখ করতেন। উসমান رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর বিরুদ্ধে ইবনে সাবা' -র চক্রান্ত ব্যতীত খাওয়ারিজদের উত্থান হত না। ইবনে সাবা'র অনুসারীরা পরবর্তীতে খাওয়ারিজদের মৌলিক ভ্রষ্ট মতবাদের ব্যাপারে একমত হয়। তা হচ্ছে, খাওয়ারিজদের মত রাফিদারাও অধিকাংশ সাহাবীদের, সাধারণ মুসলিমদের এবং সকল খলিফাদেরকে তাকফির করত।

রাফিদা শব্দের অর্থ

ইবনে সাবার ফিতনা শেষ পর্যন্ত রাফিদা নামে একটি দলে পরিণত হয়, যা তার দাওয়াতের একটি পরিবর্তিত রূপ হিসেবে চলতে থাকে। সকল পথভ্রষ্ট দলগুলোর ন্যায় এই দলও সময়ের সাথে সাথে প্রকাশিত হতে থাকে, সৃষ্টি করতে থাকে নতুন নতুন বৈধর্ম্য, কুফর এবং পাপাচার।

"রাফিদা" শব্দটি এসেছে "রাফাদা" থেকে। যার অর্থ হল পরিত্যাগ করা। তাদের এমন নামকরণ হয়েছিল যখন তারা যায়েদ ইবনে আলী ইবনে আল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব رَحِمَهُ اللَّهُ (মৃত্যুঃ ১১২ হিজরি) এর কাছে যায় এবং তাঁকে তাদের (রাফিদা) সমর্থনের বিনিময় আবু বকর এবং উমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا এর প্রতি বারাহ (শত্রুতা বা ঘৃণা প্রকাশ) ঘোষণা করতে বলে। তিনি তা করতে অসম্মতি জানান এবং তার পরিবর্তে বলেন, "আল্লাহ্ তাদের উভয়ের উপর রহমত বর্ষণ করুন" তাই তারা বলল, "তাহলে আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করলাম।" তারপর থেকে তাদেরকে বলা হত "পরিত্যাগকারী"। আলেমগণ তাদের এই নামেই ডাকার অন্য কারণ হলো তারা আবু বকর, উমর এবং উসমানের ইমামাহ (নেতৃত্ব) প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা পরিত্যাগ করেছিল সাহাবাদের, তারা পরিত্যাগ করেছিল সুন্নাহ এবং অবশেষে তারা পরিত্যাগ করেছিল কোরআন এবং দ্বীন ইসলামকে।

একইভাবে "শিয়া" নামের ক্ষেত্রে, এর মূল শব্দ "শায়া'আ", যার অর্থ হল সমর্থন করা। যেভাবে রাফিদারা আবু বকর, উমার رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا এর উপর আলীকে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ সমর্থনের দাবি করতো।

আবার "ইসনা' আশারিয়্যাহ" মানে "বারো ঈমামের অনুসারী" এবং "ইমামিয়্যাহ" এর ধাতুমূল হচ্ছে "ইমাম", এটি এসেছে তাদের সেই বিশ্বাস থেকে যেখানে তারা বারো ইমামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদেরকে তারা "মা'সুম" (নিষ্পাপ) বলে দাবী করে। এই বারোজন হলেন আলী ইবনে আবু তালিব এবং তাঁর দুই পুত্র আল-হাসান এবং আল-হুসাইন, এই তিনজন ছিলেন সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম); তারপর হুসাইনের পুত্র আলী আস-সাজ্জাদ, তাঁর ছেলে মোহাম্মাদ আল-বাকির এবং তাঁর ছেলে জাফর

আস-সাদিক, এই তিনজন বিখ্যাত আলেমগণ দ্বীনদারিতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারপর আসেন জাফরের ছেলে মূসা আল-কাযিম, তাঁর ছেলে আলী আর-রিদা, তাঁর ছেলে মোহাম্মাদ আল-জাওয়াদ, তাঁর ছেলে আলী আল-হিদা এবং তাঁর ছেলে আল-হাসান আল-আসকারি। তাঁরা সকলেই তাঁদের দ্বীনদারিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এবং এই এগারো জনের কেউই রাফ্দ মতবাদের উপর ছিলেন না, তাদের ব্যাপারে রাফিদারা শুধু মিথ্যাচার প্রচার করতো।

আর তাদের দ্বাদশ "ইমাম" হচ্ছে মোহাম্মাদ, যে ছিল আল-হাসান আল-আসকারির কথিত ছেলে। রাফিদাদের মতে সে হচ্ছে "আল-মাহদী"। তাদের দাবি যে, সে জন্মগ্রহণ করেছিল ২৫৫ হিজরি তে ইরাকের সামাররা অঞ্চলে এবং তার জন্মের সংবাদকে জনসাধারণের থেকে গোপন করা হয় এই ভয়ে যে, খুলাফাগণ তাকে হত্যা করতে পারে। তারা দাবি করে যে, যখন তার বয়স পাঁচ বছর তখন তার বাবা মারা যায় এবং সে তার যুগের ইমাম হয় এবং তার বাবার ঘরের নিচে ভূগর্ভের তলদেশে লুকায়িত অবস্থায় থাকে। এই সময়কালকে রাফিদারা বলে "আল-গায়েবাহ আস-সুগরা" (ছোট গুপ্তভাব)। এই সময়সীমার মধ্যে, কারোরই তাদের তথাকথিত ইমামের সাথে যোগাযোগ ছিল না শুধুমাত্র চারজন "প্রতিনিধি" বা "গুপ্ত সংবাদ বাহক" ব্যতীত, যারা ছিল বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তার একমাত্র মাধ্যম। এই 'ছোট গুপ্তাভাবের' মেয়াদ ছিল ৭০ বছর, যতদিন না তাদের সর্বশেষ তথাকথিত "প্রতিনিধি"র মৃত্যু হয় ৩২৯ হিজরিতে। রাফিদারা দাবি করে যে, সর্বশেষ প্রতিনিধির মৃত্যুর পূর্বে মাহদীর থেকে সে একটা চিঠি পায়, যেখানে লিখা ছিলঃ "আগামী ৬ দিনের মধ্যেই মৃত্যু তোমার কাছে আসবে। সুতরাং তোমার শক্তি সমূহকে একত্রিত কর। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার স্থানে অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করো না। তোমার মৃত্যুর সাথেই 'বৃহৎ গুপ্তভাব' শুরু হবে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমার আবির্ভাব হবে দীর্ঘ সময়ের পর।" [কামাল আদ-দিন - ইবনে বাবাওয়েহ]

যাহোক, আত-তাবারি, ইবনে হাযম এবং ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ বর্ণনা করেন যে, আল-হাসান আল-আসকারির কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। [আস-সিয়ার - আয-যাহাবি]। যদি কেউ ধরেই নেয় যে, তার পরিবার তার জন্মের খবরকে প্রায় ৭২ বছর যাবত লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু কিভাবে সে ১২০০ বছর যাবত বিশ্বের সবার থেকে লুকিয়ে আছে এবং বেঁচে আছে? যদি এটি বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক হত, তবে কোরআন এবং সুন্নাহ'তে এর উল্লেখ পাওয়া যেত। সুতরাং, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, তাদের "মাহদী" মিথ্যুক রাফিদাদের দ্বারা সৃষ্ট এক জালিয়াতি, যারা অনুসরণ করে তাদের বাতিনি গুরুভাইদের। বাতিনিয়্যাহ'দের (মুরতাদ দল যারা দাবি করে যে, কোরআনে লুকায়িত অর্থ রয়েছে যা এর বাহ্যিক অর্থের বিপরীত) মধ্যে অনেকে এই বিশ্বাস করে গুপ্ত "ইমাম" রয়েছে এবং গুপ্তভাবে চলে গিয়েছে এবং সে তার প্রতিনিধি নির্ধারণ করে গিয়েছে যারা তাকে প্রতিনিধিত্ব করে বা তার দিকে আহবান জানায় বা তার সাথে যোগাযোগ করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ইসমাইলিয়্যাহ (সাত ইমামে বিশ্বাসীরা), যারা মোহাম্মাদ ইবনে ইসমা'ইল ইবনে যা'ফর আস-সিদ্দিকের গুপ্তভাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের দাবি অনুযায়ী তাকে তার বাবা এবং দাদা লুকিয়ে রেখেছিল এবং সে পুনরায় আবির্ভূত হবে।

চরম অজ্ঞতার এবং জাহিলিয়াতের এই মতাদর্শের কারণেই আশ-শাবি رحمه الله বলেন, "আমি রাফিদাদের এমন কান্ড ধরে থাকতে দেখেছি, যার কোন শিকড় নেই।[৩] যদি আমি তাদেরকে আমার কৃতদাস হতে বলতাম অথবা আমার ঘরকে স্বর্ণ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিতে বলতাম অথবা এটা চাইতাম যে তারা আমার ঘরকে কেন্দ্র করে হজ্জ করুক, শুধুমাত্র এর বিনিময়ে যে আলী رضي الله عنه এর জবানী ব্যাপারে শুধুমাত্র একবার মিথ্যা বলি (অর্থাৎ আলী رضي الله عنه এর নামে কিছু বলতাম যা তিনি বলেন নি), তাহলে তারা তাই করতো। আল্লাহর কসম, আমি তার জবানীতে কখনই মিথ্যা বলব না। বস্তুত, আমি প্রবৃত্তির অনুসরণকারী মানুষদের নিয়ে পড়েছি এবং আমি রাফিদাদের তুলনায় অধিক নির্বোধ কাউকেই পাইনি। যদি তারা পাখি হত তাহলে তারা হত শকুনের ন্যায় এবং যদি তারা পশু হত তাহলে তারা হতো গাধার ন্যায়।"[৪]

৩ উদাহরণ স্বরূপঃ তারা এমন বিষয়াদি দাবি করে এবং চর্চা করে যার কোনও সহীহ ভিত্তি নেই।

৪ #২ পদটীকা দেখুন।

রাফিদাদের উপর হুকুম

রাফিদাদের মাত্রাতিরিক্ত জাহেলিয়্যাহ এবং পথভ্রষ্টতার কারণে তাদের নেতৃত্ব এবং সাধারণ জনগণ উভয়েই মুরতাদদিন। আমিরুল-মু'মিনিন আবু উমার আল-হুসাইনি আল-বাগদাদী رحمه الله বলেন, "রাফিদারা হচ্ছে শিরক এবং রিদ্দাহ'র দল।" [কুল ইন্নি 'আলা বাইয়্যিনাহ মিন রাব্বি]

শায়খ আবু মুস'আব আয-যারক্বাওয়ি رحمه الله বলেন, "রাফিদাদের তাকফির করার ব্যাপারে সালাফদের বিবৃতি প্রসিদ্ধ। যে আবু বকর, উমার অথবা আয়শা رضي الله عنها কে অভিসম্পাত করে তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ رحمه الله কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, "আমি তাকে ইসলামের উপর আছে বলে বিবেচনা করি না।" [আস-সুন্নাহ আল-খাল্লাল]। তিনি আরও বলেন, "আমি তাদের জন্য কুফরির ভয় করি যারা সাহাবাদের অভিসম্পাত করে, যেমন রাফিদা। আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি, যে সাহাবীদের অভিসম্পাত করল সে দ্বীন (ধর্ম) থেকে বের হয়ে গেল।" [আস-সুন্নাহ আল-খাল্লাল]। তিনি আরও বলেন, "রাফিদা হচ্ছে তারাই যারা মোহাম্মাদ ﷺ এর সাহাবাদের প্রতি বারাহ (শত্রুতা বা ঘৃণা) ঘোষণা করে, তাঁদেরকে অভিসম্পাত দেয়, হীনপদস্থ করে এবং সাহাবাদের ইমামদেরকে অভিসম্পাত করে, শুধু এই চারজন ছাড়াঃ আলী, আম্মার, আল-মিক্বদাদ এবং সালমান। ইসলামের সাথে রাফিদাদের কোন সম্পর্ক নেই।" [আস-সুন্নাহ]। আল-বুখারী رحمه الله বলেন, "আমার কাছে কোন জাহ্‌মি বা রাফিদা কিংবা একজন ইহুদী বা খ্রিষ্টানের পিছে নামায পড়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তাদের সালাম দেওয়া যাবে না। তাদের অসুস্থদের দেখতে যাওয়া যাবে না। তাদের বিয়ে করা যাবে না। তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। তাদের দ্বারা জবাইকৃত মাংস খাওয়া যাবে না।" [খাল্ক্ব আফ'আল আল-ইবাদ]। আহমাদ ইবনে ইউনুস (رحمه الله মৃত্যু ২২৭ হিজরি) বলেন, "যদি একজন ইহুদী একটা ভেড়া জবাই করে এবং কোন রাফিদা একটা ভেড়া জবাই করে, তাহলে আমি ইহুদীর জবাইকৃত ভেড়া থেকে খেতাম, কিন্তু রাফিদার জবাইকৃত ভেড়া থেকে গ্রহণ করতাম না, কেননা রাফিদা হচ্ছে মুরতাদ।" [আস-সারিম



একটি রাফিদা শিরকি মিছিল

আল-মাসলুল – ইবনে তাইমিয়্যাহ]। ইবনে হাযম বলেন, “রাফিদারা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” [আল-ফিসাল]। ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, “যদি কেউ এই দাবি করে যে, কোরআনের কোনও কিছু আয়াত মুছে ফেলা হয়েছে অথবা লুকায়িত আছে...তাহলে তাদেরকে তাকফির করার ক্ষেত্রে কোনও মতভেদ নেই। আবার, যারা এই বলে দাবি করে যে, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন, –তবে কিছু সাহাবা ব্যতীত, ঐ কিছু সংখ্যক সাহাবি এক ডজনের বেশি হবে না– অথবা তাঁদের (সাহাবা) বেশিরভাগই ‘ফুসসাক’ (কবিরা গুনাহকারী) হয়ে গিয়েছিলেন...তাহলে তাকে তাকফির করার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কোরআনের বিভিন্ন অংশে তাঁদের যে প্রশংসা করা হয়েছে, সেগুলোকে সে অস্বীকার করলো। বরং কেউ এমন ব্যক্তির কুফরের উপর সন্দেহ করলে তার উপরও তাকফির করা ওয়াজিব। এটি এই কারণে যে, এই উক্তিটির অর্থ হলো, কোরআন এবং সুন্নাহ’র বাহকগণ কাফির অথবা ফুসসাক। এর আরও অর্থ হচ্ছে, কোরআনের এই আয়াত, {তোমরাই মানবজাতির জন্য আবির্ভূত শ্রেষ্ঠ উম্মত} [আল-ইমরান:১১০] অর্থাৎ, সেই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন প্রথম প্রজন্ম, যারা বেশিরভাগই ছিলেন কাফির কিংবা ফুসসাক। এর আরও অর্থ হচ্ছে, এই উম্মত হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট উম্মত এবং এই উম্মতের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ছিল এর অগ্রগামীগণ! দ্বীন ইসলামে এমন ব্যক্তির কুফর সম্পর্কে জানা অপরিহার্য...।” [আস-সারিম আল-মাসলুল]। আস-সাম’আনি বলেন, “এই উম্মতের ইমামিয়্যাহদের উপর তাকফির করার ইজমা রয়েছে, কারণ তারা মনে করে সাহাবারা পথভ্রষ্ট এবং সাহাবাদের ইজমা পরিত্যাগ করে এবং তাঁদের উপর এমন বিষয়াদি আরোপ করে যা তাঁদের জন্য যথাযোগ্য না।” [আল-আনসাব] [হাল আতাকা হাদিস আর-রাফিদা-১ থেকে সংক্ষেপিত]

শায়খ যারক্বাওয়ি আরও বলেন, “সালাফদের থেকে ইমামগণ রাফিদাদের উপর তাকফির করেছেন এবং তাদের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছেন...ইমাম মালিক رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, ‘যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীদের অভিসম্পাত করে, ইসলামে তার কোনও অংশ নেই।’ [আস-সুন্নাহ-আল-খাল্লাল]। মালিক নিম্নোক্ত আয়াতের উপরেও মন্তব্য করেন {তাওরাতে তাঁদের (সাহাবা) অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাঁদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা থেকে শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে- যা চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ্ তাঁদের দ্বারা কাফেরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন} [আল-ফাতহঃ ২৯] এবং বলেন, ‘সাহাবাদের উপর ক্ষিপ্ত ব্যক্তি কাফির’। ইমাম আশ-শাফি তাঁর এ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন।” [ইলা উম্মাতি আল-গালিয়্যাহ]

রাফিদাদের কুফরি মতবাদ এবং কর্মকাণ্ড

রাফিদাদের উপর তাকফির করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমূহ হলঃ

১। সকল পথভ্রষ্ট দলের মধ্যে কবরপূজার জন্য তারাই সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। “আহলুস সুন্নাহ” এর মধ্যে প্রবেশকৃত বহু কবরপূজারীর মূল উৎসই হচ্ছে রাফ্দ এবং রাফিদা। ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, “কবরের উপর নির্মিত ঘরসমূহ পরিদর্শন করতে যাওয়ার হাদিসগুলোকে রাফিদা এবং তাদের মত লোকরাই সর্বপ্রথম বিকৃত করে।” [মাজমু আল-ফাতওয়া]

রাফিদারা বর্তমানে কবরে সিজদা করে এবং চারপাশে তাওয়াফ করে। তারা কবরের মৃতদের কাছে দোয়া করে এবং সুপারিশ প্রার্থনা করে। তাদের হৃদয় আল্লাহর চেয়ে তাদের প্রতি বেশি অনুরক্ত! এই রকম শিরকী রিদ্দাহ’র দ্বারা তাদের নেতা এবং সাধারণ মানুষরা সবাই কলুষিত। এটাই যদি তাদের একমাত্র কুফর হতো, তাহলে তাদের সবাইকে মুরতাদ বলার জন্য যথেষ্ট হতো।

২। রাফিদারা অধিকাংশ সাহাবাদেরকে তাকফির করে, ঘৃণা করে এবং অভিসম্পাত করে। মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, “সাহাবাদের গুণাবলি সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতের সংখ্যা অনেক এবং মুতওয়াতির হাদিস সমূহে তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং, কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, সাহাবাগণ বা তাঁদের অধিকাংশই ফাসেক বা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন অথবা তাঁদের অভিসম্পাত করা ঠিক বা জায়েজ বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করল কেননা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাহাবাদের গুণাবলি সম্পর্কিত যা বর্ণনা করেছেন তা সে অস্বীকার করলো।” [আর-রাদ ‘আলার রাফিদা]। তিনি আরও বলেন, “এটি এই দ্বীনের মূল ভিত্তি ধ্বংস করার মত কারণ এর মূল ভিত্তি হল কোরআন এবং সুন্নাহ। যদি এটি অনুমান করা হত যে, যারা রাসূল ﷺ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাঁদের অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাহলে সকলে কোরআন এবং হাদিসে সন্দেহ করত। আমারা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই এমন আক্বিদা থেকে যা দ্বীনকে ধ্বংসের দিকে চালিত করে।” [আর-রাদ ‘আলার-রাফিদা]।

এই কারণে, অধিকাংশ রাফিদারা [তারা ব্যতীত যারা তাকিয়্যাহ করে (কুফর ঢেকে রাখে)] মনে করে সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কোরআনের আয়াতসমূহে মুছে দিয়েছেন, পরিবর্তিত করেছেন এবং



রাফিদাদের শিরক সমূহের মধ্যে অন্যতম শিরক হলো কবর পূজা


রাফিদাদের একটি শিরকি মিছিল

বিকৃত করেছেন, আর এ কারণে আহলে সুন্নাহ’র কাছে যে কোরআন আছে তা ভুল এবং অসম্পূর্ণ!

৩। অধিকাংশ সাহাবাদের ব্যাপারে তাদের দ্বীন বিরোধী অবস্থান থাকা ছাড়াও, রাফিদারা ঘৃণা এবং তাকফিরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জোর দেয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ সাহাবাদের প্রতি, যার মধ্যে রয়েছেন আবু বকর, উমর এবং উসমান। তারা একই কাজ করে রাসূল ﷺ এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও, বিশেষভাবে আবু বকরের কন্যা আয়েশা رضي الله عنها এবং উমরের কন্যা হাফ্সা رضي الله عنها এর ক্ষেত্রে। কিভাবে একজন সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানেরও দাবি করতে পারে যখন কিনা সে রাসূল ﷺ এর স্ত্রী এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবাদের ঘৃণা করে!

আল-আওযা’ই (رحمه الله মৃত্যুঃ ১৫৭হিজরি) বলেন, “যে কেউ আবু বক-রকে অভিসম্পাত করলো, সে রিদ্দাহ করলো।” [আল-ইবানাহ আস-সুগরাহ – ইবনে বাত্তাহ]। আবু বকরকে অভিসম্পাত করে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আল-ফিরাইয়াবি (رحمه الله মৃত্যুঃ ২১২ হিজরি) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেন, “সে একটা কাফির।” [আস-সুন্নাহ – আল-খাল্লাল]

৪। রাফিদারা আয়েশা رضي الله عنها এর মর্যাদা ও তাঁর সতীত্বকে হেয়প্রতিপন্ন করে, ফলে তারা রাসূল ﷺ এর সম্মানের উপর আঘাত হানে, যা স্পষ্টভাবে কোরআন অস্বীকার করা, কেননা আয়েশার পবিত্রতার কথা জানিয়ে আল্লাহ্ جل جلاله সুরা আন-নূরের ১১-২৬ আয়াত নাযিল করেন। আর যে কোরআনের একটি অক্ষরকেও মিথ্যা বলবে সে কাফির। তাহলে তার অবস্থা কি যে এক ডজনেরও বেশি আয়াতকে মিথ্যা বলে!

ইবনে কাসির رحمه الله তাঁর তাফসীরে মন্তব্য করেন যে, “আলেমগণের এই ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, কোরআনের ঐ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর এবং সেখানে যা উল্লেখ আছে তার পরেও যে কেউ আয়েশা কে অভিসম্পাত করবে এবং অভিযুক্ত করবে (তাঁর বিধর্মীতার বিষয়ে) সে কোরআনের বিরোধিতা করার কারণে কাফিরে পরিণত হবে।”

৫। রাফিদারা তাদের “বারো” ইমামদেরকে অন্ধভাবে ভালবাসে, কাউকে তো নবীদের থেকে বেশি পছন্দ করে। এমন কি তাদেরকে আল্লাহর প্রভূত্বের গুণাবলীর সাথে তুলনা করে! তারা দাবি করে যে, তাদের ইমাম সমূহের বিশ্ব-জাহানের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কণিকার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তারা গায়েব সম্পর্কে জানে, কোরআনকে বাতিল করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে এবং পরম আনুগত্য তাদেরই প্রাপ্য।

রাফিদাদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি –যা তাদের কুফরি প্রকাশ করে– উল্লেখ করার পর, মোহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব رحمه الله বলেন, “যে কেউ বলে যে, নবী ব্যতীত অন্য কেউ নবীদের চেয়ে ভালো বা তাঁদের সমকক্ষ, তাহলে সে কুফরি করলো। একাধিক উলামা এই ব্যাপারে (কুফর হওয়ার ব্যাপারে) ইজমা রয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন।” [আর-রাদ ‘আলার-রাফিদা]

রাফিদারা যে বিভিন্ন ধরনের কুফর ধারণ করে এবং চর্চা করে, তার সংখ্যা প্রচুর। বিশেষ করে তারা প্রতিদিন কোন না কোন ভ্রষ্টতা আবিষ্কার করে এবং অবিরামভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার ও মুরতাদদের সহযোগিতা করে।

জিহাদি দাবিদারদের মতে রাফিদারা

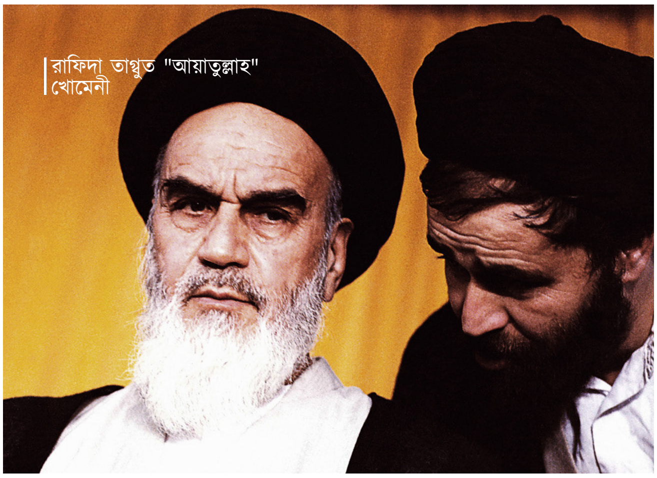
বিভিন্ন জিহাদের দাবিদাররা রাফিদাদেরকে জাহিল বা নির্বোধ “মুসলিম” দল হিসেবে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই সকল দাবিদাররা তাদের পক্ষে যুক্তি দিতে দুটি প্রধান সুবুহাতের উপর নির্ভর করে।

১) এই দাবি যে, রাফিদাদের ওজর হচ্ছে তাদের অজ্ঞতাঃ জিহাদের দাবিদাররা এই যুক্তিকে রাফিদাদেরকে তাকফির করা এবং মুওয়াহহিদদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে রক্ষাকারী বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে। যদি মুজাহিদগণ ইরাকে রাফিদাদের এলাকাসমূহ ভারী গাড়ি বোমা দ্বারা উড়িয়ে দেয়, তাহলে জিহাদের দাবিদাররা এই বলে চিৎকার শুরু করে যে, “আপনারা অজ্ঞ এবং নির্দোষ মুসলিমদের হত্যা করছেন! আপনাদের তাদেরকে দাওয়াহ দেওয়া উচিত, হত্যা করা নয়! আমাদের যুদ্ধ তো শুধুমাত্র আমেরিকার বিরুদ্ধে!”

এই সন্দেহে অসংখ্যবার সাড়া দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, যদি ইসলামের দাবিদার কেউ আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত করে, আল্লাহ কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে অথবা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা যাবে না। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা। এর সাক্ষ্য (কালিমা) ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদত এবং আনুগত্যের যোগ্য কোনও ইলাহ নেই। যার পূর্বশর্ত হচ্ছে ইলম এবং একটি অন্যতম নাওয়াক্বিদুল ইসলাম (ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়) হল ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। মুরজি’য়া আর তাদের জিহাদের দাবিদার ভাইদের বিপরীত দিকে, ইসলাম বাস্তবতা শূন্য বাহ্যিক কোন দাবি নয়। যদি তাই হত, তাহলে কুফফার এবং মুসলিমদের মধ্যকার বিভিন্ন বিভেদ কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই সমাধান করা যেত। কিন্তু এটাই বাস্তবতা- ঈমান হচ্ছে কথা এবং কর্ম- যা কুফফাররা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে। তারা আশা করে যে, তারা যেভাবে তাদের বিকৃত তাওরাত এবং ইঞ্জিলে নির্দেশিত অধিকাংশ বাধ্যতামূলক কাজ পরিত্যাগ করেও “খ্রিষ্টান” নাম ধারণ করে আছে, মুসলিমরাও ঠিক তাই করবে। {তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও} [আন-নিসাঃ ৮৯][৫]

ইবনে আবু বুতাই رحمه الله (মৃত্যুঃ ১২৮২ হিজরি) সাধারণ রাফিদা-দেরকে যারা ওজর দেখায় তিনি তাদের সমালোচনা করে বলেন, “যদি কোনও ব্যক্তি বলত যে আবু বকর, উমার এবং আয়েশা কে

৫ দাবিকের বেশ কিছু আর্টিকেলে সাধারণভাবে ইরজা এবং এর পাশাপাশি অজ্ঞতাকে ওজর হিসেবে মনে করার ক্ষেত্রে এই অতিরঞ্জিত ধারণার খণ্ডন করা হয়েছে। দেখুন খণ্ড ৮, “ইরজা’ – সবচেয়ে বড় বিদআত, খণ্ড ৭, “ইসলাম তরবারির ধর্ম”, খণ্ড ৬, “আজ-যাওয়াহিরি, আল-হারারি ও আন-নাযারির আল কায়দা এবং অনুপস্থিত ইয়েমেনী প্রজ্ঞা” এবং খণ্ড ১০, “আল্লাহর আইন না মানব রচিত আইন”।



অভিসম্পাত করার ব্যাপারে এই প্রজন্মের রাফিদাদের অজ্ঞতার ওজর রয়েছে, কারণ তারা অজ্ঞ এবং অন্ধ অনুসারী, তাহলে আলেম এবং সাধারণ মানুষ সবাই তাকে তিরস্কার করত!" [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ]

এটা ছিল প্রধান সাহাবাদের অভিসম্পাত করার ব্যাপারে এক শতাব্দী পূর্বের প্রচলন। তাহলে তারা কত বেশি তিরস্কারের যোগ্য যারা বড় শিরকে লিপ্ত রাফিদাদের জন্য ওজর দেখায়!

২। এই দাবী যে সকল রাফিদাদের ওপর কিছু আলেমগণ তাকফির করেন নিঃ এই দাবিটি দুইটি বিষয়কে একটিতে মিলিয়ে ফেলার মত।

প্রথমতঃ তারা সেইসব আলেমগণের কথা উল্লেখ করে যারা সকল "শিয়া"দের ওপর তাকফির করেননি, যেই নামে (শিয়া) মূলত সাধারণভাবে তাদের আখ্যা দেওয়া হত, যা রাফিদার তুলনায় অনেক সাধারণ (কেননা রাফিদা নামটি নির্দিষ্ট ভাবে কিছু ব্যক্তির জন্য)। এর (শিয়া) মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা আলীকে আবু বকর এবং উমারের চেয়ে বেশি যোগ্য মনে করতো এবং তা সত্ত্বেও আবু বকর ও উমারের খিলাফত মেনে নিত এবং তাদেরকে সাহাবী হিসেবে স্বীকৃতি দিত। এটি একটি বিলুপ্ত দল, যা ইতিহাসের কিতাবে এখন শুধুমাত্র আহলুল বিদআ'হ হিসেবেই বিদ্যমান। এরা সমকালীন যায়েদিয়্যাহদের মত যারা ইরানি অপপ্রচারের মাধ্যমে রাফিদাতে পরিণত হয়েছে, কেননা তারা (ইরানীরা) তাদেরকে (যায়েদিয়্যাহদেরকে) সাহাবিদেরকে অভিসম্পাত করাতে এবং রাফিদাদের অনুকরণে কবর-পূজাতে লিপ্ত করেছে।

দ্বিতীয়তঃ তারা এমন কিছু আলেমগণের কথা উল্লেখ করে যারা এক এক করে প্রত্যেক রাফিদাদের উপর তাকফির করেন নি। যদিও তাদের ফাতওয়াকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে, যেমন রাফিদাদের নেতারা যারা তাকিয়্যাহ করত তারা মুসলিম শাসনের অধীনে বসবাস করতো, হিজরি দশম শতাব্দীতে ইসমাঈল আস-সাফাভীর নেতৃত্বে সাফাভী রাষ্ট্রের উত্থান না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধর্মের বহু বিষয় সুন্নি আলেম, জনসাধারণ এমনকি তাদের নিজেদের সাধারণ জনগণ থেকেও গোপন করা হয়েছিল। এরপর তারা নির্বিঘ্নে তাদের কুফরের বাতিনি আক্বিদাহ ঘোষণা করে এবং নির্লজ্জভাবে তাদের নির্দেশিত বড় শিরকের প্রচার করে, প্রকাশ্যে তাদের আগ্রহীদেরকে দলে দলে তাদের ভয়ানক কুফরের ধর্মের দিকে আহবান করতে থাকে, যার ফলে কোন রাফিদা সাধারণ জনগণ তাদের রিদ্দাহ থেকে বেচে থাকতে পারেনি। মোহাম্মাদ বাকির আল-মাজলিসির সাফাভী রাষ্ট্রের শীর্ষ ধর্মীয় পদে আসীন হওয়ার পর এই "পুনর্জাগরণ" হয়েছিল। সে বিভিন্ন প্রভাবমূলক বই লিখেছিল এবং "পুনর্জাগরণ" তত্ত্বের অপপ্রচার চালায়, যা রাফ্দ এবং রাফিদাদের উপর একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া রেখে যায়।

যে ফাতওয়ায় ইবনে তাইমিয়্যাহ রাফিদাদেরকে তাকফির করেন যারা বেশিরভাগ সাহাবিদেরকে তাকফির করে, সেই ফাতওয়া উল্লেখ করে আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ' বলেন, "তাদের উৎপত্তির পর থেকে এটাই ছিল তাদের ওপর বিধান। তাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ এবং বর্তমানে তারা তাদের রাফ্দ ধর্মে বড় শিরক যুক্ত করে নিয়েছে। তারা এমনভাবে মাজারে শিরক চর্চা করে যেমনটি সেই আরবরাও করেনি যাদের নিকট রাসূল ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন।" [আদ-দুরার আস-সানিইয়্যাহ]।

একইভাবে মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল লতিফ আল আশ-শাইখ ' ইবনে তাইমিয়্যাহর ফাতওয়া উল্লেখ করে বলেন, "এই বিধান ছিল তাদের উৎপত্তির সময়ের। এখন তাদের অবস্থা আরও খারাপ, কেননা তারা তাদের এই ভ্রষ্টতার সাথে আউলিয়া এবং আহলে বাইতের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের ইবাদত করা যোগ করে নিয়েছে, এই বিশ্বাস করে যে তাঁরা তাদের উপকার ও ক্ষতি করতে পারে। সুখে ও দুঃখে উভয় সময় তাদের কাছে দোয়া করে। তারা বিশ্বাস করে যে, এই কাজ তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যাবে এবং সেই ধর্মের নিকটে নিয়ে যাবে, যে ধর্মের সাথে তাদেরকে অবশ্যই লেগে থাকতে হবে। সুতরাং এত কিছুর পরও যে তাদেরকে তাকফিরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, সে ঐ বাস্তবতা থেকে অজ্ঞ যা নিয়ে নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন এবং যা নিয়ে কিতাব নাযিল হয়েছে। মৃত্যু আসার পূর্বে তাকে অবশ্যই তার দ্বীন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে হবে।" [আদ-দুরার আস-সানিইয়্যাহ]।

শায়খ হামদ আল-হুমায়দি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ সাম্প্রতিক সময়ে আল সালুল কর্তৃক নিহত উলামাদের একজন এবং যিনি দাওলাতুল ইসলামকে বায়াত প্রদান করেছেন- ইবনে আব্দুল লতিফ এর কথায় মন্তব্য করে বলেন, "সেটা ছিল তাঁর সময়ের কথা, তাহলে যদি তিনি এই যুগ এবং মক্কা, মদিনা, বাকি কবরস্থানে এবং আরও অন্যান্য জায়গায় তাদের শিরকের প্রদর্শনী দেখতেন তাহলে কেমন হত?" এরপর তিনি মন্তব্য করেন, "সুতরাং তাদের পুরুষ, নারী, সাধারণ জনগণ এবং আলিমরা কুফ্ফার।" [আক্বওয়াল আহলিল-ইসলাম ফিল-হুকম 'আলার-রাফিদা] [৬]

একইভাবে শাইখ আয-যারক্বাওয়ি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ রাফিদাদের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যাপারে আল-মাক্বদিসির সমালোচনার জবাব দেন। [বায়ান ওয়া তাওদিহ লিমা আছারাহুল-মাক্বদিসি]।

কতিপয় উলামাদের নির্দিষ্ট কিছু কথার উপর ভিত্তি করে রাফিদাদেরকে "মুসলিম" দাবী করা আর সেই সময়ের সূফীদের –প্রথম দিকের সূফীদের ভুলগুলো যুহুদ এবং ওয়াসওয়াসের বাড়াবাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল– বিরুদ্ধে দেওয়া সালাফদের ফাতওয়া গ্রহণ করা একই রকম, কেননা এই ফাতওয়াগুলো পরবর্তী যুগের কবর-পূজারী, জাহমি সূফীদের ওপর অপপ্রয়োগ করে দাবি করা হয় যে, যেহেতু প্রাথমিক যুগের সূফীরা পথভ্রষ্ট মুসলিম ছিল একই ভাবে পরবর্তী যুগের মুশরিক সূফীরাও পথভ্রষ্ট "মুসলিম"! এ ধরণের সত্য থেকে বিচ্যুতদের থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

৬ এখানে তিনি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ রাফিদাদের ওপর তাকফিরের ক্ষেত্রে সালাফদের কিছু উলামাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেগুলো এই আর্টিকেলের অন্য কোথাও উল্লেখ করা নেইঃ 'আব্দুল্লাহ ইবন আল–হাসান ইবন আল–হাসান ইবন আবু তালিব (মৃত্যু ১৪৫ হিজরি), 'আব্দুল্লাহ ইবন মুস'আব ইবন ছাবিত ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন আয–যুবাইর (মৃত্যু ১৮৪ হিজরি), 'আব্দুর রহমান ইবন মাহদী (মৃত্যু ১৯৮ হিজরি), 'আব্দুর রাজ্জাক আস–সান'আনি (মৃত্যু ২১১ হিজরি), আল–কাসিম ইবন সালাম (মৃত্যু ২২৪ হিজরি), বিশর ইবন আল–হারিছ (মৃত্যু ২২৭ হিজরি), আবু যুরআহ আর–রাযি (মৃত্যু ২৬৪ হিজরি) এবং আবু হাতিম আর–রাযি (মৃত্যু ২৭৭ হিজরি)। আল্লাহ তাঁদের সকলকে রহম করুন।

জিহাদের দাবিদারের পথভ্রষ্টতা

আয-যাওয়াহিরি বলেছিল, "আমরা মনে করি বারো ইমামের অনুসারী শিয়ারা মুবতাদি' একটি দল যারা তাদের আক্বিদায় এমন বিদ'আত আবিষ্কার করেছিল যে তারা এমনকি আবু বকর, 'উমর, উম্মুল মুমিনিন, অধিকাংশ সাহাবী এবং তাবেঈনদের পর্যন্ত অভিশাপ দেয়। তারা তাঁদেরকে (সাহাবা) কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে, তাঁদেরকে প্রকাশ্যে অভিশাপ দেয় এবং মনে করে যে কুরআন বিকৃত হয়ে গেছে ... এবং তাদের আবিষ্কৃত অন্যান্য বিশ্বাসের মধ্যে এটাও আছে যে, তারা দাবি করে তাদের বার ইমাম নিষ্পাপ এবং এই ইমামরা এমন উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছে যে স্তরে কোন নবী এবং ফেরেশতারা পৌঁছাতে পারেন নি ... যারা অজ্ঞ এবং এ ধরণের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাস করে, তাদের কারণ হলো তারা এসকল হাদিসগুলোকে সহীহ বলে মনে করে কেননা সত্য তাদের কাছে পৌঁছেনি অথবা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার কারণে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।" [মাওক্বিফুনা মিন ইরান]

শাইখ আয-যারক্বাওয়ি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ কে সমালোচনা করে পাঠানো তার এক কুখ্যাত চিঠিতে সে আরও বলেছিল, "যদি কিছু শি'য়াদের নেতাদেরকে আক্রমণের প্রয়োজন হয় [যেমনটি আপনি দাবী করেন], তাহলে আপনারা কেন সাধারণ শি'য়াদের আক্রমণ করেন? এতে করে কি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদের অন্তরে আরও গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে যাবে না, যেখানে আমাদের জন্য আবশ্যক যে তাদের সাথে দা'ওয়াহর উদ্দেশ্যে কথা বলে তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা যাতে করে তারা হেদায়েত পেতে পারে? মুজাহিদিনগণ কি ইরাকের সকল শি'য়াদের হত্যা করতে সক্ষম হবে? ইতিহাসে কোন দাওলাতুল ইসলাম কি কখনও তা করার চেষ্টা করেছে? অজ্ঞতার কারণে ক্ষমা করা স্বত্বেও কেন সাধারণ শি'য়াদের হত্যা করা হচ্ছে? আর শি'য়াদেরকে আক্রমণ না করলে আমাদের কি ক্ষতি হত?... আমাদের ভাইয়েরা কি ভুলে গেছেন যে ক্ষতি করার পরিবর্তে এই সময়ে আমাদের ও ইরানের উভয়ের একে অপরকে প্রয়োজন যেখানে আমেরিকা আমাদের উভয়কে আক্রমণ করছে?"

সে তার আরেকটি পত্রে রাফিদা মন্দির, বাজার এবং তাদের লোকালয়সমূহে আক্রমণের সমালোচনা করে বলে যে, "এই কাজগুলো হারাম রক্ত ঝরাচ্ছে, কেননা নারী, শিশু এবং তাদের যোদ্ধা ব্যতীত সাধারণ শি'য়াদের রক্ত হারাম, কারণ অজ্ঞতার কারণে তারা ক্ষমার যোগ্য।" তারপর সে ব্যাঙ্গ করে বলতে থাকে, "আপনারা কি ইরাকের সকল শিয়াদের হত্যা করতে চান? এরপর একইভাবে আরব উপসাগর এবং আরব উপদ্বীপের সকল শিয়াদের হত্যা করবেন? তারপর ইরান, শাম এবং সারা বিশ্বের অবশিষ্ট শিয়াদেরকেও?!"

সে আরও বলেছিল, "তাদের (মুজাহিদিনগণ) অবশ্যই পথভ্রষ্ট দলসমূহ যেমন রাফিদা, ইসমাইলিয়্যাহ, কাদিয়ানিয়্যাহ এবং ভ্রান্ত সূফীদের আক্রমণ করা ঠিক হবে না যতক্ষণ না এই দলসমূহ আহলুস সুন্নাহ ' র সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা আহলুস সুন্নাহকে আক্রমণ করে তাহলে শুধু এই দলগুলোর যোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণ করা হবে, একই সময়ে আমাদের অবশ্যই এটাও জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রতিরক্ষা করছি। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কাউকে, তাদের পরিবার, তাদের উপাসনালয়, তাদের উৎসব... এবং তাদের ধর্মীয় সমাবেশে আক্রমণ পরিহার করতে হবে। যদি তাদের অঞ্চলসমূহ মুজাহিদিনদের অধীনে এবং নিয়ন্ত্রণে আসে তাহলে এই দলসমূহকে দাওয়াহ করার পর হিকমাহ'র সাথে আচরণ করতে হবে, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, সন্দেহ দূর করতে হবে এবং এমনভাবে সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজের বাধা প্রদান করতে হবে যাতে বড় ধরণের কোন ক্ষতি না হয়, (এরকম ক্ষতি) যেমন মুজাহিদিনদের ঐ সকল এলাকা থেকে বহিষ্কার করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করা অথবা এমন একটা ফিতনা ছড়িয়ে পরা যেটাকে কাজে লাগিয়ে মুজাহিদিনদের শত্রুরা এই অঞ্চলসমূহ দখলের চেষ্টা করে।" [জিহাদি কার্যক্রমের সাধারণ নির্দেশনা]।

রাফিদাদের প্রতি আয-যাওয়াহিরির নীতি এ ভ্রষ্ট আক্বিদার উপর ভিত্তি করে, যে তারা (রাফিদারা) "মুসলিম"। তার অজ্ঞতার কারণেই সে দাবী করেছে যে, ইতিহাসে কোন দাওলাতুল ইসলাম কখনই রাফিদাদের আক্রমণ করে নি। এখন যেরকম বারো ইমামের অনুসারী রাফিদাদের অস্তিত্ব আছে রাশিদি, উমাইয়ি এবং আব্বাসী খুলাফাদের সময়ে তেমন ছিল না, কারণ এই দলটি সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য তাক্বিয়াহ করতো। এই ভয়ানক কুফর এবং শিরক প্রকাশ এবং তা প্রচারের মত তাদের না ছিল কোন রাজনৈতিক শক্তি, না ছিল কোন সামরিক শক্তি, চার শত বছর পূর্বে সাফাভী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়।

যাওয়াহিরির কায়েদা'র মত জাতীয়তাবাদী তালিবানদের অবস্থানও একই, তারা রাফিদাদেরকে তাদের ভাই বলে বিবেচনা করে এবং যারা রাফিদাদেরকে আক্রমণ করে তাদেরকে প্রকাশ্যে নিন্দা করে। জাতীয়তাবাদী তালিবানের মিডিয়া কমিটির অফিসিয়াল সংবাদদাতা, আব্দুল্লাহ আল-ওয়াযির বলেছিল, "শি'য়ারা মুসলিম ... যে কেউ এটা বলে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মোহাম্মাদ ﷺ



মোহাম্মাদ তায়্যিব আঘা, তালিবানের রাজনৈতিক অফিসের প্রধান

আল্লাহর রাসূল সেই মুসলিম। দল অনেকগুলো আছে এবং আল্লাহ বিচার দিবসে তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।"

জাতীয়তাবাদী তালিবান ইরানের অফিসিয়াল রাফিদাদের সাথে তাদের সমাবেশে গর্ব করে এটাও বলেছিল যে "ইসলামিক ইমারতের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মাদ তাইয়িব আঘা সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানে উর্ধ্বতন প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। পরিদর্শন-কালে ইরানের অফিসিয়াল ব্যক্তিদের সাথে এই প্রতিনিধিদল আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি, এই অঞ্চল ও মুসলিম বিশ্ব এবং ইরানে অবস্থিত আফগান শরণার্থীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, এই পরিদর্শন ছিল চলমান নিয়মিত পরিদর্শনের একটি অংশবিশেষ যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন

রাষ্ট্রের সাথে ইসলামিক ইমারতের দ্বিপার্শ্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও তা সম্প্রসারণ এবং দৃঢ় করা হয়। [ইরানে প্রেরিত ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে দেওয়া ইমারতের অফিসিয়াল মুখপাত্রের বিবৃতি]

এছাড়াও জাতীয়তাবাদী তালিবান ইরানের রাফিদি রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে এটা বলে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে যে, "আফগানিস্তানের ইসলামিক ইমারত 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের' বিরুদ্ধে সিকিউরিটি কাউন্সিলের দেওয়া নতুন দণ্ড (শাস্তি) এবং এই দেশ ও দেশের জনগণের নিন্দা করাকে কঠোর সমালোচনা করে। ইমারত এই আইনগুলোকে অবৈধ বলে মনে করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি সহানুভূতির অবস্থান থেকে ইসলামিক ইমারত মনে করে যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলের সর্বশেষ এবং পূর্বের অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি ছিল ইরান ও এর জনগণের প্রতি একটা বড় ধরণের অপরাধ এবং জুলুম। এই অনুসারে আমাদেরকে বলতে হয় যে, এই হুমকিগুলো ক্ষতিকর প্রভাব এবং নেতিবাচক পরিণতি ইরানের জনগণের ওপর সরাসরি পতিত হয়। তাই আমরা মনে করি আলোচনা এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে সকল বিষয় নির্ধারণ করা ও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।" [আফগানিস্তান এবং বিশ্বের কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমারতের রাজনৈতিক কমিটির বিবৃতি]
জাতীয়তাবাদী তালিবান তাদের রাফিদি ভাইদের বিরুদ্ধে আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে বলে যে, "এই বছর ১৪৩৩ হিজরির ১০ই মুহাররম আশুরার দিনে কাবুলের ভেতরে এবং মাজার-ই-শরিফে অজানা কারণে দুইটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যার ফলে আমাদের বেশ কিছু নিরীহ ও নিরস্ত্র জনগণ তাদের নিজেদের রক্তে সিক্ত হয়, ফলে তাদের পরিবার দুঃখ ও শোকে আবিষ্ট হয়। সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামিক ইমারত খুব শক্তভাবে ও কঠোরভাবে এই দুই ঘটনার সমালোচনা ও নিন্দা জানিয়েছে। ১৫-১-১৪৩৩ হিজরিতে, আফগানিস্তানের প্রধান শুরা সদস্যগণ এই ব্যাপারে একটি জরুরী বৈঠক করেন। সমাবেশে এ দুইটি ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই কাজটি পরাজিত সৈনিকদের চক্রান্ত থেকে হতে পারে বলে শুরা সদস্যগণ ধারণা করেন। এটার সমাধান এটাই যে, আমাদের সচেতন জাতিকে শত্রুদের এ ধরণের কাজের ব্যাপারে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তার সাথে সতর্ক থাকতে হবে এবং আমাদের ঐক্যবদ্ধ জাতির মধ্যে কাউকে শত্রুতা, হিংসা ও বিভাজনে উৎসাহিত করতে দেওয়া যাবে না, তা দল, গোত্র, ভাষা অথবা অঞ্চলসমূহ যেটার উপর ভিত্তি করে হোক না কেন, যাতে তাদের অনিষ্ট ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকে প্রতিরোধ করা যায়। এ ছাড়াও শুরা পরিষদ এ ধরণের সমস্যায় দেশের সকল রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক দলসমূহকে নিজেদের দলীয় চাহিদার ওপর জনগণ এবং জাতির চাহিদার প্রতি প্রাধান্য দেওয়ার অনুরোধ করেন। তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য এমন কোন বিবৃতি দেওয়া উচিত নয় যাতে করে জাতির ঐক্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং যা শত্রুদের জ্বালানো আগুনে আরও তেল ঢালতে সহায়তা করে।"

"সমাবেশে এটার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, এ ধরণের সংকটপূর্ণ মুহূর্তে শত্রু নিজেকে দ্রুত প্রত্যাহারের পূর্বেই তার হাত প্রসারিত করবে, তার জঘন্য অভ্যাস অনুসারে সে আশুরার শোকাবহ দিনের ন্যায় কোন কিছু ঘটানোর চেষ্টা করবে। সে ঐক্যবদ্ধ আফগান জাতির মধ্যে মুনাফিকি ও বিভক্তির বীজ বপন করতে প্রচেষ্টা চালায়, যাতে তাদের ঐক্য ভেঙে ফেলা যায়। কারণ সে তার সকল প্রচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সে তার সকল পরাজয়ের কারণে এই ঘটনাকে বন্দুকের নলা বানাতে চায় যার মাধ্যমে সে আমাদের মাজলুম এবং দরিদ্র জাতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু আমাদের সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ জাতি ধৈর্য হারাবে না। বেপরোয়াও হবে না। শত্রুর এ ধরণের কর্মকাণ্ডে



জাতীয়তাবাদী তালিবানরা রাফিদাদের উপর হামলার নিন্দা করে

তারা বোকাও হবে না। অন্যান্য সকল পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের মত তার এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুইটি ঘটনার ব্যাপারে আলোচনা করার পর সমাবেশের শেষে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।"

১) এই দুইটি ঘটনায় আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারের প্রতি ইসলামিক ইমারত সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। পাশাপাশি এ ধরণের সকল ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। ২) ইসলামিক ইমারত এ ধরণের ঘটনাগুলোকে আফগানিস্তানের দখলদারি ও এর (আফগানিস্তানের) শত্রুদের পরিকল্পনা ও কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। পাশাপাশি এটি (ইসলামিক ইমারত) তার নাগরিকদের ইসলামি দায়িত্ব পালনের দিকে আহবান করে, এরপর জাতীয় দায়িত্ব এবং এরকম একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা করতে একে অপরকে সহযোগিতা করার আহবান করে কারণ এই ঘটনার মত শত্রুদের কর্মকাণ্ডগুলো সকল নাগরিকদের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে এবং আমাদের মাতৃসম আফগানিস্তানের ক্ষতি করতে পারে। ৩) ইসলামি ইমারত বিশেষভাবে অনুরোধ করছে যে, আফগানিস্তানের শিয়াদের সকল আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেন পরিপূর্ণ সতর্ক থাকে, তাদের বিরুদ্ধে যা ঘটেছে তার ব্যাপারে এবং তাদের জনগণকে এই বাস্তবতা শিক্ষা দিতে বলছে যে, এই ঘটনা মোটেই আহলুস সুন্নাহ এবং শিয়াদের মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতার কারণে ঘটে নি। শত্রুদের কিছু এ দেশীয় দালালদের বেপরোয়া বিবৃতির দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ করা উচিত হবে না, যারা ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক এবং দেশীয় বিদ্বেষপূর্ণ রূপ দিতে চায়। এই দালালগুলো তাদের ব্যক্তি-স্বার্থে এবং তাদের প্রভুদেরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এসব করে থাকে। ৪) ইসলামি ইমারত তার সকল মুজাহিদিনদেরকে তাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে এবং এ ধরণের বীভৎস কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি প্রতিহত-করণের মাধ্যমে তাদেরকে যে কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে তা পালনের নির্দেশ প্রদান করছে।" [ইমারতের শুরা সদস্যদের জরুরী সমাবেশ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং আশুরার দিবসে কাবুল এবং মাজার-ই-শরিফে দুইটি আক্রমণের উপর প্রকাশিত বিবৃতি] [৭]

তারা রাফিদাদের প্রতি তাদের সান্ত্বনার বাণী পাঠায় এবং মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে (রাফিদা) সহায়তার ইচ্ছা ঘোষণা করে!

৭) রাফিদাদেরকে রক্ষা করতে আয-যাওয়াহিরি এবং তালিবান নেতাদের আরও অনেক উদ্ধৃতি আছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, দাবিক খণ্ড ৬, "আজ-যাওয়াহিরি, আল-হারারি ও আন-নাযারির আল কায়দা এবং অনুপস্থিত ইয়েমেনী প্রজ্ঞা"

রাফিদাদের প্রতি যারক্বাওয়ি মানহাজ

ইরাককে রাফিদাদের থেকে মুক্ত-করণে যাওয়াহিরি এবং জাতীয়তাবাদী তালিবানের ভ্রষ্টতার বিপরীতে শায়খ আয-যারক্বাওয়ির পরিকল্পনার তুলনা করাটাই সর্বোত্তম।

শায়খ আবু মুস'আব رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ শায়খ উসামা ইবন লাদিন رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ কে পাঠানো তাঁর প্রসিদ্ধ চিঠিতে বলেছিলেন, "রাফিদারা হলো অদমনীয় বাধা, লুকায়িত সাপ, বিদ্বেষ ও প্রতারণার বিচ্ছু, ওঁত পেতে থাকা শত্রু এবং মারাত্মক বিষ। আমরা এখানে দুই ধাপে যুদ্ধ শুরু করি। প্রথম যুদ্ধটি প্রকাশ্য এবং তা আক্রমণাত্মক শত্রু এবং পরিষ্কার কুফরের সাথে (লড়াই)। দ্বিতীয়টি একটি কঠোর ও তীব্র যুদ্ধ; এটা সেই সকল ধুরন্ধর শত্রুদের সাথে যারা বন্ধুর ন্যায় বেশ ধারণ করে, সমর্থন জানায় এবং ঐক্যের দিকে আহবান করে, কিন্তু তার অনিষ্ট গোপন রাখে এবং দিন রাত ফন্দি আঁটে, ইতিহাস জুড়ে সকল বাতিনী দলগুলোর উত্তরাধিকারী অর্জন করার পর তার নিজের চেহারার ওপর এমন দাগ পড়েছে যা কখনও মুছবে না। যথাযথ বিশ্লেষক ও সুক্ষ্মদর্শীরা বুঝতে পারেন যে শিয়া মতবাদ একটি প্রত্যক্ষ বিপদ এবং প্রকৃত চ্যালেঞ্জ। তারাই শত্রু, সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন; তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে? [আল-মুনাফিকুন: ৪]। সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাবলী ইতিহাসের বার্তাগুলোর সাক্ষ্য দেয় এবং বিশ্বকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, শিয়া মতবাদ এমন এক ধর্ম যা ইসলামের সাথে কোন কিছুতেই একমত পোষণ করে না শুধু মাত্র সেভাবে (একমত পোষণ করে) যেমন ভাবে খ্রিষ্টানদের সাথে ইহুদীদের "আহলে কিতাব" বলে মিল রয়েছে। শিয়া মতবাদের সব কিছুতেই প্রকাশ্য শিরক বিদ্যমান, যেমন কবর পূজা, কবরস্থান প্রদক্ষিণ করা, সাহাবিদেরকে তাকফির করা, উম্মুল মু'মিনিনদের এবং এই উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অভিশাপ দেওয়া, কুরআনের বিকৃতির দাবী করা –এটার (কুরআন) বাহককে অপবাদ দেওয়া মানে এটাকে অপবাদ দেওয়া- একই সাথে তাদের ইমামদের নিষ্পাপ হওয়ার দাবী করা ও সেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাদের (ইমাম) ওপর ওহীর অবতরণের ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং আরও বিভিন্ন ধরণের কুফর ও জানদাক্বাহ'র (জিন্দিকের চিহ্ন) বহিজরিপ্রকাশ যেগুলোর তাদের প্রামাণিক কিতাবাদি এবং প্রাথমিক উৎসগুলো পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আর তারা এই বই ও উদ্ধৃতিগুলো ছাপানো, বিতরণ এবং প্রচার করা থামিয়ে রাখে না।"

"যে স্বপ্নদর্শী এই স্বপ্ন দেখে যে, কোন শিয়া তার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং নাওয়াসিবদের (রাফিদারা আহলুস সুন্নাহকে এই নাম দিয়েছে) প্রতি তাদের প্রাচীন বিদ্বেষ ভুলে যেতে পারবে, সে ভুল করছে। সে ঐ ব্যক্তির মত, যে মনে করে যে কোন 'খ্রিস্টান' মসীহের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ধারণা পরিত্যাগ করে [এবং এর পরও নিজেকে 'খ্রিষ্টান' বলে মনে করে]। কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি কখনও তা করতে পারে?"

এরপর তিনি বলেন, "ইতিহাস জুড়ে ও যুগ যুগ ধরে রাফিদারা একটি বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক দল। এটা এমন দল যাদের যুদ্ধ সরাসরি আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে।"

এরপর তিনি ব্যাখ্যা করতে থাকেন যে, রাফিদারা তাদের বাহিনীগুলোর পৃথকীকরণ শুরু করেছিল এবং নতুন ভাবে ইরাকি সরকার, আর্মি এবং নিরাপত্তা বিভাগে যোগদান শুরু করেছিল



পৌত্তলিক রাফিদাদের দ্বারা তৈরিকৃত মুরতাদ ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনী

আমেরিকানদের নজরের অধীনে এবং আমেরিকানদের সহায়তায়। রাফিদারা জানত যে, আহলুস সুন্নাহর সাথে তাদের সরাসরি সংঘর্ষ শুধুমাত্র রাফিদাদের স্বার্থেই আঘাত করবে কেননা তখন আহলুস সুন্নাহ জিহাদের পথে জেগে উঠবে। রাফিদারা বিশ্বাস করত যে, এ ধরণের সংঘর্ষ ততদিন পর্যন্ত বিলম্বিত করতে হবে যতদিন পর্যন্ত না রাফিদারা নিজেরাই ক্রুসেডার-সমর্থিত সরকার পরিচালনা করছে। এবং তারা এ ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আহলুস সুন্নাহর সাথে বহু অপরাধ করেছে যেমন বহু মুজাহিদিন, আলেম, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের হত্যা করেছে, তবে সবসময় তা করেছে গোপনে; এক্ষেত্রে রাফিদারা অনেক সুবিধা করতে পেরেছে কেননা তারা আরবিতে কথা বলতো, দেখতে ইরাকি ছিল এবং ইরাকের অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে তারা ভাল জানতো, যা আমেরিকানদের বিপরীত, কারণ সহজে তাদের চেনা যেত। একারণে তারা আমেরিকানদের থেকে বড় বাধা এবং ভয়ানক শত্রু ছিল। এছাড়াও রাফিদারা তাক্বিয়্যাহ পালনের মাধ্যমে এবং নিজেদের কুফর ও বিদ্বেষকে লুকিয়ে রেখে কিছু আহলুস সুন্নাহ'র সরলতার সুযোগ নিয়েছিল। আর তাই এ ধরণের ষড়যন্ত্রের ফলে, আমেরিকার সাথে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসকল মুজাহিদিন নিহত হয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নিহত হয়েছিলেন রাফিদাদের দ্বারা।

এই আলোচনার পর, তিনি শুরু বলেন, "রাফিদারাই পরিবর্তনের মূল চাবি। আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামরিক কেন্দ্রে আক্রমণ এবং আঘাত হানা উচিত। এটা তাদেরকে আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ ভাবকে প্রকাশ করতে বাধ্য করবে এবং তাদের অন্তরের লুকায়িত বাতিনী বিদ্বেষের দাঁত উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যদি আমরা সফল হই, তাহলে অমনোযোগী সুন্নিদের জাগানো সম্ভব হবে, কেননা তারা



মুজাহিদিনগণ কর্তৃক ধ্বংস হওয়ার পূর্ব একটি রাফিদা মন্দিরের চিত্র



রাফিদা অপরাধীরা তাদের কুৎসিত নেতা মুক্বতাদা আস-সাদারের ছবি প্রদর্শন করছে

সাবাইয়্যাদের (ইবনে সাবার অনুসারী) হাতে নিজেদের নিশ্চিত বিপদ এবং আসন্ন মৃত্যু অনুভব করবে। দুর্বলতা এবং বিভক্তি স্বত্বেও আহলুস সুন্নাহ যুদ্ধের ময়দানে ধারালো অস্ত্র এবং এসব বাতিনিয়্যাহদের তুলনায় আরও অধিক দৃঢ় এবং সত্যবাদী, অপর দিকে রাফিদারা বিশ্বাসঘাতক এবং কাপুরুষ। তারা শুধু দুর্বলদের আক্রমণ করে। তারা শুধু অসহায়দের আক্রমণ করে। অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহ এই লোকগুলোর ভয়াবহতা বোঝে এবং সেই ব্যাপারে চিন্তিত ও ভীত যে রাফিদারা যদি জমিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়! ভীরু নিরস্ত সূফী এবং ইখওয়ানদের নেতৃত্বের কারণে যদি এমনটা না হতো, তাহলে জনগণের অবস্থা আরও ভালো হত।" এ ঘটনার মাধ্যমে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি এ আশাও করা যায় যে, এতে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের পূর্বেই রাফিদাদের নখ ছেঁটে ফেলা যাবে এবং তাদের কুকুরের মত দাঁত টেনে উপড়ে ফেলা যাবে। এছাড়াও আশা করা যায় যে, এতে আমেরিকানদের প্রতি সাধারণ জনগণের ক্রোধকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে, যারা (আমেরিকানরা) এই ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং এই ক্ষতির জন্য দায়ী। এটা (উপলব্ধি) তাদেরকে আরামদায়ক জীবন উপভোগ করা থেকে বিরত রাখবে, সেই আনন্দ উপভোগ করতে বাঁধা দান করবে যা পূর্বে তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, যেমন আরামে নিমজ্জিত থাকা, জমিনকে আঁকড়ে ধরা, নিরাপত্তা পছন্দ করা এবং সর্বোপরি তরবারির ঝংকার এবং ঘোড়া চালনা হতে বিরত থাকা।"

"আক্রমণের পদ্ধতি: আমাদের অবস্থা নির্দেশ করে যে, আমরা বিষয়টিকে সাহসিকতা ও স্পষ্টতার সাথে মোকাবেলা করি এবং সমাধানের চেষ্টা করি ... আমরা মনে করি এর সমাধান হল এবং আল্লাহ ভাল জানেন, রাফিদাদের মুখোশ উন্মোচন করা এবং আহলুস সুন্নাহকে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত করা ও তাদের থামাতে উদ্বুদ্ধ করা। এটা বেশ কিছু কারণেঃ ক) রাফিদারা মুসলিমদের সাথে গোপন যুদ্ধের ঘোষণা করেছে। তারা আহলুস সুন্নাহ'র নিকটতম এবং ভয়ানক শত্রু। যদিও আমেরিকানরাও প্রধান শত্রুদের মধ্যে অন্যতম কিন্তু রাফিদারা আমেরিকানদের থেকে উম্মাহর প্রতি আরও অধিক ভয়ানক এবং আরও বেশী কষ্টদায়ক...খ) তারা আমেরিকানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে সমর্থন করেছে, মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে তাদের সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং তারা জিহাদ ও মুজাহিদিনদের শেষ করতে আমেরিকানদের জন্য তাদের মূল্যবান সবকিছু কুরবানি করেছে এবং চলমান ভাবে করবে। গ) এই উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এই যুদ্ধের জন্য জাগ্রত করার একটা উপায় হলো রাফিদাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ।"

অন্যত্র তিনি আরও বলেন, "ঐ সকল মুরতাদ দালাল -বিশেষ করে রাফিদারা- যারা মুসলিমদের নিকটে অবস্থান করে, তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে শেষ না করলে ইহুদি খ্রিস্টানদের মত কুফফার শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় সম্ভব নয়। ইতিহাস থেকে এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, উবাইদি রাফিদাদের সহায়তায় ক্রুসেডারদের হাতে বায়তুল মাক্বদিসের পতন হয়েছিল, কিন্তু ক্রুসেডারদের প্রতি সালাহউদ্দিনের তুলনায় নুরউদ্দিন মাহমুদ অধিক কঠোর স্বত্বেও সালাহউদ্দিনের হাতে ছাড়া তা পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নি। বরং আল্লাহ তায়ালা সালাহউদ্দিনের হাতেই বায়তুল মাক্বদিসের বিজয় ও মুক্তি দান করেছিলেন। কিন্তু কখন? যখন তিনি উবাইদি রাফিদাদের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত ও ধ্বংস করেছিলেন। তারপর তিনি যুদ্ধ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন, যতদিন না বিজয় আসে এবং বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার হয়, যা রাফিদাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বছরের পর বছর ধরে ক্রুসেডাদের হস্তগত ছিল।"

"এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা ইতিহাস আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। এই শিক্ষা থেকে কারও গাফেল থাকা উচিত নয়। আসলি কুফফারদের [৮] পাশাপাশি মুরতাদ কুফফারদের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত আমরা কখনই আসলি কুফফারদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারব না। খুলাফাহ আর-রাশিদিনদের যুগে ইসলামের বিজয় তখনই হয়েছিল যখন আরব উপদ্বীপ থেকে মুরতাদদের অপসারণ করা হয়েছিল।" [হাল আতাকা হাদিস আর-রাফিদা]

দুইটি মানহাজের মধ্যে পার্থক্য হলো তাকফিরের ক্ষেত্রে। শাইখ আবু মুস'আব রাফিদাদের রক্ত ঝরানোকে ওয়াজিব মনে করতেন, তাই তিনি বিনা সংকোচে এমন অভিযান পরিচালনা করতেন যা তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত। প্রতিদিন ইরাকে রাফিদাদের শহর ও লোকালয়সমূহে গাড়ি বোমা এবং ট্রাক বোমা দ্বারা হামলা পরিচালিত হত। অপরপক্ষে, আয-যাওয়াহিরি রাফিদাদের অপবিত্র রক্ত ঝরানোকে হারাম বলে মনে করে আর তাই সে এসকল পৌত্তলিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের পুনর্জাগরণের সমালোচনা করে!

রাফিদারা কি মুরতাদ নাকি আসলি কুফফার?

এই প্রশ্নটি কিছু জাহেল লোকদের বিভ্রান্ত করেছে, কারণ তারা মনে করেছে রাফিদাদের মুরতাদ বলে ঘোষণা দিলে যে সকল রাফিদারা রাফ্দ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তারা একসময় সত্যিকার মুসলিম ছিল বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই জাহেল লোকগুলো দাবি করে যে, যে ব্যক্তি রাফিদাদের মুরতাদ বলে ঘোষণা করে সে নিজেই মুরতাদ হয়ে যায়, কারণ তাদের মতে তারা কুফরকে ইসলাম হিসেবে আখ্যায়িত করলো।[৯] কিন্তু তাদের এই ধারনা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

তালহা ইবন মুসাররিফ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ মৃঃ ১১২ হিজরি) বলেন, "রাফিদা -দের মহিলাদের বিয়ে করা যাবে না। রাফিদাদের জবাইকৃত

৮) সম্পাদকের কথাঃ আসলি কাফির হলো সেই কাফির যার ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, যেমন ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু ইত্যাদি। যে কাফির একসময় মুসলিম ছিল এবং এরপর ইহুদি অথবা খ্রিস্টান হয়ে গেছে সে মুরতাদ। একইভাবে, যে কুফফাররা "ইসলাম" এর সাথে কুফর এবং শিরক মিশ্রিত করে -যেমন রাফিদা, তাওয়াগ্বিত এবং নুসাইরিয়্যাহ- তারাও মুরতাদদিন।

৯। এরকম মূর্খদের একটি উদাহরণ দাবিক ৬, "একটি খারেজি সেল উন্মোচন", পৃঃ ৩১ এ দেওয়া আছে।



কুৎসিত পৌত্তলিক রাফিদা, ইয়াসির আল-হাবীব, আয়শা (رضي الله عنها) এর মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছে

ব্যানারে লেখা "আল্লাহু আকবার, আয়শা জাহান্নামে।" নাউযুবিল্লাহ!

মাংস খাওয়া যাবে না। কারণ তারা হচ্ছে মুরতাদ জনগোষ্ঠী" [আল ইবানাহ আস-সুগরা – ইবন বাত্তাহ]।

রাফিদারা দল হিসেবে এবং ব্যক্তি হিসেবে মুরতাদ হওয়ার বিধান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আলেমগণ ব্যক্ত করে গিয়েছেন। বাতিনিয়্যাদের সাথে সাথে দ্রুজ, নুসাইরী, ইসমাইলি এবং ঐসব দলগুলোর ব্যাপারে -যাদের উৎপত্তি হয়েছিল এসব উলামাদের শত শত বছর পূর্বে- ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং অন্যান্য উলামাদের ফাতওয়া এটাই ছিল। ব্যক্তিগতভাবে রাফিদারা বা বাতিনিরা ইসলামের পূর্বশর্ত মেনে সত্যিকার মুসলিম হয়েছিল, এর সাথে এই ফাতওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি ভিতরে নিফাক রেখে ইসলাম দাবী করে এবং পরবর্তীতে তার মুনাফিকি প্রকাশিত হয়ে যায় অথবা একজন ইয়াহুদি যে শাহাদাহ উচ্চারণ করে এবং পরে দাবি করে সে শুধুমাত্র হাস্যরস করছিল, এদের বিধানের মতই যে ব্যক্তি একজন রাফিদি হিসেবে বেড়ে উঠেছে সে মুরতাদ, যদিও সে কখনোই প্রকৃত মুসলিম ছিল না। এটাই ছিল শত শত বছর ধরে মুরতাদ দলগুলোর ব্যাপারে উলামাদের ফাতওয়া।[১০]

এই হুকুম নির্দেশ করে যে, রাফিদাদেরকে সেই তলোয়ার দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে যা রিদ্দাহ'র বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, যা আসলি কুফফারদের বিরুদ্ধে তলোয়ার থেকে আলাদা। দুটি তলোয়ারের মধ্যে পার্থক্য হলঃ ১) মুরতাদকে বন্দী করার পর সে যদি তওবাও করে, তাকে হত্যা করা যাবে। ২) মুরতাদ জিম্মি হওয়ার জন্য জিযিয়া প্রদান করতে পারবে না। ৩) মুরতাদদিনদের সাথে কোন সন্ধি করা যাবে না। ৪) মুরতাদ পুরুষদেরকে ক্রীতদাস রূপে নেওয়া যাবে না। ৫) মুক্তিপণ স্বরূপ মুরতাদকে নিষ্কৃতি দেয়া যাবে না। ৬) ক্ষমার দরুন মুরতাদকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। ৭) মুরতাদকে পুনরায় ইসলামে আসার জন্য জোর করা যাবে ইত্যাদি।[১১]

রাফিদারা আসলি কুফফার, এ দাবির মাধ্যমে এটাই নির্দেশ করে যে, বন্দী হওয়ার পর তওবাহ করলে তাদের মারা যাবে না এবং তারা রাফিদা হয়ে থাকতে পারবে, জিযিয়া প্রদান করবে এবং আহলুয-যিম্মা হবে, তাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করা যাবে, তাদের পুরুষদের দাস রূপে গ্রহণ করা যাবে, তাদের মুক্তিপণ বা বিশেষ ক্ষমার মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া যাবে এবং তাদের ইসলামে প্রবেশের জন্য জোর করা যাবে না! একজন পথভ্রষ্ট গণ্ডমূর্খ এটাও দাবি করতে পারে যে, তারা খ্রিস্টান ও ইয়াহুদিদের তুলনায় আহলুল কিতাব হবার বেশি যোগ্য, যেহেতু রাফিদাদের কিতাব আছে যদিও তারা ঐ কিতাবকে বিকৃত বলে বিবেচনা করে!

যদি কেউ সালাফদের থেকে আছার কিতাবগুলো অনুসন্ধান করে, সে এই অদ্ভুত মতামতগুলোর কোন উপস্থিতি খুঁজে পাবে না। পরিশেষে, রাফিদারা যে মুরতাদ এটা বললে জিহাদের তরবারি তাদের নিকৃষ্ট গর্দানে বেশি কঠোরভাবে চালানো যাবে।

আহলুস-সুন্নাহ'র বিরুদ্ধে রাফিদাদের অপরাধ

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ (رحمه الله মৃত্যুঃ ১৯৮হিঃ) বলেন, "কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোন একজন সাহাবার প্রতি বিদ্বেষ ধারণ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে বাকি সমস্ত মুসলিমদের প্রতি তার চেয়ে বেশি বিদ্বেষ ধারণ করে।" [আল-ইবানাহ আস-সুগারা – ইবনে বাত্তাহ]

আল্লাহর কসম, তিনি সত্যই বলেছিলেন। কিভাবে কেউ আবু বকর এবং তার মেয়ে আয়েশার প্রতি বিদ্বেষ ধারণ করতে পারে, যখন



ইরানে আহলুস-সুন্নাহদের বিরুদ্ধে রাফিদাদের অপরাধ

১০ এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম ভিন্নমত পোষণ করেন আস-সান'আনী (মৃত্যুঃ ১১৮২ হিজরি)। 'আব্দুল-লাতিফ আল আশ-শায়খ (মৃত্যুঃ ১২৯৩ হিজরি) তার "মিসবাহ আয-যালাম" কিতাবে এই মতের সমালোচনা করেন।

১১ ফিকহ এর কিতাব সমূহে এই ব্যাপারে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

কি না এই দুই ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং তাহলে তারা কি সাধারণ মুসলিমদের আরও বেশি ঘৃণা করে না! এভাবেই রাফিদারা ইসলামের বিরুদ্ধে করা প্রায় সকল ষড়যন্ত্রেই ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, "কারণ তারা মনে করে যে, মুসলিমদের মধ্যে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের থেকেও খারাপ কুফর রয়েছে, তারা দ্বীনের শত্রুদের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে, যাদের শত্রুতার ব্যাপারে সবাই জানে যেমন, ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুশরিকরা। তারা আল্লাহর আউলিয়াদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, যারা দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং ধর্মপ্রাণদের নেতা।" [মিনহাজ আস-সুন্নাহ]। তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিৎ তার ও তার পূর্বের যুগের অনিষ্ট, ফিতনা এবং ফাসাদপূর্ণ ঘটনা সমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। সে দেখতে পাবে যে বেশিরভাগ ঘটনা সমূহ রাফিদাহদের থেকে এসেছে। ফিতনা এবং অনিষ্ট তৈরিতে আপনি রাফিদাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে পাবেন।" [মিনহাজ আস-সুন্নাহ]

এই কারণে শায়খ আয-যারক্বাওয়ি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, "ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা স্মরণ করলে, অতীত যুগের সাক্ষ্যসমূহ, বর্তমান ঘটনাসমূহের লক্ষণগুলো এবং আজকের দিনের অভিজ্ঞতা থেকে {তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?} [আল-মুনাফিকুনঃ ৪] এই আয়াতের অর্থ খুব ভালোভাবে বোঝা যায় । ইতিহাস জুড়ে, তারাই ছিল উম্মাহর গলদেশে এক তীব্র যন্ত্রণা, উম্মাহর পিঠে একটি ছুরি, সেই ইঁদুর যে বাঁধকে ধ্বংস করে এবং সেই সেতু যা দিয়ে উম্মাহর শত্রুরা অতিক্রম করে।"

"শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ সত্যই বলেছিলেন, যখন তিনি তাদের মুসলিমদেরকে তাকফির করার ব্যাপারটি বর্ণনা করার পরে তাদের অবস্থান বর্ণনা করে বলেন, "এই কারণেই তারা মুসলিম জনসাধারণের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা করেছে। তারা মঙ্গোলদেরও সহযোগিতা করেছিল। তারা কুফফারদের রাজা চেঙ্গিস খানের মুসলিম ভূমি আক্রমণ করার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। হালাকু খানের ইরাক আক্রমণ, আলেপ্পো দখল এবং সালিহিয়্যাহ'তে লুঠতরাজের কারণ তারাই ছিল। এছাড়াও তারা হিংসা ও ছলচাতুরী সঙ্গে আরও অনেক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই কারণে, প্রথম ঘটনার পর মিশরে ফিরে যাওয়ার সময় মুসলিম বাহিনীতে লুঠতরাজ চালিয়েছিল। এই কারণে, সশস্ত্র ডাকাতি মাধ্যমে, তারা মুসলমানদের মহাসড়কগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই কারণে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মঙ্গোল এবং ফ্রাঙ্কদের সহযোগিতা


আহলুস-সুন্নাহদের বিরুদ্ধে রাফিদাদের শত্রুতা তারা যাকে পায় তার প্রতিই অবিরাম প্রকাশ করে

করেছিল। তাদের বড় দুঃখ প্রকাশিত হলো যখন ইসলাম আবার জয়ী হয়ে উঠেছিল। একইভাবে, যখন মুসলমানগণ 'আক্কাহ'র তীর সমূহ এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়েছিলেন, রাফিদারা তখন খ্রিস্টানদের সমর্থন করেছিল এবং মুসলিমদের থেকে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছিল ... এই যা কিছু আমি বর্ণনা করেছি তা হচ্ছে তাদের অনিষ্টতার একটি অংশ, আসলে তাদের সমস্যা আরও অনেক বৃহৎ। সকল সারির এবং স্তরের মুসলমানদের জন্য তাদের অন্তরে রয়েছে হিংসা এবং ক্ষিপ্ততা – যা অন্য কোনও মানুষের অন্তরে পাওয়া যায় না। তাদের মতে, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল আল্লাহর আওলিয়াদের অভিসম্পাত করা ... রাফিদারা হচ্ছে তারাই, যারা উম্মাহকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। তাদের একটি অন্যতম মূলনীতি হল খুলাফায়ে রাশেদাগণের মত উম্মতের নেতৃত্ব এবং আলেমদের তাকফির করা এবং তাদের অভিসম্পাত করা, কারণ যে অস্তিত্বহীন "নিষ্পাপ" ইমামদের বিশ্বাস করল না সে আল্লাহ এবং তার রাসূলে ﷺ বিশ্বাস স্থাপন করল না। রাফিদারা মঙ্গোলদের এবং তাদের রাষ্ট্রকে ভালবাসতো কেননা এর দ্বারা এমন সম্মান লাভ করেছিল যা মুসলিম রাষ্ট্রে লাভ করতে পারত না। যদি মুসলিমরা খ্রিস্টান এবং মুশরিকিনদের উপর জয়লাভ করে, তাহলে এটি রাফিদাদের গলদেশে এক তীব্র যন্ত্রণা হয়ে যায়, আর যদি খ্রিস্টান এবং মুশরিকিনরা মুসলিমদের উপর জয়লাভ করে, তাহলে তা তাদের জন্য আনন্দ উদযাপনের কারণ হয়। [মাজমু আল-ফাতওয়া]। এই ছিল তাঁর কথার সমাপ্তি, رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ এটি এমন যেন তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন এবং তা নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করছেন, যখন তিনি বলেন, 'আর অনুরূপভাবে, যদি ইহুদিরা ইরাকে বা অন্য কোথাও কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে রাফিদারা হবে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থনকারী, কারণ তারা সবসময়ই কাফেরদের সমর্থন করে থাকে যেমন মুশরিকিন, ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদেরকে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং যুদ্ধে তাদের সর্বদা সহযোগিতা করে।' [মাজমু আল-ফাতওয়া] [ইলা উম্মাতি আল-গালিয়াহ]

উসমান, আলী এবং মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর শাসনকালের শুরুর দিকের ফিতনার পিছনে ছিল রাফিদারা। রাফিদারা আল-হুসাইন رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ হত্যার পিছে ছিল। রাফিদারা তথাকথিত "ফাতিমি" রাষ্ট্রের দ্বারা 'আব্বাসি খিলাফাহ' এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। তারা আব্বাসি খুলাফাহ এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে মঙ্গোলদের সহযোগিতা করেছিল। শামে এবং ফিলিস্তিন আক্রমণে তারা ফ্রাঙ্ক এবং খ্রিষ্টানদের সমর্থন করেছিল। তারা সাফাভী রাষ্ট্রের দ্বারা আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আফগানিস্তান এবং ইরাকে আক্রমণের ক্ষেত্রে তারা আমেরিকানদের সহযোগিতা করেছিল। তারা শামে নুসাইরী সরকারকে সমর্থন করে এবং ইয়েমেনে রাফিদি মিলিশিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা অবিরামভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত রাফিদারা দাজ্জালের পতাকার নিচে ইহুদীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়।

রাফিদা এবং দাজ্জাল

রাসূল ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেছেন, এমন কি মুসলিমদের দাজ্জালের ফিতনা থেকে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল ﷺ দাজ্জালের অনেক বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন। সুন্নাহতে দাজ্জালের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের চামড়া হবে লাল বর্ণের এবং সে মোটা হবে। [ইবন উমার থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত]। বর্ণিত আছে যে, তার চুল হবে খুবই কোঁকড়ানো। [ইবন উমার থেকে



রাফিদাদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সমূহ কুফর আর গোমরাইতে পরিপূর্ণ

মুসলিমে বর্ণিত]। এছাড়াও বর্ণিত আছে যে, সে হবে তামাটে। [জুনাদা ইবনে আবি উমায়াহ থেকে ইমাম আহমাদে বর্ণিত]। তার আরও বর্ণনা আছে যে, সে হবে ইহুদী। [আবু সাইদ আল খুদরি থেকে মুসলিমে বর্ণিত]। তার আরও বর্ণনা আছে যে, সে পূর্বদিকে সমুদ্রের তীরে এক দ্বীপে আছে, শিকল বদ্ধ এবং অবরুদ্ধ অবস্থায় । [ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে মুসলিমে বর্ণিত]। তার বর্ণনা আছে সে পূর্ব দিক থেকে মদিনার দিকে আসবে। [আবু হুরায়রা থেকে মুসলিমে বর্ণিত]। পৃথিবী তার জন্য ভাঁজ করা হবে যাতে সে চল্লিশ দিনে এটি অতিক্রম করতে পারে। [ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে ইবনে হিব্বানে বর্ণিত]। সে পৃথিবীর কোন ঝর্নায় না থেমে ছাড়বে না। [জাবির থেকে ইমাম আহমাদে বর্ণনা করেছেন]। সে ধ্বংস স্তূপের পাশ দিয়ে যাবে এবং আদেশ করবে এর ভিতরের সম্পদ বেরিয়ে আসতে এবং এই সম্পদ তার পেছনে মৌমাছির মতো অনুসরণ করবে [আন নাওয়াস ইবনে সাম'আন থেকে মুসলিমে বর্ণিত]।

উপরে বর্ণীত বৈশিষ্ট্যগুলো রাফিদাদের কিতাবে বর্ণীত মাহদির অনুরূপ। তার চুল খুবই কোঁকড়ানো [ইলজাম আন-নাসিব – আল হাইরি]। সে হবে তামাটে। [আল গায়বা – আত তুসি]। তার বড় পেট আছে। [আল গায়বা আন-নুমানি]। তার চামড়ার রঙ লাল [আল গায়বা আন-নুমানি]। সে বনী ইসরাইলদের লোকদের মত। [ইলজাম আন নাসিব – আল-হাইরি]। বর্তমানে সে একটি সবুজ দ্বীপে আছে এবং শিকল বদ্ধ অবস্থায় আছে তার প্রতিরক্ষার জন্য। [ইলজাম আন-নাসিব – আল-হাইরি]। সে নির্বাসিত এবং একা। [বিহার আল-আনোয়ার – আল-মাজলিসি]। সে পূর্ব থেকে তার আহ্বান শুরু করবে। [বিহার আল-আনোয়ার – আল-মাজলিসি]। পৃথিবী তার জন্য ভাজ করে আনা হবে। [ইলজাম আন-নাসিব]। সে পৃথিবীর কোন ঝর্নায় না থেমে ছাড়বে না। [কাশফ আল-গুম্মা – আল-ইরবিলি]। পৃথিবীর সম্পদগুলো তার জন্য নির্গত হবে। [ই'লাম আল-ওয়ারা – আত-তাবরাসি]। তার সাথের ফেরেশ্তারা তার জন্য দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিবারের তলোয়ার বহন করবে [আল-কাফি – আল-কুলাইনি]। সে মুসা এবং হারুন এর সিন্দুক বের করবে এবং এর দ্বারা শহর সমূহ জয় করবে। [আর-রাজআহ – আল-ইহ্সা'ই]। তার সাথে থাকবে মুসার লাঠি এবং সুলাইমানের আংটি। [ই'লাম আল-ওয়ারা – আত-তাবরাসি]। তার কাছে মুসার ফলক থাকবে। [আল-কাফি – আল-কুলাইনি]।

সন্দেহাতীত ভাবে, এই জাল বর্ণনাসমূহ মিথ্যাভাবে আহ্লুল-বাইতের উপর আরোপ করা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে যা ইহুদীদের মসীহ দাজ্জালকে বর্ণনা করে। এই বিবরণগুলো মিথ্যা হওয়া স্বত্বেও, এই মিথ্যা তাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করে, রাফিদারা তা অনুসরণ করতে কঠোর সংগ্রাম করে, যেহেতু তারা এগুলোকে তাদের ধর্মের প্রধান খুঁটি হিসেবে বিবেচনা করে। এই বর্ণনা সমূহ কি ইবনে সাবা এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে ইহুদীরা পরিবর্তন করেছে? নাকি দাজ্জালের এই চক্রান্তগুলো তার শয়তানের জাল দ্বারা রাফিদাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে? নাকি এগুলো রাফিদারা ঘুমের মধ্যে শয়তানের দ্বারা পেয়েছে? আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন! [১২]

উপসংহার

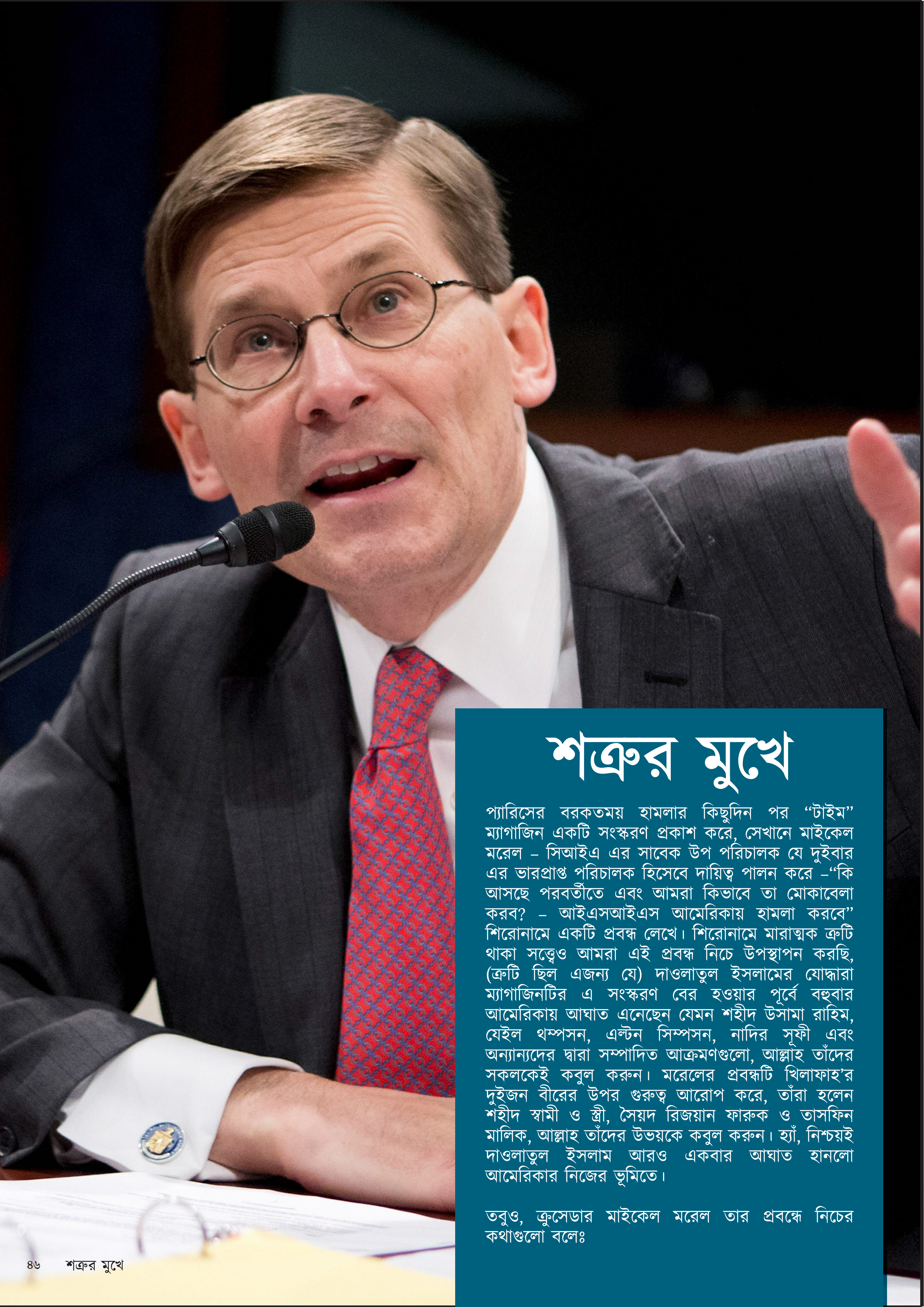
এরাই হচ্ছে রাফিদা। তারা এমন মুরতাদ দল যারা মৃতদের ইবাদতে ডুবে আছে, যারা অভিসম্পাত করে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবি এবং রাসূলের ﷺ স্ত্রীদের, দ্বীনের ভিত্তিতে (কোরআন এবং সুন্নাহ) সন্দেহের বিস্তার করে, যারা রাসূলের ﷺ সম্মানের অবমাননাকারি এবং তাদের "বারো" ইমামদেরকে নবী এমনকি আল্লাহর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়! তাদের পুরো অনুসারীদের দল তাদের প্রধানদের এবং নেতাদের রিদ্দাহ'তে অংশ নেয়। সে অনুসারে, রাফিদাদের সাধারণ মানুষ এবং "আলেমদের" মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, (পার্থক্য আছে) শুধুমাত্র জিহাদি দাবীদারদের রোগগ্রস্ত অন্তরে । কারণ তারা শুধু আবু বকর এবং উমরকেই অস্বীকার করে নি, বরং অস্বীকার করেছে ইসলাম এবং এই দ্বীনের মুল ভিত্তিকে। এবং ইতিহাস জুড়ে, তারা কখনই ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের সাথে একত্রিত হয়ে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করতে ইতস্তত বোধ করে নি।

সুতরাং, রাফিদারা হচ্ছে মুরতাদ মুশরিক যাদের যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে হত্যা করতে হবে, যতক্ষণ না দুনিয়ার বুকে কোনও রাফিদা বেঁচে থাকে, যদিও জিহাদের দাবিদাররা এটা পছন্দ করে না এবং যদিও জিহাদের দাবিদাররা তাদের কথার দ্বারা রাত দিন তাদেরকে (রাফিদাদের) প্রতিরক্ষা করে। রাফিদা এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে সাবা মুসলিমদের খিলাফাহকে ঘৃণা করেছে, তাঁদের সারিতে শত্রুতা ছড়িয়েছে, ভিন্নমত পোষণ করতে উৎসাহ দিয়েছে এবং ঐতিহাসিক খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর নামে। এটি এমন একটি গুন যা রাফিদাদের সাথে সাথে জিহাদের দাবিদাররাও বহন করে। তাই এটা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, জিহাদের দাবিদাররা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং রাফিদাদের মন্দির, বাজার ও তাদের এলাকাতে আক্রমণ করার নিন্দা জানাচ্ছে।

পরিশেষে, রাফিদারা অপেক্ষা করছে ইহুদী দাজ্জালের জন্যে, যারা ইয়াহুদিদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাকে (দাজ্জাল) সাহায্য করার চক্রান্ত করে। সুতরাং, যখন শেষ দিবসের সময় ঘনিয়ে আসছে, একজন মুসলিমের উচিৎ এই বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসা যা জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের দ্বারা ছড়ানো হচ্ছে, এর পরিবর্তে তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং রাফিদাদের, যারা তাদের অনুসরণ করে এবং যারা তাদের প্রতিরক্ষা করে তাদের সম্পর্কে ভাবা উচিত এবং আল্লাহর কাছে এ দুয়া করা উচিত যেন তার হৃদয় ইসলামের উপর অটুট থাকে, তিনি যেন তাকে দাজ্জালের অনিষ্ট এবং অন্যান্য ফিতনা হতে তাকে রক্ষা করেন এবং যেন তার হৃদয় সত্য দ্বারা আলোকিত করেন, যতক্ষণ না আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যখন তিনি তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

---

১২ রাফিদাদের "মাহদী"র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও জানতে দাবিকের ১১ তম সংখ্যার "আর-রাফিদা: আদ-দাজ্জাল" আর্টিকেলটি দেখুন



শত্রুর মুখে

প্যারিসের বরকতময় হামলার কিছুদিন পর "টাইম" ম্যাগাজিন একটি সংস্করণ প্রকাশ করে, সেখানে মাইকেল মরেল – সিআইএ এর সাবেক উপ পরিচালক যে দুইবার এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে –"কি আসছে পরবর্তীতে এবং আমরা কিভাবে তা মোকাবেলা করব? – আইএসআইএস আমেরিকায় হামলা করবে" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখে। শিরোনামে মারাত্মক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা এই প্রবন্ধ নিচে উপস্থাপন করছি, (ত্রুটি ছিল এজন্য যে) দাওলাতুল ইসলামের যোদ্ধারা ম্যাগাজিনটির এ সংস্করণ বের হওয়ার পূর্বে বহুবার আমেরিকায় আঘাত এনেছেন যেমন শহীদ উসামা রাহিম, যেইল থম্পসন, এল্টন সিম্পসন, নাদির সূফী এবং অন্যান্যদের দ্বারা সম্পাদিত আক্রমণগুলো, আল্লাহ তাঁদের সকলকেই কবুল করুন। মরেলের প্রবন্ধটি খিলাফাহ'র দুইজন বীরের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তাঁরা হলেন শহীদ স্বামী ও স্ত্রী, সৈয়দ রিজয়ান ফারুক ও তাসফিন মালিক, আল্লাহ তাঁদের উভয়কে কবুল করুন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দাওলাতুল ইসলাম আরও একবার আঘাত হানলো আমেরিকার নিজের ভূমিতে।

তবুও, ক্রুসেডার মাইকেল মরেল তার প্রবন্ধে নিচের কথাগুলো বলেঃ

“আইএসআইএস যুক্তরাষ্ট্র (যুক্তরাষ্ট্র) ও এর বৈদেশিক স্বার্থের জন্য গুরুতর হুমকি বহন করে এবং এই হুমকি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে । বাস্তবে উপলব্ধি করলে এই হুমকির প্রকৃতি ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় যে, আইএসআইএস – একসাথে একাধারে – একটি সন্ত্রাসী দল, একটি রাষ্ট্র এবং একটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আন্দোলন। আমরা কখনই এরকম শত্রুর সম্মুখীন হই নি।”

“একটি সন্ত্রাসী দল হিসেবে, আইএসআইএস আমাদের স্বদেশের জন্য হুমকি বহন করে। যদিও এই হুমকিটি পরোক্ষ, তারপরেও আইএসআইএস এর এ ক্ষমতা রয়েছে যে তারা আমেরিকান যুবকদের মগজ ধোলায় করে তাদের মাধ্যমে এখানে আক্রমণ করতে সক্ষম। নিজেদের ভূমিতে চরমপন্থিদের ব্যাপারে এফবিআই এর কাছে ৯০০ এর মত তদন্ত রয়েছে, যার অধিকাংশ চরমপন্থি হয়েছে আইএসআইএস এর দ্বারা এবং এই তদন্ত গুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ ঐ সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে যারা হয়ত এখানে চক্রান্ত করছে ...।”

“এই ভূমিতে সম্ভাব্য আক্রমণের সংখ্যা প্রচুর। আল কায়দার সমস্ত অনুসারীদের সংখ্যা আইএসআইএস এর অনুসারীদের সংখ্যার তুলনায় খুবই নগণ্য। সময়ের আবর্তনে, পরোক্ষ হুমকিটি -যদি চরমভাবে অধঃপতিত না হয়- প্রত্যক্ষ হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। আর তা হচ্ছে আইএসআইএস ইরাক ও সিরিয়ায় এর নিরাপদ স্থান থেকে এই ভূমিতে সরাসরি আক্রমণের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকবে, যেমনটি করেছে প্যারিসে।”

“এরকম আক্রমণ গভীরভাবে চিন্তার বিষয় কারণ এ ভূমিতে যে আক্রমণ হয়েছে তার থেকে আরও বাস্তবধর্মী, জটিল এবং আরও বেশি ভয়ংকর আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে, যেমনটি সাম্প্রতিককালে ঘটেছে প্যারিসে বা ২০০৫ এ লন্ডনে বা ৯/১১ এ । এবং সংবাদে এটা সকলেরই নজর কাটবে যে, আইএসআইএস এর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের প্রতি আগ্রহ রয়েছে।”

ইউরোপে আক্রমণ করতে সমর্থ হওয়ার জন্য আইএসআইএস এক বছরের কম সময় ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল, প্যারিস হামলা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। ইউকে (যুক্তরাজ্য) এর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার প্রধান সাম্প্রতিককালে সতর্ক করে বলে যে, আইএসআইএস এখন ব্রিটেনে বড়সড় আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। তার চিন্তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এর থেকে খুব বেশি পিছনে থাকব না।”

“একটি রাষ্ট্র হিসেবে, আইএসআইএস আঞ্চলিক স্থিরাবস্থার জন্য হুমকি বহন করে, তা বর্তমান রাষ্ট্রগুলোর প্রাদেশিক অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ, এমনকি তা পুরো অঞ্চলকে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে পারে...।”

“একটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে, আইএসআইএস গোটা পৃথিবীর চরমপন্থি দলগুলোকে অঙ্গসংগঠন রূপে গ্রহণ করছে । আইএসআইএস এর চাহিদা অনুসারে তারা তাদের লক্ষ্যবস্তু স্থির করছে; আর তা হলো একটি সার্বজনীন খিলাফাহ যেখানে দৈনন্দিন জীবন শাসিত হবে চরমপন্থি ধর্মীয় মতাদর্শের দ্বারা। আইএসআইএস এর ধারণা যে, এর সার্বজনীন খিলাফাহ যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে”।

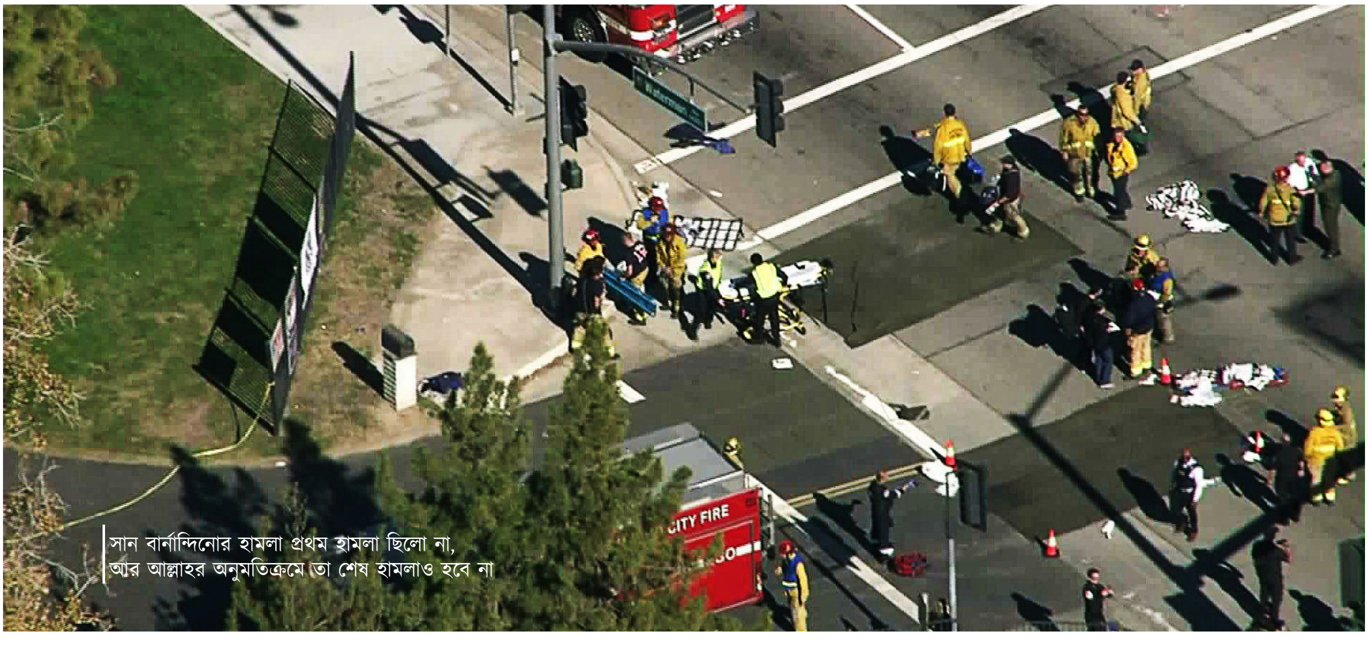
“যখন তারা আইএসআইএস এ যোগ দেয়, এই শাখাগুলো স্থানীয় ব্যাপারাদিতে মনোযোগ না দিয়ে খিলাফাহ’র সম্প্রসারণে মনযোগী হচ্ছে। এবং তাদের লক্ষবস্তুর মধ্যে স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক সব বিষয় বিবর্ধিত হয়। যেমন রাশিয়ান এয়ারলাইনে বিস্ফোরণের ঘটনা যা মিশরের সিনাইয়ে অবস্থিত আইএসআইএস এর একটি দল দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল।”

“আল কায়দার থেকে অনেক দ্রুত গতিতে আইএসআইএস দলগুলোকে শাখা রূপে পেতে সক্ষম হয়েছে। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে, এখন প্রায় ২০টি দেশে জঙ্গি সংগঠনগুলো আইএসআইএস এর নিকট আনুগত্যের শপথ করেছে। তারা এমন আক্রমণ চালিয়েছে যা আমেরিকানদের নিহত করেছে এবং তারা বিপুল পরিমাণ অঞ্চল দখলের ক্ষমতা রাখে...।”

মরেল এই বলে তার প্রবন্ধ শেষ করেঃ

“মিঃ প্রেসিডেন্ট, রাশিয়ান বিমানে হামলা ও প্যারিসে আক্রমণ পরিষ্কার করে দেয় যে, আমাদের আইএসআইএস কৌশল কাজ করছে না।”

হ্যাঁ, ক্রুসেডারদের কৌশল কাজ করছে না কারণ দাওলাতুল ইসলাম বাক্বিয়াহ (টিকে থাকবে)। এটা এমন এক রাষ্ট্র যা কাফির, পৌত্তলিক ও মুরতাদ শত্রুদের বিরুদ্ধে ন্যায্য সন্ত্রাস আরোপ করে। এবং এটা সম্প্রসারিত হতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এর পতাকা কনস্টান্টিনোপল ও রোমে পত পত করে উড়বে। ততক্ষণ পর্যন্ত, ক্রুসেডারদের বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে এবং তাদের নিজেদের ভূমিতে হত্যাকাণ্ডের ছবি দেখতে অভ্যস্ত হতে দাও।



সান বার্নান্দিনোর হামলা প্রথম হামলা ছিলো না,
আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা শেষ হামলাও হবে না



খোরাসানের ওয়ালি'র সাথে সাক্ষাতকারঃ

এই মাসে, দাবিক খোরাসানের ওয়ালি শায়খ হাফিয সাইদ খানের (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) সাক্ষাৎকার নেয় এবং সেখানকার উলাইয়াত এবং সরেজমিনে অবস্থান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে। আমরা তা নিচে উপস্থাপন করছি।

দাবিকঃ উলাইয়াত খোরাসানের অবস্থা এখন কেমন? দাওলাতুল ইসলামের কি সেখানে কোন অঞ্চলে তামকীন (জেমিনে প্রতিষ্ঠা) আছে? তামকীনের দৃশ্যমান দিকগুলো কি শাম ও ইরাকের মতই স্পষ্ট?

ওয়ালিঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহর অনুমতিক্রমে খোরাসানের অবস্থা ভাল সংবাদ নিয়ে আসে। আমরা উলাইয়াতে তামকীন অর্জন করেছি, কিন্তু দখলকৃত অঞ্চলের মাত্রার দিক দিয়ে শাম ও ইরাকের সমপর্যায়ে নয়। খোরাসানের ভূমিগুলো খুবই সুবিশাল যার মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান এবং অন্যান্য ভূমি যা মুরতাদদিনদের দখলে। আমরা এখানকার পাঁচটি প্রশাসনিক অঞ্চল দখল করেছি এবং তামকীন প্রতিষ্ঠা করেছি এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর। আর তামকীনের দৃশ্যমান অবস্থার ক্ষেত্রে বলতে হয়, আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে সেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করেছি এবং হুদুদ বাস্তবায়ন করেছি। আমরা সেই অঞ্চলগুলোতে আদালত, হিসবাহ'র অফিস, যাকাতের অফিস প্রতিষ্ঠা করেছি এবং শিক্ষা, দাওয়াত, মসজিদ ও জনসেবামূলক কেন্দ্র তৈরি করেছি। শারী'আহ এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য আমরা সেখানে আলাদা বিভাগ স্থাপন করেছি এবং এই উলাইয়াতের আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য হতে যোগ্য এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করেছি।

দাবিকঃ ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে উলাইয়াত খোরাসানের প্রয়োজনীয়তা কি? এই উলাইয়াত কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়?



উলাইয়াত খোরাসানের হিসবাহ
উঁচু কবর সমতল করা

ওয়ালিঃ মুসলিম ও ইসলামের জন্য উলাইয়াত খোরাসানের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। এটা একসময় মুসলিমদের শাসনের মধ্যে ছিল, যার মধ্যে এর আশেপাশের অঞ্চলও ছিল। পরবর্তীকালে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ও রাফিদা মুরতাদদিনরা এর কিছু অঞ্চল তাদের অধীনে নিয়ে নেয় এবং গরু পূজারি হিন্দুরা ও নাস্তিক চীনারা এর আশপাশের অঞ্চল অর্থাৎ কাশ্মীর ও তুর্কিস্তানের কিছু জায়গা দখল করে নেয়। সুতরাং আল্লাহর আদেশক্রমে এই উলাইয়াত এই সকল অঞ্চলগুলো পুনরায় বিজয়ের একটি প্রবেশদ্বার হবে, যতক্ষণ না সে অঞ্চলগুলো পুনরায় আল্লাহর আইন দ্বারা শাসিত হয় এবং যাতে বরকতময় খিলাফাহ'র শাসনাধীন অঞ্চল আরও প্রসারিত হয়।

তাছাড়াও, খোরাসানের সাধারণ জনগণ ইসলাম এবং যুদ্ধ পছন্দ করে, আর এ কারণে এ অঞ্চলে তাওহীদ ও জিহাদকে সমর্থন দেয়ার মত এক সুপ্ত শক্তি রয়েছে। তাই যেহেতু খিলাফাহ'র বাস্তবতা খোরাসানের মানুষদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট হচ্ছে, তারা ব্যাপক হারে এ উলাইয়াতে যোগদান করবে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু কাফির, মুরতাদদিন এবং যারা তাদের সহায়তা করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদকে আরও শক্তিশালী করবে, সেটা এই অঞ্চলের ভিতরে ও বাহিরে উভয় জায়গাতেই। এভাবেই তারা পৃথিবীর এই অংশের খিলাফাহ'র জন্য মজবুত প্রাচীর হয়ে যাবে। এবং পরবর্তী প্রজন্ম অল্প বয়স হতেই বেড়ে উঠবে কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে। এটি একটি অসাধারণ রহমত যা নবুয়্যাতের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ এবং আমাদের ইমাম ও খালিফাহহ আবু বকর আল বাগদাদী আল কুরাইশির মাধ্যমে এই অঞ্চল পেয়েছে।

আর প্রতিবন্ধকতা গুলোর ক্ষেত্রে বলতে হয়, সেগুলো আল্লাহর শত্রু তাগুতরা ছাড়া কিছুই না –যার মধ্যে একদিকে আছে পাকিস্তান এবং আরেকদিকে আফগানিস্তান– যারা ইসলাম, এর খিলাফাহ এবং এই উলাইয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদের সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে, যে উলাইয়াত খিলাফাহ এবং এর মানহাজকে উপস্থাপন এবং বাস্তবায়ন করে। এই দুই সরকার চেষ্টা করছে যাতে এই উলাইয়াতের জিহাদকে দমিয়ে দেওয়া যায় এবং এই অঞ্চলে ইসলাম ও এর মানহাজ বাস্তবায়ন প্রতিরোধ করা যায়। তারা চেষ্টা করে খিলাফাহ'র সম্প্রসারণকে থামিয়ে দিতে। একই অবস্থা ঐ সকল সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে, যাদের এই দুই সরকার প্রস্তুত করে, সাহায্য প্রদান করে বা সুবিধা ভোগ করে এবং তাদের নিকট সাহায্যের হাত বাড়ায় এবং তাদের জন্য পথ প্রস্তুত করে। এরা এসকল দলগুলো –যেমন জাতীয়তাবাদী তালিবান আন্দোলন– বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টিতে প্ররোচিত করে যাতে খালিফাহ'র সাথে যুদ্ধ বাধানো যায়। কিন্তু ঐ সকল সংস্থা ও অন্যান্যদের জন্য আল্লাহর আলোকে নিভিয়ে দেওয়া কতটা অসম্ভব! কারণ এটা হচ্ছে এমন খিলাফাহ যা নবুয়্যাতের মানহাজের উপর, তাওহীদের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে, একারণেই ঐসকল তাওয়াগ্বিতেরা এর (খিলাফাহ) সিংহদের সামনে দাড়াতে পারবে না, যারা তাওহীদ ও আক্বিদার সিংহ। তাওয়াগ্বিতেরা ঐ সকল ইসলামী দল ও আন্দোলনের উপর সফল হয়েছে যাদের ছিল যুক্তিহীন আক্বিদা এবং পথভ্রষ্ট মানহাজ, হোক তারা দাওয়াহ সংক্রান্ত বা জিহাদ সংক্রান্ত দল। আর আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তিতে, খিলাফাহ হল একটি কাঁটা, এই অঞ্চলের কুফফার ও মুরতাদদিনদের গর্দানে একটি কুড়ালের ন্যায়।

দাবিকঃ খোরাসানে জাতীয়তাবাদী তালিবান আন্দোলনের কি কোন এলাকায় তামকীন আছে? তারা কি ঐ এলাকাগুলো আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন করে?

ওয়ালিঃ জাতীয়তাবাদী তালিবান আন্দোলন শুধুমাত্র আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে, আর কোথাও না। আর আল্লাহর আইন দ্বারা শাসনের ব্যাপারে বলতে গেলে বলবো, এরা তা করে না। বরং তারা শাসন করে গোত্রীয় রীতিনীতির দ্বারা এবং বিচার করে মানুষের প্রবৃত্তি ও তাদের ঐতিহ্যের দ্বারা, যে ঐতিহ্য ইসলামী শারীয়াহ'র পরিপন্থী। ওয়াল্লাহুল মুস্তা'আন।

দাবিকঃ পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে আখতার মানসুরের সম্পর্ক কি?

ওয়ালিঃ পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে আখতার মানসুর ও তার সহযোগীদের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তারা পাকিস্তানের

গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে যেমন ইসলামাবাদ, পেশওয়ার এবং কোয়েট্টাতে বসবাস করে। এমনকি আখতার মানসুরের উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছে পাকিস্তানি গোয়েন্দার সদস্য! এর উপর পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা তাকে সকল ক্ষেত্রে সাহায্য করে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার (আইএসআই) সাথে তার সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে যায় যখন কয়েক মাস আগে এর (আইএসআই) সাবেক প্রধান, অবসরপ্রাপ্ত মুরতাদ জেনারেল হামিদ গুল মৃত্যুবরণ করে –যাকে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ভাড়া করেছিল ইসলামী সংগঠনগুলোকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তাওয়াগ্বিতদের স্বার্থের দিকে পরিচালনা করার জন্যে। যখন এই জেনারেল মারা যায়, আখতার মানসুর পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি তার সর্বোচ্চ সমবেদনা প্রকাশ করে, এটা করে এর (পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা) প্রতি তার আনুগত্যের জন্য এবং ঐ সকল কারণে যা তারা তার জন্য এবং তার তালিবান আন্দোলনের জন্য করেছে। গুলের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে সে বলে, "মোল্লা উমরের মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের একটি হাত ভেঙ্গে যায়, আর জেনারেল হামিদ গুলের মৃত্যুতে আমরা মনে করি আমাদের আরেকটি হাতও ভেঙ্গে গেছে। মোল্লা উমরের মৃত্যুর ফলে যে দুর্দশায় পতিত হয়েছিলাম, তার তুলনায় জেনারেল হামিদ গুলের মৃত্যু কোন অংশে কম না।" সে আরও বলে, "মোল্লা উমরের মৃত্যুর পর তালিবানকে একত্রিত রাখতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন"।

এবং এই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আদেশক্রমে, আল্লাহর এই শত্রুরা এই উলাইয়াতের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে হত্যা করে, কারণ এই উলাইয়াত তাগ্বুত পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এছাড়াও, এর সাথে সাথে ইরানী গোয়েন্দাদের সাথে তার বন্ধুত্ব এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের দ্বারা সে মানুষকে ইসলাম থেকে প্রতিরোধ করতে এবং খিলাফাহ'র সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্রিয় রয়েছে। এবং এসব কিছুর মাধ্যমে সে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তাওয়াগ্বিতদের এবং সাথে সাথে রাফিদাদের রক্ষা করে।

দাবিকঃ দাওলাতুল ইসলাম ও তালেবানের মধ্যকার যুদ্ধের পরিস্থিতি কেমন? আর দাওলাতুল ইসলাম এবং মুরাতাদদিন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সরকার ও সেনাবাহিনীর – যারা ক্রুসেডারদের সাথে সম্পৃক্ত– সাথে বিদ্যমান যুদ্ধের অবস্থা কেমন?


| মুরতাদ জেনারেল হামিদ গুল

ওয়ালিঃ আমাদের ও তালেবানদের মধ্যকার যুদ্ধ চলমান। জাতীয়তাবাদী তালেবানরা যুদ্ধ শুরু করেছে মুয়াহহিদিনদের আক্রমণের মাধ্যমে। কিন্তু উলাইয়াত তাদের জুলুম প্রতিহত করেছে এবং তালেবান পরবর্তীতে তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল থেকে পালিয়ে গেছে। এভাবে আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয় ছিল উলাইয়াতের জন্যে।

আর ক্রুসেডারদের সাথে সম্পৃক্ত খোরাসানে মুরতাদ সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে বলতে হয়, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুরতাদ সেনাবাহিনীর সাথে জিহাদ জারি রয়েছে এবং আল্লাহর জোর, ক্ষমতা ও শক্তির মাধ্যমে তা সজোরে অগ্রসর হচ্ছে। মুজাহিদিনগণ মুরতাদ সরকার এবং তাদের বাহিনীর সঙ্গে খুব সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের সাথে।

দাবিকঃ মুহাজিরিনগণ কি খোরাসানে হিজরত করা অব্যাহত রেখেছেন?

ওয়ালিঃ হ্যাঁ, মুসলিমগণ ব্যাপক হারে খোরাসানের ভূমিতে হিজরত করছেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা দুয়া করি আল্লাহ যেন তাদের হিজরত কবুল করেন এবং তাদের মাধ্যমে খিলাফাহ'কে সাহায্য করেন, সত্যকে উন্নীত করেন এবং মিথ্যাকে পরাভূত করেন। আমরা আমাদের দায়িত্ব অনুসারে প্রত্যেক মুসলিমকে স্বাগতম জানাই যারা এই উলাইয়াতে বা খিলাফাহ'র অন্য উলাইয়াতে হিজরত করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে আমাদের যা দান করেছেন, সেখান থেকে তাদের সাহায্য করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।

শারী'আহ'কে সহায়তা করতে চায় এমন সকল মুসলিমের এই উলাইয়াত বা খিলাফাহ'র অন্য কোন উলাইয়াতে হিজরত করা আবশ্যক, কারণ এটা তাদেরই ভূমি, ইসলামের ভূমি। দুনিয়ার অপমান, পরকালের শাস্তি হতে রেহাই পেতে এবং বাতিলের শিবির ছেড়ে হকের শিবিরে যোগ দিতে –যেখানে কোন বাতিল নেই– হিজরত করা তাদের জন্য আবশ্যক। আমরা তাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এবং মুহাজির ও অন্যান্যদের মাঝে কোন পার্থক্য করি না, কারণ মুমিনগণ একে অপরের ভাই যাদের মধ্যে তাক্বওয়া ব্যতীত আর কোন পার্থক্য নেই। মুহাজিরগণ আমাদের নিকট নিজেদের চেয়েও অধিক প্রিয় এবং আল্লাহর আইন এখানে প্রতিষ্ঠিত, সকল প্রশংসা আল্লাহর। সুতরাং মুহাজিরগণ এর মাধ্যমে তাদের নিজেদের দ্বীনকে রক্ষা করবে, রক্ষা করবে নিজের জান, মাল, সম্মান ও অন্তর এবং তার যা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে তার দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করবে। আমি আবারও বলছি, কোন মুসলিম নর ও নারীর জন্য হিজরত করতে দেরি করা যথাযথ নয়। মুসলিমদের ও খিলাফাহ'র প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করতে দেরি করা উচিৎ নয়।

দাবিকঃ উজবেকি মুজাহিদ ভাইদের খালিফাহ'র নিকট বায়াতের পরবর্তী অবস্থান কেমন? সেখানে কি জাতীয়তাবাদী তালেবান আন্দোলন ও তাদের মধ্যে লড়াই চলছে?

ওয়ালিঃ উজবেকি মুজাহিদ ভাইয়েরা আন্তরিকতার সাথেই খালিফাহর নিকট তাদের বায়াত দিয়েছেন এবং তারা ঐসকল মুজাহিদ যারা তাদের জিহাদে সত্যবাদী, ওয়াল হামদুলিল্লাহ। আমরা তাদেরকে এমনই বিবেচনা করি এবং আল্লাহই তাদের বিচারক। যদিও ২৫ মুহাররমে বিশ্বাসঘাতক, পথভ্রষ্ট জাতীয়তাবাদী তালেবান আন্দোলন তাদের সাথে লড়াই শুরু করে এবং এ নিষ্ঠুর আন্দোলন

কোন পরওয়া করেনি যে, ঐ উজবেক ভাইয়েরা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছেন। এভাবে তালেবানের অন্যায় আক্রমণের কারণে কিছু সংখ্যক উজবেক ভাইয়েরা শাহাদাৎ বরণ করেন এবং আহত হন। তালেবান আন্দোলন তাদের অত্যাচার ও অপরাধ এতটা বাড়িয়ে দেয় যে, তালেবান যোদ্ধারা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁদের (উজবেক) অসহায় নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালায়, যাকেই পেয়েছে তাকেই, কাউকে ছাড় দেয়নি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তারা তাদেরকে হত্যা করেছে কোন অপরাধ ছাড়াই, শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারা শারী'আহ'কে সাহায্য করার ও তাওয়াগ্বিতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

দাবিকঃ জাতীয়তাবাদী তালেবান আন্দোলন কি এখনও কৃষকদের আফিম চাষের অনুমতি দেয়? উলাইয়াত এ সাংঘাতিক ব্যাপারটিতে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে?

ওয়ালিঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জাতীয়তাবাদী তালেবান আন্দোলন কৃষক ও ব্যবসায়ীদের আফিম চাষের ও কেনা বেচার অনুমতি দিয়েছে। বরং, ব্যাপারটি এরূপ মাত্রায় পৌঁছে গেছে যে, তালেবান নিজেই আফিম সংগ্রহ করছে এবং এর থেকেও ভয়াবহ যে, তালেবান নিজেরাই কিছু চাঁদার বিনিময়ে তাদের নিজেদের যানবাহনে সেগুলো বিক্রেতা ও আসক্তদের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। তারা তাদের কাছ থেকে করের পাশাপাশি আরও ১০% কেটে নেয়। এই মাদক দ্রব্যের বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আখতার মানসুরকে বিবেচনা করা হয়।

আর উলাইয়াত এটার (আফিম) চাষ ও বিক্রি শুধু নিষিদ্ধই করে নি বরং এর অঞ্চলে ঐ সমস্ত সকল বস্তু নিষিদ্ধ করেছে যা আল্লাহর আইন অবৈধ করেছে, যেমন সিগারেট ও অনুরূপ জিনিসগুলো। সুতরাং, হিসবাহ এর লোকেরা মুজাহিদিনদের দ্বারা স্বাধীনকৃত ভূমির যেখানেই এই সকল নিষিদ্ধ বস্তু বা মাদক পায়, তারা তা একত্র করে এবং পুড়িয়ে দেয়। এবং এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তাওহীদকে সর্বোচ্চে তুলে ধরা এবং এমনটি করাই হিসবাহ'র লোকদের প্রধান দায়িত্ব। এজন্য তারা সকল মন্দির এবং কবরসমূহ ধ্বংস করে মাটির সাথে সমান করে দেয়, সকল প্রশংসা আল্লাহর।

দাবিকঃ আপনি কি সন্দেহ করেছিলেন যে মোল্লা উমর মারা গিয়েছিল? তাঁর বেঁচে থাকা সম্পর্কে আপনার সন্দেহের কারণ কি ছিল? আখতার মানসুর ও তার সহযোগীদের তাঁর মৃত্যুর খবর গোপন রাখার কারণ কি ছিল?


জাতীয়তাবাদী তালিবানরা আফিম ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়


উলাইয়াত খোরাসানের হিসবাহ হারাম বস্তু পুড়ানো

ওয়ালিঃ আমরা অনেক সময় আগে থেকে বিশ্বাস করছিলাম যে, মোল্লা উমর জীবিত নেই এবং এরূপ হবার কারণ হল, আট বছর আগেই আমরা তালেবানের আচরণ এবং এর সাথে সাথে তাদের কার্যকলাপ ও অফিসিয়াল বিবৃতির পরিবর্তন ও ভ্রষ্টতা লক্ষ্য করছিলাম। তারা তাদের আয়ত্তাধীন অঞ্চলে শারী'আহ বাস্তবায়ন করা ছেড়ে দিতে লাগলো। আমরা আরও লক্ষ করলাম মুরতাদ সরকারের সাথে আপসের জন্য তালেবান ঝুঁকে পড়েছে, এর সাথে সাথে তালেবান কাতারে একটি কার্যালয় চালু করে, ক্রুসেডারদের অংকিত সীমারেখার স্বীকৃতি ঘোষণা দেয়, পাকিস্তানি গোয়েন্দার সাথে শক্তিশালী বন্ধুত্ব তৈরি করে এবং পাকিস্তানের ভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ শুরু করে। এই সমস্ত বিষয় নির্দেশ করে যে, মোল্লা উমর আর জীবিত ছিলেন না। আমরা আরও লক্ষ করি, ঐ সময়ে কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারছিল না এবং কেউ তাঁর কোন ভিডিও দেখেনি বা তার কণ্ঠের কোন রেকর্ডিং শোনেনি যেখানে তিনি কোন নির্দেশ দিয়েছেন বা যুদ্ধ কিংবা ভূমি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কিছু বলেছেন।

আমরা আরও লক্ষ করেছি, তালেবান শারীয়াহ'তে পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ জিনিস সমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া শুরু করে এবং ঐ জিনিসগুলোকে নিজেদের ও মানুষদের জন্যে জায়েজ করে নেয়। তারা কর নেয়া শুরু করে এবং এই নিষিদ্ধ বস্তু হতে ১০% কেটে নেয়া শুরু করে। এই সবই মোল্লা উমরের মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়।

আমরা তারপর ব্যাপারটি তদন্ত করা আরম্ভ করি, ফলে গুরুত্বপূর্ণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্বরা মোল্লা উমরের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করে কিন্তু নিষ্ফল হয়। আমাদের সাথীদের মধ্যে সত্যবাদী মুজাহিদিনগণ বেশ কয়েকবার তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টার পর, তাঁরা তাঁর (মোল্লা উমর) নিকটস্থ ও পরিবারবর্গের কিছু সদস্যের সাথে দেখা করতে সক্ষম হন, যারা তাদেরকে সরাসরি ও পরিষ্কারভাবে বলে যে, মোল্লা উমর আর বেঁচে নেই।

মোল্লা উমরের মৃত্যুর খবর আখতার মানসুরের গোপন রাখার কারণ হল, তার উদ্দেশ্য ছিল কিছু লোককে সরিয়ে দেয়া এবং তার বন্ধু ও কাছের লোকদের অবস্থান উন্নীত করা যাতে সে আফগানিস্তান শাসন করতে পারে এবং যুদ্ধ তার নিজের খেয়াল খুশি মত এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের খুশি মত পরিচালনা করতে পারে যারা তার জন্য ছায়ার মত কাজ করছিল। এজন্য সে সত্যবাদী লোকদেরকে নেতৃত্ব থেকে ও বিশেষ করে ঐ অঞ্চলের মুসলিমদের সহ গোটা মুসলিম উম্মাহ'র কার্যাবলী

পরিচালনা–পরিষদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। বরং, তার সত্যবাদী মুজাহিদিনদের হত্যা করতে কোন সমস্যা হত না, কেননা ঐ সময় সকল ব্যাপার ও অফিসিয়াল বিবৃতি সে মোল্লা উমরের নামে চালিয়ে দিত, যাতে মানুষ তাদেরকে মেনে নেয়। এবং এই সবকিছুর মাধ্যমে, সে নিজেকে মোল্লা উমরের সহকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। এভাবে সে মানুষদেরকে এ শয়তানী পদ্ধতিতে ভুল পথে নিয়ে যেত এবং যা ইচ্ছা তাই করতো! এভাবে – তার চতুরতা এবং শয়তানীর মাধ্যমে – সে তার শয়তানের হুকুমে মোল্লা উমরের মৃত্যু ধামাচাপা দেয় এবং একে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়, যেমন তার জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতির ঘোষণা, ক্রুসেডার সীমারেখা মেনে নেওয়া, মুরতাদ তাগুত রাষ্ট্রে কার্যালয় খোলা যেমনটি সে করেছে কাতারে, অপমানকর শান্তি আলোচনা করতে তড়িঘড়ি করা, পাকিস্তানি গোয়েন্দার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সবশেষে খিলাফাহ'র সাথে যুদ্ধ শুরু করা। আর এ সবই সে মোল্লা উমরের নামে করতো।

দাবিকঃ মোল্লা উমরের মৃত্যু গোপন রাখার ব্যাপারে তালেবানের নেতৃত্ব ও সৈনিকদের এবং যে গোত্রগুলো তাদের সাথে সংযুক্ত ছিল তাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

ওয়ালিঃ বস্তুত –আল্লাহর অনুগ্রহে– মোল্লা উমরের মৃত্যুর সংবাদের পর, বিপুল সংখ্যক তালেবান সদস্য আখতার মানসুর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তাঁদের বেশিরভাগই উলাইয়াত খোরাসানে যোগ দেন। আরও অনেকেই আলাদা হয়ে যায় এবং নিজস্ব দল গঠন করে, যেমনটি হয়েছিল "মোহাম্মাদ রাসূল" এর ক্ষেত্রে। অন্যান্য বড় দলগুলো তালেবান হতে আলাদা হয়ে যায় এবং লড়াই বা কোন ধরণের কার্যকলাপ হতে বিরত থাকে। এসব ঘটেছিল কারণ তালেবান আন্দোলন পূর্বে যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তালেবান আন্দোলন বর্তমানে তাদের জিম্মি ও খেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছে যারা একে পরিচালনা করে তাদের ইচ্ছা মত, যেমন আখতার মানসুর মোল্লা উমরের মৃত্যুর খবর গোপন রেখেছে, এই গোপনীয়তার সুযোগ নিয়েছে এবং মোল্লা উমরের নাম ব্যাবহার করে আন্দোলন কে তার জঘন্য লক্ষের দিকে পরিচালনা করেছে, আর তা পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের আদেশ ও নির্দেশনা অনুসারে।

দাবিকঃ মানহাজগত বা তাওয়াগ্বিত ও গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সম্পর্কের দিকে থেকে তালেবান আফগানিস্তান ও তালেবান পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য কি? তালেবানের কোন অংশ কি আফগানিস্তানের সরকার এবং কোন অংশ কি পাকিস্তানি সরকারের সাথে সম্পৃক্ত? বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে মাঠে তাদের ভূমিকা কি? এবং তালেবান পাকিস্তান কি তালেবান আফগানিস্তানের একটি অংশ?

ওয়ালিঃ দুই তালেবানের মাঝে একসময় পার্থক্য বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাদের নাম ও বাহ্যিক বিষয় ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। উভয় তালেবানই এখন আর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে না। বরং তারা মানুষের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে এবং উভয়ই অন্যান্যদের নির্দেশনা অনুসারে লড়াই করে। তালেবান পাকিস্তান আন্দোলনে অনেক মুখলিস ব্যক্তি ছিল যারা আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করতে ও আল্লাহর পরিষ্কার শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে জিহাদ করতো। কিন্তু খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর, আন্দোলনের সকল মুখলিস মুজাহিদিনগণ খিলাফাহ'তে যোগ দেন এবং খালিফাহর নিকট বায়াত দেন। আর তাই তালেবান পাকিস্তানে এখন নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বাকি নেই। এই কারণে দুই তালেবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই শুধুমাত্র এটা ছাড়া যে, তালেবান আফগানিস্তান পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের সরাসরি আদেশক্রমে উলাইয়াত খোরাসানের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাছাড়াও, তালেবান পাকিস্তানে এখন বিভিন্ন দল রয়েছে। যেমন তালেবান পাকিস্তানের ফাযলুল্লাহ'কে অনুসরণকারী শাখা আখতার মানসুরকে বায়াত দিয়েছে। অন্যকথায়, তারা পাকিস্তান গোয়েন্দাকে বায়াত দিয়েছে!

দাবিকঃ বেশীরভাগ নেতাদের মৃত্যুর পর খোরাসানে কি আল কায়দার কোন উপস্থিতি আছে? উলাইয়াত খোরাসানের ভিতরে ও বাহিরে খিলাফাহ'র সাথে যুদ্ধে এ দলের ভূমিকা কি?

ওয়ালিঃ কিছু সদস্য ছাড়া আল কায়দার খোরাসানে আর কোন



জাতীয়তাবাদী তালিবানরা আফগানিস্তানের তাগুতদের সাথে শান্তি আলোচনায় বসে

বাস্তব অবস্থান নেই। তারা এমন ব্যক্তি যাদের উলাইয়াতের সাথে লড়াইয়ের কোন ক্ষমতা নেই কিন্তু খিলাফাহ এবং খোরাসানে এর উলাইয়াতের ব্যাপারে ভুল ধারনা প্রচারে কোন কমতি রাখছে না এবং মানুষকে খিলাফাহ'র নিকট বায়াত দিতে বা একে সাহায্য না করতে উস্কানি দিচ্ছে। আল-কায়দা কেন্দ্রীয়ভাবে ও পূর্বের শক্ত অবস্থানগুলোতে খুব বড়সড় ভাবে ভেঙে পড়েছে। এখন এর মধ্যে এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের সমর্থিত তালেবান আফগানিস্তানের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না, যেহেতু এর নেতা আয়মান আয-যাওয়াহিরি সম্প্রতি আখতার মানসুরের নিকট বায়াত দিয়েছে। এভাবে আখতার মানসুর নেতা হয়ে গেল যার কাজ আদেশ করা এবং আয়মান আয-যাওয়াহিরি তার অনুসারী হয়ে গেল যার কাজ আদেশ গ্রহণ করা। দুইটি দলের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পরিশেষে তো উভয়ই পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের অধীনস্থে এবং উভয়ই খিলাফাহ ও খোরাসানের উলাইয়াতের বিরুদ্ধে, বাস্তবে ইসলামের বিরুদ্ধে।

দাবিকঃ আপনি জানেন যে, খোরাসানে রাফিদাদের অবস্থান রয়েছে। তারা খোরাসানে কিভাবে আসলো? উলাইয়াত খোরাসান কি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ও নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করে?

ওয়ালিঃ দুঃখজনক ভাবে, অনেক সময় যাবত খোরাসানে রাফিদারা আছে এবং তারা আমাদের আয়ত্তাধীন অঞ্চলগুলো থেকে অনেক দূরে। আমরা তাদের সাথে লড়েছি এবং আমরা প্রতিনিয়ত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছি যেমনটি মুহাররমের প্রথম দিকে কাবুল শহরে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। এমনিভাবে আমরা ইসমাইলি ফিরকার বিরুদ্ধে করাচীতে একটি অভিযান চালিয়েছিলাম যেখানে ৪৮ জন নিকৃষ্ট রাফিদা নিহত হয়।

দাবিকঃ দাওলাতুল ইসলাম কি কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তার করতে সক্ষম যেখানে তারা গরু পূজারি হিন্দুদের ও পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত মুরতাদ দলগুলোর সাথে লড়াই করবে, যেমন উদাহরণ স্বরূপ লস্কর-ই-তাইয়েবা?

ওয়ালিঃ বাস্তবে, আমরা পূর্বেও দেখেছি কিভাবে পাকিস্তানের তাওয়াগ্বিতরা বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দারা কাশ্মীরের ব্যাপারে তাদের নিজেদের জঘন্য স্বার্থে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনকে ব্যবহার করছে। তাছাড়াও তারা কাশ্মীরের মানুষদের উৎসাহ তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, মুসলিমদের বিষয়াদির ব্যাপারে নয় বা জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্যেও নয়। এবং তারা কিভাবে সেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করবে যখন তাদের নিজেদের ভূমিতেই তা প্রতিষ্ঠা করছে না! ফলে যখনই অস্ত্রবিরতি, প্রত্যাহার এবং পিছু হটার "মাসলাহার" (তাদের স্বার্থরক্ষা) দরকার পরল, তখন গোয়েন্দা সংস্থারা কাশ্মীরের লোকদেরকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রাস্তার মাঝে ফেলে চলে গেল। পাকিস্তানের স্বার্থের মাত্রা প্রায়শই উঠানামা করে, বিশেষত গত বছরগুলোতে, যতক্ষণ না কাশ্মীরের লোকেদের আর কোন পথ বাকি থাকলো না আর তাদেরকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করার কেউ রইল না যার মধ্যে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এই কারণে, কাশ্মীরের অনেক লোকজন এবং বিভিন্ন দলগুলোর সৈন্যরা উলাইয়াত খোরাসানে হিজরত করেছেন ওয়াল হামদুলিল্লাহ। তাই আল্লাহর ইচ্ছায় সেখানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার এবং দাওলাতুল ইসলাম সম্প্রসারণ করার একটি বড় সুযোগ আছে। সে সকল অঞ্চলের জন্য কিছু



লস্কর-ই-তাইয়েবার মুরতাদ নেতা

সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মুসলিমগণ খুব শীঘ্রই সে ভূমিতে খিলাফাহ'র সম্প্রসারণের সুসংবাদ পাবে, ইনশাআল্লাহ। মুরতাদ দলগুলো এবং পাকিস্তানের দালালদের -যেমন লস্কর-ই-তাইয়েবা- কাশ্মীরের অঞ্চলগুলোর উপর কোন আয়ত্ত নেই, কারণ তারা পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নির্দেশ অনুসারে অগ্রসর হয়, যেহেতু তারা (পাকিস্তানী গোয়েন্দা) তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরকে ইচ্ছামত সামনে ধাক্কা দেয় এবং ইচ্ছা মত পেছনে টানে। কাশ্মীরের মুসলিমদের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা না করে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে এবং ব্যক্তিগত বস্তুবাদী স্বার্থের জন্য ইচ্ছামত তারা তাদের কাজ করে।

দাবিকঃ সাধারণ মুসলিমদের জন্যে এবং বিশেষত খিলাফাহ'র অধীনস্থ মুসলিমদের জন্যে আপনার কি কোন উপদেশ আছে?

ওয়ালিঃ হ্যাঁ, আমি তাদের বলিঃ হে মুসলিমগণ, আল্লাহর রাহে আমার ভাইগণ, নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন এবং নিজেদের উপর করুণা কর। চারপাশে দেখুন, কুফর ও নাস্তিকতাবাদের সাথে সাথে মুরতাদ দলগুলোও একত্রিত হয়েছে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। তারা মুসলিমদের তাদের দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে পালন করতে দেয় না। বরং তারা তাদেরকে শুধুমাত্র কিছু ইবাদত করতে দেয় যেমন সালাত, হজ্জ এবং যাকাত। তারা চায় না মুসলিমগণ তাদের জীবনের সকল ব্যাপারাদিতে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী বিচার করুক। অতএব, আমি আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি যেভাবে কুফফার ও মুরতাদদিনরা একত্রিত হয়েছে আপনাদের বিরুদ্ধে আপনাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে, ইসলামকে তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে ও শেষ করে দিতে . . . . আমি আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহর জন্যে কুফফার, মুরতাদ ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত হতে। আল্লাহ তাঁর স্পষ্ট বাণীতে বিভক্ত হওয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আদেশ করেছেন জামায়াতের সাথে লেগে থাকতে ও শক্তভাবে তার রজ্জুকে আঁকড়ে ধরতে। {আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।} [আলে ইমরান: ১০৩]। সুতরাং, আল্লাহর আদেশে ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত হোন যিনি আমাদের আদেশ করেছেন বিভক্ত না হতে। ঐক্যবদ্ধ হোন যাতে আপনারা শক্তি হারিয়ে না ফেলেন এবং হেরে না যান। যেভাবে আল্লাহ তাঁর বাণীতে নিষিদ্ধ করেছেন শিরক, ব্যভিচার, হারাম গ্রহণ এবং আরও অনেক কিছু, ঠিক অনুরূপভাবে জোরালোভাবে

বিভক্ত হওয়াকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। এবং এটা একজন মুসলিমের জন্য হালাল নয় যে, সে কিতাবের এক অংশ বিশ্বাস করবে ও আরেক অংশ অবিশ্বাস করবে।

আল্লাহর আইনে খিলাফাহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটা মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি করে ও বিভক্তি দূর করে। এটা তাদের বিষয়াদিও পরিচালনা করে। একই ভাবে উম্মতের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মধ্যে। আল্লাহ তার অসীম অনুগ্রহ ও করুণায় আমাদেরকে তা এখন দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করুন এবং তিনি আপনাদের জন্য তা বৃদ্ধি করে দিবেন। তাঁর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায়ের প্রথম নমুনা হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া ও খিলাফাহ'র ভূমির দিকে অগ্রসর হওয়া। তাই পৃথিবীর বুকে সকল মুসলিমদের সম্বোধন করে বলছিঃ মুসলিমদের সারিকে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় করার লক্ষ্যে বেরিয়ে আসুন। সাত আসমানের উপর হতে প্রকাশ পাওয়া আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্যের জন্যে বেরিয়ে আসুন। নবুয়্যাতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ'কে সাহায্য করার জন্য বেরিয়ে আসুন। খালিফাহকে এবং ঐ ইমামকে বায়াত দেয়ার জন্য এগিয়ে আসুন যিনি আপনাদের বিষয়াদি দেখা শোনা করেন। বেরিয়ে আসুন এবং প্রদান করুন যা আপনারা উৎসর্গ করতে পারবেন। বেরিয়ে আসুন কুফফার, মুশরিক ও মুরাতাদদিনদের বিরুদ্ধে লড়তে এবং তাদের মিথ্যাকে বিতাড়িত করতে, যারা জমিনে ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘন করেছে। এবং কোন চিৎকারেই কান দিবেন না যা আপনাদেরকে বিপথে পরিচালিত করে এবং ঐ অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় যা আল্লাহ আপনাদের অনুগ্রহ করে দিয়েছেন। আপনারা দেখেন ও শোনেন যে কিভাবে তারা খিলাফাহকে ও এর সৈন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, যেমনটি সকল একগুঁয়ে কাফির, পথভ্রষ্ট জিন্দিক ও মুরতাদদের অভ্যাস হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তারা দোষারোপ করে যে, এর সৈনিকগণ তাকফিরি এবং অন্যসময় বলে খাওয়ারিজ। আপনারা দেখেন ও শোনেন যে, কিভাবে মুরতাদ পাকিস্তানি মিডিয়া –যারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের পূজা করে– উলাইয়াত খোরাসানের মুজাহিদিনদেরকে –বিন্দু পরিমাণ লজ্জা না করে বা কোন প্রমাণ ছাড়াই– ভারতের গোয়েন্দা বলে অভিযোগ করে। এই সকল চিৎকারকারিরা এরূপ করে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি শত্রুতার কারণে ও শয়তানের স্বার্থে এবং খিলাফাহ ও মুজাহিদিনদের মর্যাদা বিকৃত করার জন্য যাতে করে সাধারণ মুসলিমদের ভুল পথে পরিচালিত করা যায় এবং তারা যেন তাদের বরকতময় রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর না হয় যা আল্লাহ তাদের উপহার দিয়েছেন। এমনকি বিভ্রান্তিকর পথভ্রষ্ট আলেমরা ঐ সকল কুফফার ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিপক্ষে ভ্রান্ত ফাতওয়া দেয়, যারা ইসলাম ও এর উন্নত মানহাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, বরং তারা তাদের লজ্জাকর ফাতওয়ার মোড় ঘুরিয়ে দেয় তাদের দিকে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করছে ও খিলাফাহ'র দুর্গকে সমুন্নত করছে। সুতরাং এ সমস্ত আস্তাকুঁড়ে থাকা চিৎকারকারীর চিৎকারে নিজেকে ব্যস্ত করবেন না। আল্লাহর অনুগ্রহে, এগিয়ে যান আপনাদের খিলাফাহ'র দিকে এবং আল্লাহ সম্পর্কে নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবেন না।

আর খিলাফাহ'তে অবস্থানরত মুসলিমদের জন্য আমার



খোরাসানে উজবেক মুজাহিদিনগণ আমিরুল-মু'মিনিনের প্রতি বায়াত প্রদান করেন

উপদেশ, আমি তাদের বলিঃ আপনাদের অভিনন্দন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য, যে খিলাফাহ'র অনুগ্রহ আপনাদের রব আপনাদের দান করেছেন, অবশ্যই আল্লাহ আপনাদের একটি বড় উপহার দান করেছেন। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা ভুলে যাবেন না। নিশ্চয়ই, আমরা আমাদের বিগত জিহাদ সমূহের মাধ্যমে এর জন্য মনে প্রাণে ধৈর্যহীন ভাবে অপেক্ষা করেছি। সুতরাং এ মূল্যবান অনুগ্রহ অস্বীকার করবেন না। এর প্রাপ্য আদায় করুন এবং সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকুন। নিজেকে অলংকৃত করুন পবিত্র ও উন্নত চরিত্র এবং ভাল কর্মের দ্বারা, প্রথমত যেন আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং দ্বিতীয়ত এটা যেন মানুষদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করার এক মাধ্যম হয় এবং যাতে করে বিপদগামী ও পথভ্রষ্টরা আপনাদেরকে অনুসরণ করতে পারে এবং আপনাদের চরিত্র, কর্ম ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা যেন তা-ই খুঁজে পায় যা তারা অনুসন্ধান করছিল। এভাবেই তারা খিলাফাহ'র বাস্তবতা এবং তাদের ও মুসলিমদের জন্যে এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে এবং তখন তারা এর জন্যে প্রতিশোধ নিবে ও এর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের সহায়তা করবে। এভাবে এই প্রচেষ্টা খিলাফাহ'র মানহাজের বাস্তবতার দিকে আহ্বানের একটি মাধ্যমও হবে, যেখানে মুসলিমগণ নিজেকে ছায়া দিবেন এবং যেখানে তাঁরা খুঁজে পাবেন সকল ভাল রীতিনীতি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। ফলে এটা কুফফারদের ইসলাম গ্রহণের এবং খিলাফাহ'র ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য আহ্বানের একটি মাধ্যম হবে। খিলাফাহর ভিতর থাকা ভাইদের আমি আরও উপদেশ দেই, প্রচেষ্টা ও জিহাদের ক্ষেত্রে তারা যেন তাদের সর্বস্ব প্রয়োগ করেন এবং তাদের নিকট মূল্যবান ও প্রিয় সবকিছুই যেন উৎসর্গ করেন এবং কোন প্রচেষ্টাই যেন বাদ না রাখেন, যদিও তা খুবই সামান্য হয় এবং এ সবই যেন তারা করেন খিলাফাহ'কে শক্তিশালী করার জন্যে। আর তারা গোপনে বা প্রকাশ্যে কখনই যেন আল্লাহকে অমান্য না করে – কারণ গুনাহের কারণে অনুগ্রহ কমে যায় বা তুলে নেয়া হয় – এবং জীবনের সমস্ত কিছু কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী চালাতে তারা যেন কঠোর পরিশ্রম করে এবং খালিফাহর কোন আদেশ যেন অমান্য না করে যাতে আল্লাহ তাদের উপর ক্রুদ্ধ না হয়। {হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের} [আন-নিসাঃ ৫৯]


ন্যায্য সন্ত্রাস
আবু উমার আল-বেলজিকি
আবু ফুয়াদ আল-ফ্রান্সী
আবু মুজাহিদ আল-বেলজিকি
আবুল ক্বাক্বা আল-বেলজিকি
আবু ক্বিতাল আল-ফ্রান্সী
দুলক্বারনাইন আল-ফ্রান্সী
উকাশাহ আল-ইরাকি
আলী আল-ইরাকি
আবু রাইয়ান আল-ফ্রান্সী
সাবধান জাতি সমূহে যেন প্যারিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে...



রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আসবাহান [ইস্পাহান] হতে তাল্লিসিম [কাঁধ–আবৃতকারী শাল] পরা সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালকে অনুসরণ করবে।" [আনাস হতে মুসলিম বর্ণনা করেন]

ইস্পাহান